৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ২ বৈশাখ – ৮ বৈশাখ, ১৪২৯ ঃ ১৬ এপ্রিল – ২২ এপ্রিল, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 25, 16 April - 22 April, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বীরভূমের বগটুই গ্রামে ৯ জনকে পুড়িয়ে হত্যার তদন্ত করছে

সিবিআই। এবার পুড়িয়ে মারার ঘটনার কারণ ভাদু শেখের হত্যার তদন্ত ভারও সিবিআই-এর হাতে তুলে দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। যুক্তি, একই রেখায় যুক্ত দুই ঘটনার তদন্ত একই সংস্থার করাই বাঞ্ছনীয়।

রবিবার : পাকিস্তান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির মধ্যরাতের অধিবেশনে

অনাস্থা ভোটে হেরে বিদায় নিলেন ইমরান খান। নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন পিএমএল(এন) নেতা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ভাই শাহবাজ শরিফ। ইমরানের নতুন পাকিস্তান গড়ার স্বপ্ন শেষ।

সোমবার : নদিয়ার হাঁসখালিতে রক্তক্ষণের ফলে মারা গেল এক

গণধর্ষিতা নাবালিকা কিশোরী। এমনকি ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়াই তাকে রাতারাতি পুড়িয়ে দেওয়া হল স্থানীয় শ্মশানে। ঘটনায় ধৃত শাসকদলের নেতা তথা পঞ্চায়েত সদস্য সমরেন্দ্র গয়ালির ছেলে। ঘটনাটি সামনে আসে চাইল্ড লাইনের উদ্যোগে।

মঙ্গলবার : এসএসসির মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুলে গ্রুপ ডি নিয়োগ দুর্নীতি

খতিয়ে দেখতে গঠিত বিচার বিভাগীয় কমিটি রিপোর্ট পেশ করল আদালতে। রিপোর্ট বলছে ৬০৯টি বেআইনি নিয়োগের হদিশ পেয়েছে কমিটি। এই ৬০৯টির মধ্যে আবার ১৭৮টি সুপারিশ পত্রই ভুয়ো। আইনি ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ কমিটির।

বুধবার : ধর্ষণে জর্জরিত বাংলা। উত্তর ২৪ পরগনা, মালদহ

ও কলকাতার চারটি ধর্ষণের ঘটনার তদন্ত আদালতের নজরদারিতে করবেন আইপিএস অফিসার পার্ক স্ট্রিট কান্ডের ঘটনায় একদা অকুতোভয় দময়ন্তী সেন। রাজ্যের পছন্দসই অফিসারের নাম বাতিল করে দময়ন্তী সেনকে নিয়োগ করেছে আদালত।

বৃহস্পতিবার : এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এবার জড়িয়ে

পড়ল প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা শাসকদলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নাম। কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিয়েছিলেন সিবিআইয়ের মুখোমুখি হতে। তবে এই নির্দেশে পাঁচ সপ্তাহের স্থগিতাদেশ দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

শুক্রবার : শেষ হল বাংলা বর্ষ ১৪২৮। চৈত্র সংক্রান্তির পরম্পরা

সন্ন্যাস ও শিব আরাধনায় মেতে উঠল বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত। গাজনের নাচ, ঝাঁপ, মেলা জানিয়ে দিল আসছে ১৪২৯। এক মাসের কৃচ্ছসাধন সেরে ফের গৃহী হবেন শিবভক্তরা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

ফের সুশাসনের অভাব বাংলার রাজনীতিতে

শক্তি ধর

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, 'অযোগ্য শাসনকর্তার চেয়ে দেশ ও জাতির সবচেয়ে বড় ক্ষতি আর কেউ করতে পারে না।' এই অমোঘ বাণীটি যে কতখানি সত্যি তা বারবার পরখ করার সুযোগ ঘটছে পশ্চিমবঙ্গবাসীর। শাসনকর্তা মানেই রাজনীতির কারিগর আর রাজনীতি হল বঙ্গের অমরসঙ্গী। ১৯৪৭-এর পর ১৯৬২-র জুলাইতে বিধানচন্দ্র রায়ের জমানা ফুরোতে না ফুরোতেই বঙ্গে উপস্থিত হয়েছিল প্রথম রাষ্ট্রপতি শাসন। সেই বছরের নির্বাচনে ১৫৭টি আসন পেলেও ক্ষমতা দখল করে বিরোধী জোট। মুখ্যমন্ত্রী হন অজয় মুখার্জী। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে বাংলা দেখেছে চারটি জোট ঘেঁটে সরকার ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাষ্ট্রপতি শাসন। এই সময় অযোগ্য শাসনের একের পর এক উদাহরণ দেখেছে বঙ্গবাসী। বেকারদের হাহাকার, শ্রমিক নিপীড়ন, খাদ্য সংকট, খুন-জখম, বিশৃঙ্খলায় ভরে গিয়েছিল বাংলার মাটি। অজয়-জ্যোতি চরম দ্বন্দ্বে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল সাধারণ মানুষের। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী নিজেরই 'বর্বর' সরকারের বিরুদ্ধে ধর্ণায় বসেছিলেন ধর্মতলার কার্জন পার্কে। অবশেষে তিনি পদত্যাগ করেন ১৯৭০ সালের ১৬ মার্চ। আর পরদিন ১৭ মার্চ সেই কুখ্যাত দিন যেদিন বামেদের ধর্মঘটের মধ্যে বর্ধমানে ঘটল হাড়হিম করা সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড যার কলঙ্ক আজও বয়ে বেড়াতে হয় সিপিএমকে। আগুনের আঁচ কমে রাষ্ট্রপতি শাসনে। রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য রাজ্যপাল ধর্মবীরার সুপারিশের বিরুদ্ধে

আদালতের দ্বারস্থ হয় সিপিএম। কিন্তু রাজ্যপালের এই সাংবিধানিক কাজে হস্তক্ষেপ করতে চায়নি আদালত।

১৯৭১ সালের ২৮ জুন থেকে ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ পর্যন্ত চলা রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান ঘটে ১৯৭২-এর নির্বাচনে। ২৮০টির মধ্যে ২১৬টি আসন জিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় এল সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়ের কংগ্রেস সরকার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্ব ছেড়ে ১৯৭১-এ ঘটা পাকিস্তান-বাংলাদেশ যুদ্ধের বিজয়িনী নেত্রী 'এশিয়ার মুক্তি সূর্য' ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আশীর্বাদ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হাল ধরলেন সিদ্ধার্থবাবু। কিন্তু বাংলার পোড়া কপালে জুটল না যোগ্যতার শাসন। বাংলায় শুরু হল রাজনীতির এক নতুন অধ্যায়। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের অযোগ্য শাসনে শুরু হল পুলিশী অত্যাচার, নকশাল দমনের নাম করে সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য নির্যাতন। নিধন হতে লাগল মেধাবী প্রজন্ম। দেশেও তখন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পরের ইতিহাস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকের হাতে মরেছে মরিচ ঝাঁপির উদ্বাস্তুরা, আনন্দমার্গীরা। শাসক তার চেনা ঔদ্ধত্যে উড়িয়ে দিয়েছে বানতলার ধর্ষণ, ধানতলার খুন। একে একে অযোগ্য শাসনের চিত্রপটে এসেছে ট্রেজারি কেলেঙ্কারি, অপরাধের ক্লাইম্যাক্সে নানুর, নেতাই, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম। এখানেও অজয়-জ্যোতি বিরোধের মতো দেখেছি জ্যোতি-বুদ্ধ বিবাদ। এরপর পাঁচের পাতায়

রামরাজ্য ফিরতেই পারে ভারতভূমে

পারঙ্গম শাস্ত্রী : শ্রীলঙ্কার সঙ্গে এদেশ অর্থাৎ ভারতের নাড়ির যোগ সুবিদিত। সংস্কৃতির দিক থেকেও দাক্ষিণাত্যের মানুষের সঙ্গে ভারি মিল শ্রীলঙ্কানদের। মহাকাব্য রামায়ণ ধরলে লঙ্কাপতি রাবণকে পরাজিত করেছিলেন ভারতের পুরুষোত্তম রাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্র। যদিও শ্রীলঙ্কা নিজের দখলে নেন নি রামচন্দ্র। বরং সেখানকার ভূমিপুত্র বিভীষণকে দেশটি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এমন উদার মানসিকতা মনে হয় ভারতীয়রাই দেখাতে পারে। ভারত কখনই দখলদারির রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। পাশাপাশি ভারতের আরেক পড়শি পাকিস্তানকে দেখুন। এখনও ভারতীয় কাশ্মীরের একটা অংশ কব্জা করে নিজেদের বলে চালিয়ে যাচ্ছে। চিনও বা কম কীসে? ভারত ভূখণ্ড দখলের ট্র্যাক রেকর্ড আছে তাদেরও।

উদার মানসিকতা আর ভয় ল্যাজ গুটিয়ে নেওয়ার মানসিকতা কিন্তু মোটেই এক নয়। আবার পর ভোলানি ঘর জ্বালানি মানসিকতাও যে চরম খারাপ। এই কথা বলার অর্থ ভারতের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের শাসকদের চূড়ান্ত ব্যর্থতাকে কাঠগড়ায় তোলা। প্রসঙ্গত, চিন বা পাকিস্তানের এই দাদাগিরি থামানো

যেত অক্লেশে। কিন্তু কোথাও সবার কাছে ভালো সাজার অভিপ্রায়ে এবং কখনও বিপক্ষকে অতিরিক্ত ভয় পেয়ে দুর্বল শাসক তা হতে দেয় নি। ভারতকে রামচন্দ্রের সময়কার মতো শক্তিশালী কী লাগেনি কখনও? ইন্দিরা গান্ধি যখন পাকিস্তানের চোখে চোখ রেখে স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ে তোলায় সাহায্য করেছেন তখন দেশের সেই হৃতগৌরব নিশ্চিতভাবে ফিরে এসেছিল। একইভাবে দীর্ঘদিনের কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে নরেন্দ্র মোদী সরকারের দুরন্ত পদক্ষেপ অতি অবশ্যই ভারতের নাম রোশন করেছে। যুযুধান দুটি দলের নেতা হয়েও এনারা কিন্তু দেখিয়েছেন রামরাজ্য ফেরত আনা যায়।

এই প্রেক্ষিতে সামনে এসেছে শ্রীলঙ্কার বে-আব্রু হওয়ার খবর। রাজাপক্ষ নামে রাজা হলেও কামে একেবারেই প্রজাহিতৈষী হতে পারেন নি। বরং সেদেশের সনাতন ভারতপ্রেম ছেড়ে চিনা তোষামোদ করতে গিয়ে একেবারে তথৈবচ সেদেশের কোষাগার। শ্রীলঙ্কার এই নুন আনতে পান্তা ফুরায় অবস্থাতেই ভারতের কিছু স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবী নাকী এদেশেও এমন বিপদের আশঙ্কা করতে শুরু করেছেন। তাঁদের জ্ঞাতার্থে এটুকু বলা চলে ২০২১-২২ অর্থবর্ষে রপ্তানিতে ভারত এযাবৎ কালের যাবতীয় রেকর্ড ছাপিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এগোচ্ছি মোরা এগোচ্ছি। নস্ত্রাদামুসের ভবিষ্যতবাণী সত্যি করেই ভারত আগুয়ান হচ্ছে। পরিবর্ত পরিস্থিতিতে রাশিয়া হতেই পারে আমেরিকাকে টপকে দুনিয়ার সেরা শক্তি। সেক্ষেত্রে চিনকে টপকে ভারত যদি এশিয়ার এক নম্বর হয়ে ওঠে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

পরিশেষে বলা চলে মহাকাশেও অভূতপূর্ব পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদি চার গ্রহ শনি, বৃহস্পতি, রাহু এবং কেতু তাদের স্থান পরিবর্তন করছে। একইসঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, রবিও গোচর পরিবর্তনের খেলায় মেতেছে। এসবই যেন জগত সভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ আসনের ইঙ্গিত আরও স্পষ্ট করে তুলছে।

নতুন বছরে সরকারি কোষাগারে ঘাটতির সম্ভাবনা প্রবল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

ভাগ্যচক্র বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানে বদল হয়। ভালো মন্দ সবকিছুই বাতলে দেয় গ্রহ নক্ষত্রের দিক। মঙ্গল, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি, শনি এবং চাঁদ এসবের পারস্পরিক দৃষ্টি মানুষের সাথে সাথে দেশের প্রতি কতটা মধুর হবে তা নতুন বছরের শুরুতে জেনে নিতে কার না ইচ্ছা করে। পঞ্জিকা অনুযায়ী এবছর দেশের ভাগ্যাকাশে নতুন আলোর প্রভাব যে পড়বে তা পরতে পরতে চিহ্নিত করা রয়েছে। মা দুর্গার যাতায়াতের যানবাহনেও সে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। গজে আগমনে শস্য বৃদ্ধির ফল এবং নৌকায় গমনে উজার করে দেওয়া শস্যের ভাণ্ডার এমন ফলই পাওয়া যাবে বলে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের ইঙ্গিত রয়েছে। বৃহস্পতি শস্যাধিপতি হওয়ায় ভারতে যে অর্থনৈতিক দিক থেকে বলবান হবে তাও জ্যোতিষ বিজ্ঞানে প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। এবার ১লা বৈশাখের নতুন বছরে জ্যোতিষ বিজ্ঞান যাতে সঠিক দিক দেখায় সেই আশাতেই সকলের নতুন বছরকে স্বাগত জানাবেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে কি হতে পারে তা এখন চর্চার বিষয়। রাজ্যের রাজনৈতিক ডামাডোলে সকলেই যেন কিছুটা হলেও মাথায় হাত দিয়েছেন। সকলের মনে একটাই প্রশ্ন নতুন বছরে কি নতুন ধরনের রাজনৈতিক সমীকরণের দেখা মিলবে। যাতে সুষ্ঠভাবে এগিয়ে চলা যায়। কিন্তু জ্যোতিষ বিজ্ঞান বলছে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বৎসরে রাজ্যের বিরোধী দলগুলি আন্দোলন করলেও কোনও সুবিধা করতে পারবে না। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বন্দ্ব মেটানোর সবরকম পদক্ষেপ নিলেও তা কার্যকরী হবে না। তৃতীয় ভাবগতি রাহুগ্রস্ত এবং কেতু দৃষ্ট হওয়ায় রাজনৈতিক

দলগুলি বিরোধিতা করতে 'ভারত বনধ', 'বাংলা বনধ' প্রভৃতির ডাক দেবে। লগ্নে ইউরেনাস এবং অষ্টম পতি চতুর্থে শনি দৃষ্ট মঙ্গল হওয়ায় রাজ্যের জন্মমৃত্যুর হার, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দশম পতি মঙ্গল দৃষ্ট হওয়ায় এবং প্লুটো যুক্ত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী সহ শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে রাজ্য প্রয়োজনীয় সাহায্য পেতে অক্ষম হবে। দশমে প্লুটোর অবস্থান নির্দেশ করে ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টির সম্ভাবনা। রাহু যোগে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনা। কিন্তু উর্ধ্বতন প্রশাসনিক সমস্যা থেকে রাজ্য কিছুটা মুক্ত হবে।

মানুষের মুখে এখন একটাই আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটি হলো পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হবে। যার জেরে জেরবার হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ এই নাজেহাল অবস্থাতে জ্যোতিষ শাস্ত্র সত্যিই ভয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। শাস্ত্র মতে, পণ্যমূল্য বৃদ্ধিতে জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ হলেও তা সরকার মূল্য হ্রাস করতে পদক্ষেপ নেবে। পঞ্চম ভাবগতি রাহু যুক্ত ও কেতু দৃষ্ট হওয়ায় সরকারি কোষাগারে ঘাটতি দেখা দেবার সম্ভাবনা প্রবল।

বোরো ধানের ফলনে ক্ষতি

কাঠগড়ায় এলইডি আলো

দেবাশিস রায়

বোরো ধান চাষে ফলনে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় এবার আঙুল উঠল রাস্তার আলোর দিকে। জমি সংলগ্ন রাস্তার পাশে একাধিক লাইট পোস্ট থেকে রাতভর জ্বলতে থাকা এল ইডি আলোর কারণেই নাকি এবার বোরো চাষের একাংশে ধানের ফুল ফোটেনি। এমন অভাবনীয় অভূতপূর্ব ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটে চাষিদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যায় রয়েছে 'এলইডি'র আলোয় আল্ট্রা ভায়োলেট রশ্মি (ইউভি রে) থাকে এবং তা জীব কোষের ওপরে প্রভাব ফেলে। এছাড়াও এলইডি আলোয় বিশেষ ধরণের কীটপোকা আকৃষ্ট হয়ে ধানজমিতে নিয়মিত হানা দিতে পারে। তবে, এক্ষেত্রে ধানের ফুল না আসায় 'এলইডি আলো'ই দায়ী কিনা তা নিয়ে অবশ্য এখনও ধোঁয়াশা রয়ে গিয়েছে।

রাজ্যের শস্যগোলা হিসেবে পরিচিত বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী পুরনো পুর শহর দাঁইহাটের ১৪ নং ওয়ার্ডের বেড়া মিলপাড়া এলাকায় বেশ কয়েকজন চাষি প্রতিবারের মতো এবারও বোরো চাষ করেছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চাষিদের সেই জমির বিস্তীর্ণ অংশে ধানের ফলন আশানুরূপ হলেও শুধুমাত্র রাস্তার পাশে জমির একাধিক জায়গায় ধানের থোড় ধরলেও ফুল ধরেনি। রাতভর রাস্তার এলইডি লাইটের আলো জমির যতটুকু অংশে পড়ে ততটুকুতেই ধানের ফলন এভাবে মার খেয়েছে বলে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের দাবি। উদ্বিগ্ন

চাষিদের কথায়, তাঁরা ইতিপূর্বে কীটপোকার আক্রমণে ফসলের ক্ষতি হতে দেখেছেন কিন্তু, এলইডি আলোর কারণে এভাবে যে ধানের ফুল ধরে না তা অজানা ছিল। দাঁইহাট দেড় শতাধিক বছরের পুরনো পুরসভা হলেও শহরজুড়ে অনুন্নয়নের ছবিটাই সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে। ১৪টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট এই শহরের কার্যত দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে পুকুর, বিল সহ জলাভূমি ও কৃষিজমি। সারা বছর সেই সকল জলাভূমিতে মাছ চাষের পাশাপাশি কৃষি জমিতে ধান, পাট, সবজি সহ নানাবিধ ফসলের চাষ হয়ে থাকে। ১৪ নং ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অংশে বোরো ধানের চাষ হয়। এখানকার বেড়া মিলপাড়া এলাকার যুবক সঞ্জয় দেবনাথ এবারও তাঁর বিঘা দেড়েক জমিতে বোরো ধান লাগিয়েছেন। তিনি বলেন, গতবছর বর্ষার মুখে শহরজুড়ে টিউব লাইট খুলে ফেলে এলইডি আলো লাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের ধানজমি ঘেঁষে স্ট্রিট লাইট রয়েছে। রাতভর এই আলো জ্বলে থাকে। কিন্তু, এবারই প্রথম দেখলাম এই আলো জমির যতটুকু অংশে পড়েছে সেখানেই ধানের ফুল ধরেনি। সবমিলিয়ে প্রায় বিঘা দুয়েক জমির বোরো ধানের ফলন এভাবে মার খেয়েছে। গোটা ঘটনায় তো আমরা রীতিমতো অবাক। এরপর পাঁচের পাতায়

১০০দিনের কাজের টাকা না পেয়ে নামখানায় বিক্ষোভ

অমিত মন্ডল

১০০ দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা না পেয়ে বিক্ষোভ দেখালো কর্মীরা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতিবুনিয়া এলাকায় স্থানীয়সূত্রে জানা যায় নামখানার পাতিবুনিয়া এলাকায় প্রায় ২ হাজার কর্মী ১০০ দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে ম্যানগ্রোভ চারা লাগানোর কাজ করেছিল ওই এলাকার নদীর চরে। তিন মাস পরে কর্মীদের টাকা দেওয়ার কথা থাকলেও কিছু টাকা কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়। অভিযোগ বকেয়া টাকা আর কর্মীদের দেওয়া হয়নি। সুপারভাইজার যে সমস্ত জবকার্ড গ্রাহকরা কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল না সেইসব জবকার্ড গ্রাহকদের ব্যাংক একাউন্টের টাকা দিয়ে সব টাকা তুলে নেয় ওই সুপারভাইজার। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ সমস্ত টাকাটাই ভোগ করেছে ওই সুপারভাইজার। কাজের পাওনা টাকার দাবিতে বুধবার দিন প্রায় ২০০ জন

মহিলা ও পুরুষ ওই সুপারভাইজারের বাড়ির সামনে ওই সুপারভাইজার ঘিরে প্রায় চার ঘণ্টা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। বিক্ষোভকারীরা তারা জানায় যদি তারা কাজের টাকা না পায় তাহলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে। যদিও সুপারভাইজার বিক্ষোভকারীদের চাপে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করেছে এবং ওই টাকা ১৫ দিনের মধ্যে কর্মীদের ফেরত দেওয়ার কথা বলেছে। তবে বাকি টাকা এখনো আসেনি বলে জানায় সুপারভাইজার। এ বিষয়ে শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য শেখ সাইফুল ইসলাম জানান বিষয়টি আজ আমি শুনলাম। তবে বিষয়টি আমি বনবিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে কর্মীদের পাওনা টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করব।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 25, 16 April - 22 April 2022

কারেকশনের কারেক্ট সময় কী ঘনীভূত

পার্থসারথি গুহ

২০২২ এক তৃতীয়াংশ পথ পার করল। বছরের ৪টা মাস কাটার অনেক আগেই নিফটি ফের ১৮ হাজারের দিকে উঠেছিল। তার আগে নমো মন্ত্রে ভর করে অবশ্য সাড়ে ১৮ হাজার ঘুরে আসা হয়ে গিয়েছে। নতুন রেকর্ডও কায়েম হয়েছে এর ফলে। যদিও এই জায়গাতেই বেশ বড় চ্যালেঞ্জ বা রেজিস্ট্যান্সের মুখোমুখি হচ্ছে নিফটি মহারাজকে। এই মুহূর্তে অবশ্য নিফটি হাজারের ঘর ভেঙে নিচে আসার অঙ্ক কষছে। অনুরূপভাবে সেনসেক্স বাবুও তার কিছু কড়া অনুশাসনের বাউন্ডারির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলাবাহুল্য সেটা হল ৬০ হাজারের নিচে। এখন কথা হল আগামী ৩–৪ মাস কিছু দেশের রাজনীতি কোনওভাবে কী তুর্কীনাচন নাচাবে সূচকজোরকে? নাকি নতুন কোনও অধ্যায় চালু হবে । রাজনীতি বরাবরই ভারতের মতো দেশে ভালো প্রভাব ফেলে থাকে। অনেকসময় অর্থনীতির জিয়নকাঠিতে ফেলে মাপার চেষ্টা হয় রাজনৈতিক পটভূমিকে। তাতে দেখা যায় ভালো নম্বর পাচ্ছে কিছু অচলাবস্থা বা অস্থিরতা। যথারীতি রাজনীতির আবর্তে জন্ম হয় এসব ঘৃণাবর্তার। পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা শেপ নিতে শুরু করে।এখন

অর্থনীতি

স্থিতাবস্থার সময় আরও চাঙ্গা হওয়াই উচিত দেশের রাজনৈতিক আবহ। বলাবাহুল্য, অর্থনীতি তাতে প্রভাবিত হওয়ার কথা।

হতে পারে প্রত্যাশানুযায়ী সব সংগঠিত হওয়ার পর ফের ভারতীয় সূচকগুলি একটা ভালো রকমের কারেকশন সেরে নিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো সূচক নানা সময়ই নানাভাবে সংশোধনীর সম্মুখীন হয়েছে। তা বলে তার চালিকাশক্তি সে হারিয়ে ফেলে তা কিন্তু নয় মোটেই। বরং একেকটি কারেকশন নতুন করে উজ্জীবিত করে তোলে শেয়ার বাজারকে।

সেরকমই একটা কিছু ধরে নিতে হবে আগামী ৩–৪ মাসের বাজারের অবস্থাকে। কারেকশন বড় আকারে হলেও এই উচ্চতা থেকে ৫–১০ শতাংশের বেশি নিচে সূচককে কখনই দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে হোক কারেকশন। তাতে ভালো কিছু শেয়ারে অবস্থান নেওয়ার সুযোগ এসে যাবে 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা'র মতো।

গত ৫ বছরে ভারতের অর্থবাজার যে কারেকশন সম্পন্ন করেছে তাতে নিচের দিকে ৭ হাজার পর্যন্ত আসতে দেখা গিয়েছে নিফটিকে। সেনসেক্সও ২০ হাজারের কাছ থেকে সাপোর্ট নিয়েছে। ব্যাঙ্ক নিফটি, আইটি ও ফার্মা সূচকও কারেকশনের মধ্যে দিয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ওষুধ সেক্টর তো শুধু এমনি কারেকশন করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তার কারেকশন পর্ব ছিল টাইম ওয়াইজ বা অন্তর্বর্তীকালীন। এই কারেকশন বন্ধনীতে প্রায় বছর দুয়েকের বেশি গুজরান করতে দেখা গিয়েছে ফার্মা সূচককে। আর এই রাজনীতির সাপলুডোর ছকে যখন ভারতের অর্থবাজার আবর্তিত হবে তখন সেও ওষুধের ওপর বাজি ধরতে দেখা যাচ্ছে বাজার বিশেষজ্ঞদের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ওষুধ সেক্টরের মতো না হলেও ভারতীয় লগ্নিকারীদের অত্যন্ত পছন্দের মিডক্যাপেও কারেকশন নামক গ্রহণ ঘনিয়ে এসেছিল বেশ ভালোমতোই। সেই জায়গাটাই আবার যেন মেরামত হতে চলেছে। মিডক্যাপের ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য, ২০১৭ তে যে কাজ শুরু হয়েছিল জোরালোভাবে সেই বুল রানেই লাগাম পরে ছিল গত কয়েক বছর। সেই চাকাই এবার ফের ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদী পণ্ডিতরা। অর্থবাজারের ইতিহাস বলছে প্রতিটি সংশোধনের পর সূচক আরও পুষ্ট হয়। নতুন করে শক্তি লাভ করে ওপর দিকে চলার ব্যাপারে। আসলে প্রচণ্ড দাবদাহের পর এক পশলা বৃষ্টি যেমন চাতকের পরিতৃপ্তি মেটায় ঠিক তেমনই ব্যাপক বেড়ে যাওয়া বাজারকে লাগাম পরায় এক–একটি কারেকশন। আর এই কারেকশন আসেও নানা ফ্রেজে নানা ভাবে। তাতে মূলত বাজার উপকৃতই হয়। কাছাকাছি কিছু উদাহরণ তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরও পরিস্কার হবে। ২০১৬ তে দীর্ঘ কারেকশনের পর নিফটি থিতু হয়েছিল ৭ হাজারের ঘরে। এই কারেকশনের পর যে পরিমাণ পুষ্টি বাজার লাভ করে তার ফলস্বরূপ ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় বাজার। এটা যে কতটা শক্তি জুগিয়েছিল বাজারকে তা বেশ বোঝা যায়। তারপরগত ২০২০–র মাচ১ থেকে সংশোধনী নেমে এসেছে তা ঠিক একইভাবে সমৃদ্ধ করল অর্থবাজারকে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৬ এপ্রিল – ২২ এপ্রিল ২০২২

মেষ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসার প্রসারে বাধা থাকলেও তা কাটিয়ে উঠতে পারবে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মোন্নতিতে শুভ ফল পাবে। বিবাহের ক্ষেত্রে বাধা আসার সম্ভাবনা। তবে প্রেমের ক্ষেত্রে শুভ। তবে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঃ গুরবে নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় উন্নতি ও প্রসারতায় শুভ ফল প্রদান করবে। কিন্তু চাকরিতে পদোন্নতিতে বাধা আসার সম্ভাবনা। কিন্তু তীর্থযাত্রা, দেশভ্রমণের সুবর্ণ সুযোগ হাত ছাড়া করবেন না। আয়ভাব শুভ। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। ঠাণ্ডা লাগা, ফুসফুসের সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। তবে অযথা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হবেন।

প্রতিকার : ৩৩ বার 'ওঁ শুক্রায় নমঃ' জপ করুন।

মিথুন রাশি : চাকরিতে সাফল্য ও ব্যবসার প্রসারতায় ও উন্নতিতে শুভ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা। সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বাধা। অহেতুক কোনও ব্যাপার নিয়ে উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : শনিদেবের পুজো করুন।

কর্কট রাশি : কবি প্রতিভার বিকাশ ঘটবে। সঙ্গীতানুরাগী, নৃত্যানুরাগী হয়ে উঠবেন। আবেগপ্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। পেশার পরিবর্তনে সমস্যা আসতে পারে। ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে ঝুঁকি থাকবে। সন্তান থেকে শুভ ফল আশা করা যায়। দাম্পত্য মনোমালিন্য থাকবে, সংসারে সমস্যা এলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। কর্মক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির পুজো করুন।

সিংহ রাশি : ব্যবসার প্রসারতায় অনুকূল সময় বলা যায়। কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হবে। কোনো কিছু দ্রব্য হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। অবিবাহিতদের বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা। চক্ষু পীড়া, বাতের বেদনায় কষ্ট পেতে পারেন। আয়ভাব শুভ। ব্যয়বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : শনিবার লক্ষ্মী–নারায়ণের পুজো করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধি পেলেও তা মিটে যাবে। সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে ও ব্যবসা ক্ষেত্রে অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে। আয়ভাব শুভ নয়। কিছুদিনের জন্য আয় বন্ধ থাকার সম্ভাবনা। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। খরচ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার নরসিংহের পুজো করুন।

তুলা রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক গোলযোগ বৃদ্ধি পাবে। সন্তানের মনোমত সাফল্য না পাওয়ার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চাকরিতে সাফল্য পেলেও ব্যবসায় প্রসারতায় ঝুঁকি বৃদ্ধি পাবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আসবে এবং চাকরিতে আয়ভাব শুভ হবে।

প্রতিকার : মঙ্গলবার ধন্বন্তরির পুজো করুন।

বৃশ্চিক রাশি : অশান্তি, বাদানুবাদ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করুন। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠুন। সন্তানের সুনাম ও মানসম্মান বৃদ্ধি। ব্যবসায় প্রসারতার ক্ষেত্রে শুভ কিন্তু চাকরিতে সমস্যা আসবে। আয় ভাব শুভ। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ আছে।

প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ কেতবে নমঃ' জপ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু আত্মীয়–পরিজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হবে। ব্যবসার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। চাকরিতে তুলনামূলক শুভ ফল পাবেন। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। আয়ভাব খুব শুভ নয়।

প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ নক্তো বাসুদেবায়'–র জপ করুন।

মকর রাশি : কঠিন পরিস্থিতি কিছুটা লাঘব হবে। চাকরি ক্ষেত্রে কিছুটা শুভ ফল পাবে। আয় হলেও ব্যয় হয়ে যাবে। ব্যবসার ক্ষেত্রেও বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। চাকরিক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আয় কিছুটা বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করবেন। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্ক থাকুন।

প্রতিকার : প্রতিবার ১০৮ বার 'ওঁ হনুমতে নমঃ' জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রেও ব্যবসার প্রসারতায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু কর্মে পদোন্নতি ও আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। বেকারদের ক্ষেত্রে কর্মে সুযোগ আসবে।

প্রতিকার : শনিবার অন্ধদের ভোজন করান।

মীন রাশি : চাকরিক্ষেত্রে শুভ হলেও ব্যবসার ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুজনদের পরামর্শ নেবেন। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করুন। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে। ব্যবসায় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ হচ্ছে কিনা দেখতে হবে।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার গুরুজনদের প্রণাম করবেন।

উত্তরের আঙিনায়

উদ্বাস্তুদের পাশে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতকালই বেআইনি বাড়ি দখলের অভিযোগে উচ্ছেদ করা হয়েছিলো শিলিগুড়ির ৪০ নং ওয়ার্ডের দশটি পরিবারকে। কিন্তু রাতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে আজ সেসব বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি প্রথমে তাদের সান্ত্বনা দেন এবং তাদের কথা দেন তাদের পুর্নবাসনের ব্যাবস্থা করা হবে। এবং যতদিন না পযর্ন্ত তাদের স্থায়ী ঠিকানার ব্যবস্থা করা হচ্ছে,ততদিন পর্যন্ত তাদের অস্থায়ী ছাদের ব্যাবস্থা করবে রাজ্য সরকার। এবং তাদের প্রত্যেকের খাওয়া দাওয়ার ভারও নেবে রাজ্য সরকার। এদিন তাদের হাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় জিনিস মেয়র তুলে দেন শিলিগুড়ি পুরসভার পক্ষ থেকে তিনি পরে সাংবাদিকদের জানান, নিয়ম নিয়মের মত চলবে, কিন্তু তা বলে আমরা অমানবিক হতে পারি না, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন না পযর্ন্ত তাদের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে,ততদিন পর্যন্ত তাদের সব দায়িত্ব নেবে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন তাদের যেন কোনওরকমের সমস্যার মধ্যে পড়তে না হয়। আমি এবং শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশন তাদের পাশে আছি, এবং প্রয়োজনে সবরকমের সাহায্য করবো আমরা। এদিন মেয়রের সাথে ছিলেন শিলিগুড়ি মেয়র পারিষদের অন্যান্য সদস্যরা।

পাহাড়ে রামনবমী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সমতলের পাশাপাশি পাহাড়েও বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হল রাম নবমী। এদিন কালিম্পং এর মেলা মাঠ থেকে শোভাযাত্রা বের করা হয় রাম নবমী উপলক্ষ্যে।

সুসজ্জিত ট্যাবলো ছিল এই শোভাযাত্রার বিশেষ আকর্ষণ। নারী পুরুষ উভয়ে গেরুয়া পতাকা হাতে নিয়ে শোভা যাত্রায় সামিল হয়। রাম নবমী মিছিলটি কালিম্পং শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ফের মেলা মাঠে শেষ হয়। আজ পাহাড়ে প্রথম বারের জন্য পালিত হল রামনবমী। আজ শিলিগুড়িতে সাংসদ থাকলেও পাহাড়ে রামনবমী পালন করবার মূল দায়িত্ব ছিলো তার। পাহাড়ে এদিন রামনবমী উপলক্ষে প্রায় দশহাজার মানুষকে খাওয়ানো হয়। পাহাড়ে রামনবমী পালন করলেন পাহাড়ের সাধারণ বাঙালিরাও। এদিন মহাসমারোহে রামনবমী পালন করা দেখতে পাহাড়ে প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিলো। যারা রামনবমী প্রথমবারের জন্য পালন করা দেখলেন। পাহাড়ে রামনবমী পালন করার আরেক উদ্যোক্তা হলেন হামরো পার্টির সদস্যরাও। তারা এদিন গোটা পাহাড় জুড়ে সাধারণ মানুষকে জল দান করলেন।

গোসাইপুরে গণ্ডগোল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাগডোগরার গোসাইপুরে একটি মালবাহী ট্রাক দুর্ঘটনার কবলে পড়ল। দুপুর দেড়টার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পাওয়া গেছে ওই পণ্যবাহী ট্রাকটি বাগডোগরার সামনে থাকা একটি গোডাউনে ব্যাগ রাখতে যাচ্ছিল। গতি বেশি থাকায় ওই ট্রাকটি উলটিয়ে গিয়ে একটি ঝোপের মধ্যে গিয়ে আটকিয়ে যায়। ওই ট্রাকটির মধ্যে থাকা তিনজন হেল্পার একজন ড্রাইভার এবং দুজন খালাসি আহত হয়েছেন। এবং পাশের তিনটি খাবারের দোকান পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে। দুর্ঘটনার পরে এলাকার স্থানীয় মানুষেরা দৌড়ে আসেন এবং আহত তিনজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করে দেন। ট্রাকটির মধ্যে থাকা প্রচুর ব্যাগ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে বলে খবরে জানা গেছে। ওই দুর্ঘটনার পরে বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি যাবার রাস্তা বেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় বলে জানা গেছে। এ নিয়ে গোসাইপুরে বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা কিছুদিনের মধ্যে ঘটে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষজন, তাদের বক্তব্য এত দুর্ঘটনা ঘটে গেলেও ওই রাস্তায় যথেষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হচ্ছে না মানুষের জন্য। অবিলম্বে ওই এলাকায় ট্রাফিক ব্যাবস্থা জোরদার করবার দাবি জানান তারা।

সুস্থ করতে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেঙ্গল সাফারিতে অন্ধকার নেমে আসল ক্যাঙ্গারুগুলির অসুস্থতা নিয়ে। তিনটে ক্যাঙ্গারুর মধ্যে একটি নিহত এবং দুটো ক্যাঙ্গারুর অবস্থাও ভালো নয়। খুব সম্ভবত ডিহাইড্রেশনের শিকার ওই ক্যাঙ্গারুগুলি ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া তো করছে না,এমনকি ঠিকমত বিশ্রাম নিচ্ছে না, ওই ক্যাঙ্গারুগুলিকে যারা পরীক্ষা করেছিলেন তারা জানালেন এইভাবে চললে ক্যাঙ্গারুগুলিকে ঠিক রাখা প্রচণ্ড মুস্কিল। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন খুব সম্ভবত নিজেদের জায়গা না পেয়ে এইরকম মুষড়ে পড়েছে ক্যাঙ্গারুগুলি। তবে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে সবরকমের চেষ্টা চালানো হচ্ছে ওই ক্যাঙ্গারুগুলিকে সারিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজনে কলকাতা থেকেও বিশেষজ্ঞ পশু চিকিৎসক নিয়ে এসে চিকিৎসা করানো হবে ওই ক্যাঙ্গারুগুলির।

আপাতত ওই দুটি ক্যাঙ্গারুকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখা হয়েছে এবং তাদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হচ্ছে ওষুধ এবং জল খাওয়ানো হচ্ছে। যদি সুস্থ হয়ে ওঠে ওই দুটি ক্যাঙ্গারু তবে তাদের আপাতত বেঙ্গল সাফারিতেই রেখে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বেঙ্গল সাফারির দায়িত্বে থাকা আধিকারিক পূনম লেপচা।

বিপাকে পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বন্ধ উড়ান। তিল ধারনের জায়গা নেই রেল এবং বাসে। পনেরো দিনের জন্য বন্ধ উড়ান, তাই টিকিট নেই রেল এবং বাসে। সকাল থেকেই সিটি বুকিং এবং এনজেপি ষ্টেশনের কাউন্টারে তিল ধারনের জায়গা নেই। প্রচুর পর্যটক পাহাড় থেকে ফিরে উড়ান ধরবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন,এখন সেটা বাতিল করে ট্রেন এবং বাস ধরবার জন্য দৌড়চ্ছেন। সবচাইতে খারাপ অবস্থা দার্জিলিং মেল এবং পদাতিক এক্সপ্রেসে। আগামী সাতদিনের টিকিট শেষ। এমনকি এজেন্টদের কাছেও টিকিট নেই। বাসের অবস্থাও খারাপ। প্রাইভেট বাস বন্ধ তাই সরকারি বাসের উপরই নির্ভর করে টিকিটের জন্য দৌড়চ্ছেন যাত্রীরা। হঠাৎ করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সবচাইতে বেশি বিপাকে পড়ে গেছেন পর্যটকেরা। যারা সাত থেকে দশদিন আগে এখানে এসে পাহাড়ে উঠেছিলেন। কবে খুলবে এয়ারপোর্ট,কেউ জানেন না কারণ, পনেরো দিন বলা হলেও কবে খুলবে এয়ারপোর্ট বলতে পারছেন না এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ। সব মিলিয়ে চরম বিপাকে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষ এবং বাইরে থেকে আসা পর্যটকেরা।এয়ারপোর্ট বন্ধ থাকায় যাদের এখন পুরোপুরি নির্ভর করতে হচ্ছে ট্রেন কিংবা বাসের উপর।

পুলিশের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লীর বাসিন্দা রাজা ভট্টাচার্য গতকাল দুপুর বারোটা নাগাদ কলকাতা থেকে ট্রেনে করে শিলিগুড়ি ফিরছিলেন। রাজা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ট্রেন থেকে নামার সময় তার মোবাইল ফোন তার পকেটেই ছিল। কিন্তু এক্সিলেটরে ওঠার সময়ে তিনি বুঝতে পারেন তার ফোনটি আর পকেটে নেই। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অভিযোগ জানান নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের জিআরপি থানায়। অভিযোগ পাওয়া মাত্রই জিআরপি থানার পুলিশ আধিকারিকরা চুরি যাওয়া মোবাইল এর খোঁজে তদন্তে নামে। তদন্তে নেমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জিআরপি পুলিশের সন্দেহ হয় ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা ১৯ বছর বয়সী সঞ্জীব কুমার নামক এক ব্যক্তির উপর। বর্তমানে সঞ্জীব কিষাণগঞ্জে ভাড়া বাড়িতে থাকে। পুলিশ সূত্রের খবর সন্দেহবশত সঞ্জীব কুমার কে আটক করে তল্লাশি চালাতেই সঞ্জীব এর কাছে থেকে বেরিয়ে আসে শিলিগুড়ি পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী বাসিন্দা রাজা ভট্টাচার্যের চুরি যাওয়া মোবাইল। মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করে রাজা ভট্টাচার্যের হাতে তুলে দেয় জিআরপি থানার পুলিশ। পাশাপাশি চুরির মামলা দায়ের করে ধৃত সঞ্জীবকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলে জিআরপি থানার পুলিশ। মোবাইল ফেরত পেয়ে পুলিশকে ধন্যবাদ দেন মোবাইল এর মালিক রাজা ভট্টাচার্য জানান হঠাৎ করে দেখি মোবাইলটা নেই,খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম,এই সময় চট করে মোবাইল কেনা শুধু আমার কেন অনেকের পক্ষেই অসম্ভব।

৫ গুণ বেড়েছে ভাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাড়া আকাশছোয়া,বিপদে এবং বিপাকে পাহাড়ে যাবার জন্য তৈরি পর্যটকেরা। গত তিন মাসে প্রায় ৫ গুণ বেড়েছে ভাড়া,তাই বিপাকে পাহাড়মুখি পর্যটকেরা। এনজেপি ষ্টেশনে এসে পাহাড়ের গাড়ির ভাড়া শুনে প্রায় আকাশ থেকে পড়ছেন পর্যটকেরা। আগে যেখানে একটি ছোট ভ্যান দার্জিলিং যাবার জন্য তিনহাজারে রাজি হয়ে যেতো এখন তারাই প্রায় সাড়ে পাঁচ থেকে ছহাজার টাকা ভাড়া চাইছে। যদি মাথা পিছু ধরা হয় তবে আরো বেশি ভাড়া চাইছেন তারা, জিজ্ঞাসা করলে বলছেন আমাদের কিছুই করবার নেই, আমাদেরও পাহাড়ে পর্যটকদের নিয়ে যাতায়াত করতে প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়। আমাদেরও গত তিনমাসে খরচ প্রায়

৫ গুণ বেড়েছে,আমাদের কিছুই করবার নেই। পাহাড়ের পর্যটকদের সংখ্যা এখন অনেকটাই কমে গেছে এত মূল্যবৃদ্ধির কারণে। শুধু তাই নয় খরচ বেড়েছে সিকিম যাবার পথের গাড়িগুলিতেও তারাও প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া চাইছেন। এদিকে পাহাড়ের ভাড়া বেড়ে যাওয়াতে সমস্যায় পড়ে গেছেন হোটেল মালিকেরাও। প্রচুর পর্যটক ক্যানসেল করছেন তাদের ভ্রমনের কর্মসূচি। ফলে বাতিল হচ্ছে হোটেল বুকিং। অনেক পর্যটক এনজেপিতে নেমে গাড়ি ভাড়ার কথা শুনে ট্যুর ক্যানসেল করে আবার ফিরে চলে গেছেন। কারণ হিসেবে তারা জানিয়েছেন যেতেই যদি এত টাকা লাগে তবে ঘুরতেও তো খরচ বাড়বে,আর আমাদের কাছে এত টাকা নেই। সব মিলিয়ে লকডাউন উঠে গেলেও আবার বিপাকে পর্যটন শিল্প। পেট্রল এবং ডিজেল প্রায় সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে,কাজেই বেড়াতে গেলেও প্রায় তিনগুণ টাকা নিয়ে বের হতে হবে, এটা ভেবেই যাত্রা বাতিল করছেন পাহাড় প্রিয় পর্যটকেরা।

চাল নিয়ে আতান্তরে ক্রেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়িতে চলছে অবৈধভাবে চালের ব্যাবসা। নির্বিকার প্রশাসন। শিলিগুড়িতে আসছে বাংলাদেশী চাল যার দাম মোটামুটি আশি টাকার কাছাকাছি, শিলিগুড়ির বাজারে সেই চাল বিক্রি হচ্ছে প্রায় একশো কুড়ি টাকা করে। শিলিগুড়িতে এমনিতেই চালের দাম কেজি প্রতি বেড়ে গেছে প্রায় আট থেকে নটাকা। সেই সময় একটি চাল আসছে বাংলাদেশ থেকে যেই চালকে চালানো হচ্ছে বাংলাদেশের আতপ বলে, কেজিতে প্রায় চল্লিশ টাকা বেশি করে নেওয়া হচ্ছে খরিদদারদের কাছ থেকে। কিন্তু কেন এই চাল কিনছেন বাংলাদেশের মানুষ? যারা কিনছেন তারা

জানিয়েছেন এই চাল সহজেই সেদ্ধ হয়ে যায় এবং খুব সুন্দর গন্ধ বের হয়। সেকারণেই মানুষ আকর্ষিত হচ্ছেন এই চালের প্রতি।

বাজারে বিশেষ করে শিলিগুড়ির বেশ কিছু বাজারে এই চাল বাংলাদেশি সুগন্ধি আতপ চাল বলে। এখন পয়লা বৈশাখের আগে মানুষ এই চাল কিনছেন দশ থেকে বিশ কেজি করে। প্রশাসনের কাছে খবর গেলেও কেন কিছু বলছেন না প্রশাসন, উত্তরে এক ব্যাবসায়ী জানালেন, কেউ অভিযোগ না জানালে প্রশাসন কী করবে। কেউ যদি অভিযোগ জানায় তবেই আইনত ব্যাবস্থা নেবে প্রশাসন, কিন্তু কেউ না জানালে প্রশাসনের কিছুই করবার নেই।

উড়ান বন্ধে চাপ সড়কে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বন্ধ উড়ান ফলে ভিড় বেড়েই চলেছে ষ্টেশন এবং বাস টার্মিনার্সে। তিল ধারনের জায়গা নেই ষ্টেশন এবং বাস টার্মিনার্সে। টিকিট পাচ্ছেন না আপাতত কেউই,সব চাইতে সমস্যায় পড়ে আছেন রোগী এবং রোগীর আত্মীয়রা,বাইরে যেতে গেলে তাকে তো প্রথমে কলকাতাতে পৌঁছতে হবে। সেটুকুই করতে পারছে না অনেকেই। টিকিটের হাহাকার লেগে গেছে বাস এবং ট্রেন দুজায়গাতেই। চাইলেও দু সপ্তাহের আগে টিকিট

পাচ্ছেন না কেউই। বেশি টাকা দিয়েও কোন কাজ হচ্ছে না।

মুস্কিলে পড়ে গেছেন পাহাড় থেকে নীচে নামা পর্যটকেরাও। উড়ান না পেয়ে বাধ্য হয়েই ট্রেনের টিকিটের খোঁজ করছেন তারা। বলা হচ্ছে আগামী ২৫ তারিখ থেকে উড়ান চালানো শুরু হবে। কিন্তু যদি না হয় তবে তো প্রবল অশান্তির সৃষ্টি হবে। এটাও জানেন সবাই।

বছরকে স্বাগত জানাতে গাছ লাগাবে পুর নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার সংস্কৃতিকে পুনরুদ্ধার করতে উদ্যোগী বর্তমান রাজ্যে সরকার। সেই কারণে এবারের পয়লা বৈশাখে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শিলিগুড়িতেও শোভাযাত্রা,অঙ্কন প্রতিযোগিতা সহ একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবারের বর্ষবরণ উৎসবে। তবে পয়লা বৈশাখে অর্থাৎ ১৪২৯ সালকে স্বাগত জানাতে সবুজায়নের লক্ষ্যে ১৪২৯টি গাছ সপ্তাহ ব্যাপী শহরের বিভিন্ন প্রান্তে লাগানো হবে।বুধবার পুরনিগমে এক সাংবাদিক বৈঠকে মেয়র গৌতম দেব জানান,জাতি,ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে সামিল করা হবে এবারের এই বর্ষবরণ উৎসবে। শুক্রবার সূর্যবরণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন মেয়র গৌতম দেব। পরবর্তীতে বর্নাঢ্য শোভাযাত্রা শহরজুড়ে পরিক্রমা করে সূর্য সেন পার্কে গিয়ে শেষ হবে। সেখানেই নানান শিল্পীদের দ্বারা হরেক অনুষ্ঠান উপস্থাপিত হবে। পাশাপাশি খুদে শিল্পীদের দ্বারা আকা বিভিন্ন অংকনকেই আমন্ত্রণ পত্র হিসেবে ব্যবহার করে মোট ২ হাজার শহরবাসীর হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানান মেয়র গৌতম দেব। তিনি আরো জানান দুবছর ধরে হয় নি পয়লা বৈশাখের কোনও অনুষ্ঠান। তাই এবারে আরো ধুমধাম করে করা হবে পয়লা বৈশাখ।

শব্দবার্তা ১৯৫

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। আবরণ ৪। সরু লাঠি ৫। যে রোগ সারে না ৭। মসৃণ ৯। উত্তাপ, উষ্ণতা ১০। কেনাকাটা ১১। আশ্রয়, আড্ডা ১২। গুপ্ত নয়।

উপর–নীচ

১। বেতের পাত্র, ২। দাঁতের অসুখ ৩। উৎপন্ন, জাত ৪। প্রবঞ্চনা, ৬। (আল.) অনুগ্রহের জন্য প্রতীক্ষমাণ ব্যক্তি ৮। দুই হাত প্রসারিত করে কোলে তোলা হয়েছে এমন ১০। বর্ষ, অব্দ ১১। এর নাম বাবাজি।

সমাধান : ১৯৪

পাশাপাশি : ২। খিদমতগার ৫। মালভূমি ৭। আগুন ৯। ঝুপড়ি ১০। পারাবত ১২। করণকারণ।

উপর–নীচ : ১। অণিমা, ৩। দশমিক ৪। গাবগুবাগুব ৬। লটরপটর ৮। উপাচার ১০। তদীয়।

আলিপুর বার্তার
সার্কুলেশনের জন্য
যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গভীর রাতের অন্ধকারে আবারও আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতী কে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে বাসন্তী থানার অন্তর্গত শিমুলতলার টাকি পার্ক এলাকায়। ধৃতের নাম হাসা ওরফে বাবর আলী সেখ। ধৃতের কাছ থেকে একটি দেশজ বন্দুক ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

সূত্রের খবর,মূলত উত্তপ্ত বাসন্তী থানা এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ২৪ ঘন্টা কাজ করে চলেছে বাসন্তী থানার পুলিশ প্রশাসন। প্রতিনিয়ত দাগী দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে গারদে পাঠাচ্ছেন। যার ফলে রাতে দিনে এলাকার বিভিন্ন স্থানে টহল দিচ্ছে বাসন্তী থানার পুলিশ। মঙ্গলবার গভীর রাতে বাসন্তী থানার এএসআই বিপুল চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম টাকি পার্ক এলাকায় নজরদারী করছিল। সেই সময় হাসা নামে ওই দুষ্কৃতী ঘোরাফেরা করছিল এলাকায়। পুলিশের সন্দেহ হতেই তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পাশাপাশি তার কাছে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে। ব্যাগ তল্লাশি করতেই পুলিশের চক্ষু চড়ক গাছ। ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসে একটি বন্দুক ও একটি কার্তুজ। পুলিশ গ্রেফতার করে ওই দুষ্কৃতী কে।

পাশাপাশি গভীর রাতে কেন ঘোরাফেরা করছিল এবং ঘটনায় আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে সে বিষয়ে ধৃত দুষ্কৃতী কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। পাশাপাশি ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং বুধবার আদালতে তোলা হয়েছে।

ঝাঁপের ডাব চোখে

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলছে চৈত্রমাসের শিবের উৎসব। সেই উৎসবে ঝাঁপের ডাব আচমকা চোখে পড়ে গুরুতর জখম হলেন রবীন সরদার নামে এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জীবনতলা থানার অন্তর্গত তালদা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গ্রামেই চলছিল শিবের গাজন উৎসব। আয়োজন হয়েছিল ঝাঁপের। সেই ঝাঁপ থেকে একটি ডাব সাধারণের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে ফেলা হয়। ডাবটি লুফে নেওয়ার জন্য সাধারণের মধ্যে হুড়োহুড়ি হয়। আচমকা সেই ডাব রবীন সরদারের ডান চোখে লাগে। মুহূর্তে ওই ব্যক্তি গুরুতর জখম হয়ে লুটিয়ে পড়েন ঘটনাস্থলেই। প্রতিবেশী ও পরিবারের লোকজন তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই ব্যক্তি।

গ্রেফতার পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আনুমানিক প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকার গাঁজা সহ এক মাদক পাচারকারী কে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বারুইপুর থানার অন্তর্গত ধপধপি এলাকার একটি ইট ভাটার কাছে। ধৃতের মাদক পাচারকারীর নাম সিরাজুল বৈদ্য। ধৃত মাদক পাচারকারীর বাড়ি গোচরণ এলাকায়। বারুইপুর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে মাদক পাচারের খবর আগাম পেয়ে যায়। সেই সূত্র ধরে ধপধপি এলাকার একটি ইটভাটার কাছে পুলিশ ওঁত পেতে থাকে।সেখানে সন্দেহভাজন একটি গাড়িতে তল্লাশি করে তিন বস্তা গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজার মূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি গাড়ির ভিতরে বসে থাকা মাদক পাচারকারী কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এই মাদক পাচার চক্রের সাথে আর কে বা কারা যুক্ত রয়েছে সে বিষয়ে ধৃত মাদক পাচারকারীকের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।অন্যদিকে ধৃত মাদক পাচারকারীকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে।

পাইপগান সহ ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক অস্ত্র কারবারী দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ধৃতের নাম দীনবন্ধু হালদার। ধৃতের বাড়ি কুলতলি থানার অন্তর্গত মেরিগঞ্জের ট্যাংরাবিচি এলাকায়।ধৃতের কাছ থেকে ৪ টি ওয়ান শাটার পাইপগান,নগদ ৩১ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর মঙ্গলবার রাতে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ ও কুলতলি থানার পুলিশ যৌথ ভাবে মেরিগঞ্জ এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। ট্যাংরাবিচি এলাকার দীনবন্ধু হালদারের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ৪ টি ওয়ান শাটার পাইপগান,নগদ ৩১ হাজার টাকা ও একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে। ধৃত কে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে যে ধৃত ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করেছিল এলাকার দুষ্কৃতীদের কাছে বিক্রি করার জন্য। উল্লেখ্য আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করার অভিযোগে গত ২০২০ সালের শুরুতেই দীনবন্ধু হালদারকে কুলতলি থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছিল।

মৃতদেহ ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের কুলতলির নিখোঁজ থাকা এক ব্যক্তির কঙ্কালসার মৃতদেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,কুলতলির থানার দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটামারি গ্রামের বাটুল পাইক(৬০) নামে এক ব্যক্তি গত ১২ দিন যাবৎ নিখোঁজ ছিলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বাড়ির লোকজন তাঁর কোনও খোঁজ পায় নি বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে বাড়ির পাশের এক পানাভরা জলাশয় থেকে উদ্ধার হয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ। ওই জলাশয় থেকে ব্যাপক দুর্গন্ধ ছড়ানোর ফলে গ্রামবাসীরা পানা তুলে বাঁটুল পাইকের মৃতদেহ দেখতে পায়। খবর দেওয়া হয় কুলতলি থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন কুলতলি থানার পুলিশ। মৃতের ছেলে মিঠুন পাইক ও ভাইপো দিলীপ পাইক বলেন,কেউ মেরে ফেলেছে আমাদের মানুষটিকে। তবে তাঁর সাথে কারুর কোনো বিবাদ ছিলো বলে তাদের জানা নেই। আমরা চাই এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক। পুলিশ এদিন কঙ্কালসার মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। তবে মৃতের বাড়িতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পুলিশের জালে চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক মোটর বাইক চোর। ধৃতের কাছ থেকে একটি মাষ্টার চাবি ও একটি চোরাই মোটর বাইক উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধৃত মোটর বাইক চোরের নাম সফিকুল লস্কর। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে জীবনতলা থানা এলাকায়। ধৃতের বাড়ি জীবনতলা থানার অন্তর্গত দেউলির মদনখালি এলাকায়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে উদ্ধার হওয়া চোরাই মোটর বাইকটি তালদি বাজার এলাকা থেকে সে চুরি করেছিল। পাশাপাশি বাইক চুরির সাথে আর কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানার চেষ্টা করছে জীবনতলা থানার পুলিশ। ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে।

সুন্দরবন জঙ্গলে জলদস্যুদের হাতে আক্রান্ত মধু সংগ্রহকারী

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সুন্দরবন জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে জলদস্যুদের হাতে আক্রান্ত হলেন ১১ জনের এক মধু সংগ্রহকারী দল। আক্রান্ত মৌলেদের বাড়ি প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার বালি ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বর্তমানে আক্রান্ত মৌলেদের মধ্যে ৮ জন গোসাবা ব্লক হাসপাতালে ও ৩ জন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আক্রান্ত মৌলেরা হলেন অনন্ত মন্ডল, ইদ্রিশ আলি জমাদার,রবীন্দ্র নাথ গায়েন,বিশ্বনাথ মন্ডল, অনন্ত মন্ডল,সঞ্জয় আড়ি,রমেশ গায়েন, ধনঞ্জয় মন্ডল, শঙ্কর মন্ডল, সুনীল মন্ডল,সুক্ষ্ম মন্ডল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত ৮ এপ্রিল থেকে সুন্দরবন জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করার কাজ শুরু হয়েছে সরকারি ভাবে। বনদফতরের বৈধ অনুমতি নিয়ে ৪৩ টি দল সুন্দরবনের সজনেখালি থেকে গভীর জঙ্গলে রওনা দিয়েছিল ৮ এপ্রিল। আক্রান্ত মৌলেরা মধু সংগ্রহের কাজ করে সোমবার রাতে পীরখালি জঙ্গল সংলগ্ন গাজীর খাল এলাকায় নৌকার মধ্যে ঘুমিয়েছিলেন। রাত প্রায় ১১ নাগাদ দুটি নৌকা করে জনা পঁচিশ এক ডাকাত দল মৌলেদের ঘিরে ধরে। তাদের লাঠি,লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। পরে নৌকার হাল ও অন্যান্য জিনিসপত্র নদীতে ফেলে দেয়। পাশাপাশি সংগৃহিত ৭-৮ কুইন্টাল সংগ্রহ করা মধু জলদস্যুরা নিয়ে নেয়। পরে ওই মৌলেদের কে নিয়ে দূরে একটি জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে জলদস্যুরা পালিয়ে যায়। রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে মৌলেরা। মঙ্গলবার ভোরের আলো ফুটতেই জোয়ার শুরু হলে জঙ্গল থেকে গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে নৌকা চালিয়ে জখমরা হাজির হয় পীরখালি ফরেষ্ট অফিসে। সেখানে বনদফতরের আধিকারিদের ঘটনার কথা জানায়। বনদফতরের লোকজন তড়িঘড়ি ১১ জন মৌলে কে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গোসাবা ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে ইদ্রিশ আলি জমাদার,রবীন গায়েন,অনন্ত মন্ডলদের অবস্থা সংকটজনক হলে তাদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। অন্যদিকে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে জলদস্যুদের এমন মর্মান্তিক আক্রমণে চিন্তিত অন্যান্য মৌলেদের পরিবার পরিজন।

আক্রান্ত মৌলেদের ধারণা জলদস্যুরা বাংলাদেশ ও উত্তর ২৪ পরগনার সামশের নগর এলাকার।

রাতে মহিলা শৌচালয় উধাও

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য সরকারি অর্থে পঞ্চায়েতের তৈরি মহিলা শৌচালয় রাতের অন্ধকারে কে বা কারা ভেঙে চুরমার করে উধাও করে দিলো। এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা ,কেন এমন কাজ করলো এবং উদ্দেশ্যই বা কী সেবিষয়ে সাধারণ মানুজন সহ প্রশাসন অন্ধকারে।

ক্যানিং থানার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ হেড়োভাঙা বাজার। এই বাজারে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন গ্রামের লোকজন বাজার-হাট করতে আসেন। আবার সপ্তাহের বুধ ও শনিবার বিশেষ হাট বসে। বাজার সংলগ্ন এলাকায় পানীয় জলের কল এবং কোনও শৌচালয় না থাকার কারণে প্রতিনিয়ত সমস্যায় পড়তে হয় এলাকার মানুষজন সহ হাট-বাজার করতে আসা ক্রেতা-বিক্রেতারা। শৌচালয়ের জন্য পার্শ্ববর্তী খোলা মাঠ ব্যবহার করতেন তারা। এমনটা নজরে পড়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যের। তৎকালীন ১৯৮৯ সালে সিপিএম পরিচালিত গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আনন্দ মন্ডল ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জাতীয় কংগ্রেসের অরবিন্দ মহান্তী বাজারের আসা মানুষজন সহ এলাকার মানুষের স্বাচ্ছন্দের জন্য সরকারি অর্থে হেড়োভাঙা বাজারের বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় একটি নলকূপ ও শৌচালয় তৈরি করেন। শৌচালয় টি পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক করা হয়েছিল। বিগত দিনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে একাধিকবার শৌচালয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সংস্কার করা হয়।

গত ৮ এপ্রিল রাতের অন্ধকারে মহিলা শৌচালয়টি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।স্থানীয় মানুষজন ঘটনার বিষয়ে ইতিমধ্যে ক্যানিং থানায় মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছে। কে বা কারা এমন কাজ করলো সে বিষয়ে স্থানীয়দের মৌখিক অভিযোগ পেয়েই নড়েচড়ে বসে ক্যানিং থানার পুলিশ। পাশাপাশি সরকারি অর্থ ব্যয়ে জনসাধারণে ব্যবহারের জন্য পঞ্চায়েতের তৈরি শৌচালয় কে বা কারা কেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করে করেছে পুলিশ।

বিভক্ত হতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কয়েক বছর ধরে রাজ্যের বর্তমানে সবচেয়ে বড় জেলা বিভক্ত করার আলোচনা চলছিল। আর এখন তা স্রেফ বাস্তবায়নের অপেক্ষায়। এবছরের মধ্যেই বিভক্ত হতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা। প্রশাসনিক স্তরে জোরকদমে শুরু হয়ে গিয়েছে তারই প্রাথমিক প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই নবান্নে এই সংক্রান্ত প্রস্তাব জমা পড়েছে বলে সূত্রের দাবি। এখন শুধু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে সবুজ সঙ্কেত আসাটাই বাকি। সেটা মিললেই আর হয়তো মানচিত্রে দেখা মিলবে না দক্ষিণ ২৪ পরগনার। কারণ, সেটি ভেঙে আত্মপ্রকাশ করবে ছোট ছোট তিনটি জেলায়- বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার এবং সুন্দরবন। অন্তত এমনই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

সাগর থেকে রাজপুর-সোনারপুর পর্যন্ত বিস্তৃত দক্ষিণ ২৪ পরগনা। বিশাল এই জেলার বিভিন্ন ব্লকের ভৌগোলিক অবস্থান বারেবারে সমস্যায় ফেলেছে সাধারণ মানুষকে। প্রস্তাব মোতাবেক তিনটি জেলায় বিভক্ত হয়ে গেলে সেদিক থেকে অনেকটাই সুরাহা মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রয়েছে তিনটি পুলিস জেলা। নবান্নে জমা পড়া প্রস্তাবে সেগুলিকেই আস্ত প্রশাসনিক জেলার রূপ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ হিসাবে আধিকারিকরা বলছেন, এই পদ্ধতিতে ভাগ করার মূল কারণ তিনটি জেলাতেই মহকুমা আদালত রয়েছে। সেটা সবচেয়ে বড় সুবিধা। তাছাড়া পুলিশ সুপারের অফিস থাকায় প্রশাসনিক কাজে খুব বেশি দূরে যেতে হবে না নাগরিকদের। নবান্ন সূত্রে খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ভেঙে বারুইপুর, ডায়মন্ডহারবার এবং সুন্দরবন নামে তিন জেলা গঠনের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে সুন্দরবনের মধ্যে থাকবে গোটা কাকদ্বীপ মহকুমা অর্থাৎ সেখানকার চারটি ব্লক। এবং সঙ্গে ডায়মন্ডহারবার মহকুমার চারটি ব্লক। ব্লকের নিরিখে বাকি দু'টির থেকে ছোট হলেও, আয়তনে দ্বিতীয় স্থানে থাকবে এই জেলা। সবথেকে বড় অবশ্য বারুইপুর। প্রায় ২,৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে হবে সেটির অবস্থান। এর মধ্যে থাকতে পারে বারুইপুর মহকুমার সাতটি এবং ক্যানিং মহকুমার চারটি ব্লক। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সুন্দরবন বলে যে অংশ পরিচিত, সেই গোসাবাকে অবশ্য বারুইপুর জেলার মধ্যে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে।অন্যদিকে, আলিপুর সদরের পুরোটা এবং ডায়মন্ডহারবার মহকুমার একটা অংশ মিলিয়ে পৃথক ডায়মন্ডহারবার জেলা তৈরির কথাও ভাবা হয়েছে। সুন্দরবন জেলার সদর কার্যালয় হিসেবে ভাবা হয়েছে কাকদ্বীপকে। বারুইপুরের ক্ষেত্রে সেটি হবে টংতলায়।তবে ডায়মন্ড হারবার জেলার সদর কার্যালয় নিয়ে চূড়ান্ত কিছু স্থির এখনো হয়নি। ডায়মন্ডহারবার কিংবা আলিপুর কে জেলা সদর করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জেলা তিনভাগে ভাঙা হলে, বিধানসভার বিভাজনও সেই ভাবে হবে বলে খবর। প্রস্তাব অনুযায়ী বারুইপুরে ১১টি, ডায়মন্ডহারবারে ৯টি এবং সুন্দরবনে ৬টি বিধানসভা থাকবে। তবে বিষয়টি এখনও কাগজে কলমেই রয়েছে। শেষপর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার কটা ভাগ হয়, তার দিকেই তাকিয়ে গোটা প্রশাসনিক মহল। উল্লেখ্য,২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বেশ কয়েকটি বড় জেলাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে জেলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ২৩টি। ছোট ছোট জেলা হওয়ায় প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়েছে মানুষের। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়েই দক্ষিণ ২৪ পরগনা ভাঙার কথা ভাবনায় আসে নবান্নের। সেইমতোই তৈরি হয়েছে পরিকল্পনা।নদী বেষ্টনীতে ঘেরা এই জেলার নতুন আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় জেলা বাসীও।

বিশ্ব নিরাপদ মাতৃত্ব দিবসে নজির কুলতলির

নিজস্ব প্রতিনিধি : এর আগে ছটি সন্তান হয়েছে বাড়িতে। সপ্তম সন্তান বাড়িতেই হবে সেটাই ঠিক ছিল আঞ্জুয়ারা সরদারের পরিবারের তরফ থেকে। গর্ভবতী মাকে হাসপাতালে চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই করা হয় নি পরিবারের তরফ থেকে। আর তাই সেই মতো সপ্তম সন্তানকে হাসপাতালে না এনে তিনদিন প্রসব যন্ত্রণা ভোগ করে ডেলিভারি করালেন বাড়িতেই। কিন্তু অবশেষে স্বাস্থ্যকর্মীদের জেদের কাছে হার মানলেন পরিবার। সারাদিনের লড়াই শেষে সন্ধ্যাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা হাসপাতালে এনে ভর্তি করালেন ওই প্রসূতি মা ও শিশু কে। সুন্দরবনের কুলতলি হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম পিছিয়ে পড়া একটি ব্লক। যেখানে বাড়িতেই প্রসব করতে পছন্দ করেন ওই এলাকার মানুষরা। স্বাস্থ্যদপ্তরে বিভিন্ন প্রচার,আশা কর্মীদের পরিশ্রম কোনওটাই কাজে আসে না এই ব্লকে। একটি অংশের মানুষ

পঞ্চায়েত প্রধানের কাছ থেকে শিশু জন্মের 'শংসাপত্র পেয়ে, যাবেন সেই বুঝেই প্রসব করানোর ব্যবস্থা করেন বাড়িতেই। সোমবারও তেমনই করানো হয়েছিল আঞ্জুয়ারা সরদারকে। কুলতলির ৮ নম্বর তেঁতুলবেড়িয়া এলাকা থেকে ওই মহিলাকে কোনওভাবেই আনানো যাচ্ছিলো না হাসপাতালে। কিন্তু সপ্তম বাচ্চা জন্ম দিতে গিয়ে যথেষ্ট সমস্যার মধ্যেই পড়েছিলেন ওই মহিলা। মহিলার অবস্থা বেগতিক বুঝেও পরিবারের লোকজন তাকে কোনওমতেই আনতে রাজি নন হাসপাতালে। স্বাস্থ্যকর্মীরা ওই প্রসূতির বাড়িতে বসে থাকেন সারাদিন। কিন্তু কোনওমতেই তাকে হাসপাতালমুখো করানো যাচ্ছিল না। উল্টে স্বাস্থ্যকর্মীদের সাথে যথেষ্ট খারাপ ব্যবহার শুরু করেন পরিবারের লোকজন। অবশেষে ভারপ্রাপ্ত ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক চিত্রলেখা সরদার কুলতলী ব্লক হাসপাতাল থেকে নিশ্চয় যান গাড়ি পাঠিয়ে ওই মহিলাকে নিয়ে এসে ভর্তি করেন হাসপাতালে। বর্তমানে যথেষ্ট ভালো আছে মা ও সদ্যজাত শিশু। শিশুটির ওজন তিন কেজি ৯০ গ্রাম।

এ বিষয়ে চিকিৎসক চিত্রলেখা সরদার বলেন, কুলতলি ব্লকে প্রতিষ্ঠানিক ডেলিভারির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পিছিয়ে। আমরা চাই প্রত্যেকটি শিশু হাসপাতালেই জন্ম গ্রহণ করুক। শুধু তাই নয় সরকারের সমস্ত সুযোগ সুবিধা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের থেকে মা ও শিশু যাতে পায় সেই ব্যবস্থাই করা হয়ে থাকে। ১১ এপ্রিল নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস। আর তাই শিশুর সঙ্গে মা ও নিরাপদে সুস্থ থাকবে এটাই আমরা চাই। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে এদিন বিধায়ক গণেশ মণ্ডল, কুলতলি ব্লকের বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারি এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা যথেষ্ট সহায়তা করেন এই মহিলাকে হাসপাতাল মুখো করতে। উল্লেখ্য রাজ্য সরকার চাইছে সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ১০০ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি করাতে। কিন্তু গ্রামের মানুষের অজ্ঞতা এবং কিছু মানুষের জেদের কাছে হার মানছে সরকারের সেই উদ্যোগকে। এর ফলে বিভিন্ন সময় মৃত্যু ঘটছে মা ও শিশুর। বিভিন্ন পিছিয়ে পড়া ব্লক ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে যথেষ্ট উদ্যোগী হলেও কুলতলি ব্লকে এখনো বাড়িতেই বাচ্চা প্রসবের হার যথেষ্টই বেশি। যা ভাবাচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরকে।

সুনাগরিকের রামনবমী

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনার 'বারাসত সুনাগরিক সমাজ' একটি জাতীয়তাবাদী অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন। যার উদ্দেশ্য হল মূলত রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ মত প্রকাশ করা ও সামাজিক এবং দেশপ্রেমিক

শক্তির পক্ষে অবস্থান স্পষ্ট করা। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে এমনই একটি অনুষ্ঠান হিসেবে রবিবার আয়োজিত হয়, রামনবমী, বলে মন্তব্য করেন, সংগঠনের সভাপতি ডা. সুভাষ রায়। তিনি বলেন, 'এদিন বিকেল চারটে নাগাদ আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের শোভাযাত্রার সূচনা হয় বারাসতের ময়না চেকপোস্ট থেকে। শোভাযাত্রাটি শেষ হয় কাছারি ময়দানে।' সংগঠনের সম্পাদক বিশিষ্ট আইনজীবী চিত্তরঞ্জন বসাক বলেন, 'এই শোভাযাত্রায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন চিকিৎসক আশীষরঞ্জন মজুমদার, আইনজীবী বিনোদ বিহারী বিশ্বাস, সমাজসেবী প্রতীপ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষ, সঞ্জীব বসু, শঙ্কর দাস, নির্মল আইচ ছাড়াও ছিলেন সমাজের বহু শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ।।

রামরাজাতলায় রামনবমী

অশোক সেন : সাউথ ইস্টার্ন রেলে খড়্গপুর সেকশনের হাওড়া লাগোয়া স্টেশন রামরাজাতলা। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত অতি পরিচিত ঘনবসতি পূর্ণ এই রাম রাজাতলাতেই অবস্থান প্রাচীন রামমন্দিরের। রামচন্দ্রের মূর্তির উপর এখানে স্থাপিত আছে সরস্বতী মায়ের মূর্তি। কেন? কথিত আছে

মা সরস্বতীর এই প্রাচীন মন্দিরে ৩০০ বছর আগে স্বপ্নাদেশে এসেছেন আদর্শ রাজা রামচন্দ্র। যুগ যুগ ধরে রাজারামের টানে এখানে সমবেত হন বিভিন্ন জেলার হাজার হাজার ভক্ত। করোনা মহামারির করাল ছায়া কাটিয়ে এবারের শুভ রামনবমীর দিন পুজো দিতে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর থেকে এসেছিলেন অগণিত ভক্তের দল। তাদের ঘিরে বসল মেলা, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সেবাশ্রমের জল, বাতাসা, লাড্ডু বিতরণ, কীর্তন পরিবেশন। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের স্বাস্থ্য ও চক্ষু শিবির সেবাকাজে ভরিয়ে তুলল মেলা প্রাঙ্গণ। স্বতঃস্ফূর্ত এই ভিড় সামলাতে উপস্থিত ছিল প্রচুর পুলিশ। রামরাজাতলা স্টেশন সংলগ্ন শংকরমঠ থেকে বিশাল শোভাযাত্রা রামমন্দির হয়ে পৌঁছালো রামকৃষ্ণপুর ঘাটে। শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার অনুষ্ঠিত হল রাম বিজয়া। মেলা চলবে আরও কয়েকদিন, সারাবছর ধরে আসবেন ভক্তরা। প্রার্থনা তোমার মতো রাজা চাই আমরা।

ভুয়ো অধ্যাপক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলেজের অধ্যাপক পরিচয় দিয়ে এক নাবালিকা ছাত্রীকে অপহরণ করে গা ঢাকা দিয়েছিল এক যুবক। বারুইপুর মহিলা পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হয়েছে অপহৃত ওই নাবালিকা ছাত্রী। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত ভূয়ো অধ্যাপককে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বারুইপুরের রামনগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার রাতে ওই এলাকার এক মহিলা বারুইপুর মহিলা থানার পুলিশের কাছে একটি অভিযোগ জানান তাঁর মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে। কোনও খারাপ উদ্দেশ্যে গোপন জায়গায় রাখা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার থেকে তিনি তাঁর নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছেন না। এক যুবকের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগের আঙুল তোলেন। তিনি পুলিশকে জানান, ওই যুবকের নাম পলাশ প্রতিম বৈদ্য। পলাশ নিজেকে বেথুন কলেজের অধ্যাপক পরিচয় দিয়ে তাঁর কাছ থেকে মেয়ের পড়াশোনার জন্য টাকা আদায় করছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে কাউকে কিছু বললে খারাপ হবে বলেও হুমকি দেয় পলাশ প্রতিম। মহিলা মেয়ের কলেজে খোঁজ খবর করে জানতে পারেন মেয়ে বাড়ি থেকে কলেজে যাওয়ার নাম করে বের হলেও গত ৪ মাস ধরে কলেজে যায় নি। এমনকি তিনি কলেজ থেকে একথাও জানতে পারেন বেথুন কলেজে

পলাশ প্রতিম বৈদ্য নামের কোনও অধ্যাপকই নেই। পলাশ সবই মিথ্যা বলেছে। এরপরেই মহিলা সোজা বারুইপুর মহিলা থানায় এসে পলাশ প্রতিমের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মহিলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত নেমে কলকাতার রিজেন্ট পার্ক থানার আনন্দ পল্লি থেকে অপহৃত ওই নাবালিকা ছাত্রীকে উদ্ধার করে। পাশাপাশি অভিযুক্ত ভূয়ো অধ্যাপক পলাশ প্রতিম বৈদ্যকেও গ্রেপ্তার করে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা: ৫৬ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, ১৬ এপ্রিল – ২২ এপ্রিল, ২০২২

এ কোন বাংলা?

এ কোন বাংলায় আজ আমরা বাস করছি। যে বাংলা ভাষায় লালন থেকে রবি ঠাকুর, নজরুল থেকে আজকের দিনের বহু প্রতিভাবান লেখক লেখিকাদের সমারেশ সেই রাজ্যে বাংলা ভাষা থেকে বাংলা সংস্কৃতির ধারাবাহিক অবমাননা চলছে। বাংলা রাজনীতির ক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত অশুভ সময় লক্ষ করা যাচ্ছে। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে বাংলার বুদ্ধিজীবীকূল বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এমন ভাবনাটা আর রক্ষা করা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির রসায়নে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের মানুষজন বুদ্ধিজীবীকূল রাজনৈতিক মানুষজন শুধু নয় মহামান্য হাইকোর্টের চত্বরেও আইনজীবীরা রাজনৈতিক কারণে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। যাদের কাছে মানুষ বিচারপ্রার্থী, যারা আইনের রক্ষক সেখানেও যদি রাজনৈতিক রঙের কালো মেঘ মনের জগতে অমাবস্যার সৃষ্টি করে তাহলে দুর্ভাগ্য বাংলার, দুর্ভাগ্য বাঙালির।

সাম্প্রতিক কালের বাংলা সংবাদ পত্রগুলি খুললে নানা অপরাধমূলক খবরগুলি সংবেদনশীল মনকে ধাক্কা দিয়ে যায়। বাম আমলের শেষ দিকে ঠিক এমনভাবেই নানা অপরাধের সংবাদগুলি দেখতে পাওয়া যেত। যেখানে শাসক দলের লোকজন কমবেশি অভিযুক্ত হতো।

জ্যোতি বসুর আমলে আনন্দমার্গীর হত্যা কিংবা বানতলার কুখ্যাত নারী নির্যাতনের ঘটনাকে শাসকের কণ্ঠে 'ছোট্ট ঘটনা' কিংবা 'এমন তো কতই হয়' এমন বাক্য শোনা যেত। এমন কী বাম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কণ্ঠেও একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে সভা সমিতিতে বলতেন 'তাদের মাথা ভেঙে গুড়িয়ে দেব'। তাদের দিন শেষ হয়েছে তারা আর রাজ্যপাটে নেই। পরিবর্তনের মা মাটি সরকার ক্ষমতায় এসে গরিব মানুষের জন্য অনেক জন কল্যাণমূলক নীতি গ্রহণ করলেও শাসকের ভাব, ভাষা যেন অপরিবর্তনীয়। শাসকদলের ছোট বড়ো নানা নেতা নেত্রীদের ক্রম বর্ধমান অসহিষ্ণুতা বাংলার জনাদেশের প্রতি এক রাশ উপেক্ষা ছুঁড়ে দেয়। এখানে একের পর এক কুৎসিত নারী নির্যাতন, গণহত্যা নানা ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতি বাংলার সংস্কৃতিকে আঘাত করছে বারংবার। অন্যান্য রাজ্যে বাংলার এই অবস্থা নিয়ে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। দেশের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বাংলায় আজ হাইকোর্টকে পথ চেনাতে হচ্ছে।

সাম্প্রতিক অতীতে বাংলার চলচ্চিত্র ও সঙ্গীতে বাংলার সংস্কৃতি বিরোধী নানা শব্দ, অপশব্দ এবং বিকৃত বাংলা স্থান করে নিচ্ছে। সামগ্রিক পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষাও ক্রমশ ব্রাত্য হয়ে উঠছে কোথাও কোথাও। আইন আদালতে বাংলাভাষা গুরুত্ব পায় না। চাকরি বাকরির ক্ষেত্রেও বাংলাভাষা কোণ ঠাসা। এমনকি বাংলার হাট বাজারে বহু দোকানে, শপিং মলে ইংরাজি ও হিন্দি ভাষার রমরমা থাকলেও বিশুদ্ধ বাংলা অনুপস্থিত। এমনিতেই বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার ওপর রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক কোপ পড়েছে অনেকদিন। মিশ্র সংস্কৃতির আবহে বাংলা সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার প্রতি উদাসীনতা বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে লুপ্ত প্রায় বাঙালি জাতি হিসাবে চিহ্নিত করবে। যে জাতির ঝুলিতে অজস্র নোবেল পুরস্কার, যে ভাষার কদর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গৌরব দান করে সেই ভাষা ও সেই সংস্কৃতিকে রক্ষা করার পবিত্র দায়িত্ব কর্তব্য এই প্রজন্মের বর্তমান বঙ্গভাষী বাঙালিদের।

বাংলার রাজনীতি, বাংলার শিক্ষা, বাংলার ধর্ম সহিষ্ণুতা, বাংলার ঐতিহ্য সবটুকুও নিয়েই ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা ও বাঙালি সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকুক এটাই নববর্ষের প্রর্থনা হোক। সমস্ত পাঠক-পাঠিকাদের আলিপুর বার্তার তরফ থেকে শুভ বর্ষের শুভেচ্ছা রইল। শান্তিতে থাকুক বাংলা।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

পরিবর্তনের সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ সম্ভব, যা এই মন্ত্রে নির্দেশিত হয়েছে। সে তখন এক চিন্ময় পরিবেশে প্রবেশ করতে পারে, যেখানে সে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন ধরনের দেহ বিকাশ সাধন করতে পারে— একটি চিন্ময় দেহ যা কখনই মৃত্যু বা পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় না।

এই জড় জগতে জড়া প্রকৃতি জীবের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনার ফলে তার দেহ পরিবর্তন করতে তাকে বাধ্য করে। সবচেয়ে ক্ষুদ্র জীবনাণু থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মা ও দেবতা পর্যন্ত বিবিধ প্রজাতির মধ্যে এই অভিলাষ প্রকাশিত হয়। এই সব জীবদের দেহ আছে যা বিভিন্ন আকারে জড় উপাদানে তৈরি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার দেহের মধ্যে একই করেন না, তবে চিন্ময় স্বরূপে একত্ব দর্শন করেন। শূকর দেহই হোক বা দেবতার দেহই হোক, পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ চিন্ময় স্ফুলিঙ্গগুলি একই। জীবন তার পাপ-পুণ্যের কর্মফল

ফেসবুক বার্তা

In A Viral Video, Man Puts Daughters Feet Impression On His Truck Before Starting New Bussiness

There's No Doubt That Daughters Are Blessings

Best Picture Of The Day

ফ্যাসিবাদের করাল ছায়া

নির্মল গোস্বামী

হিটলারের নাৎসী শাসনকে 'ফ্যাসিবাদ' আখ্যা দিয়েছেন ইতিহাস প্রণেতাগণ। ভারতের খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষ ইজম বা বাদের খুব একটা খোঁজ খবর রাখে না। মার্কসবাদ, গান্ধীবাদ, ফ্যাসিবাদ এই শব্দগুলি রাজনৈতিক দর্শনে পরিচিত হলেও এর স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান ধারণা খুবই কম। অতি সম্প্রতি ভারতের সংসদে ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গে গেলে খুন হয়ে যেতে পারেন। এই উক্তির যথার্থতার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের সাংসদরা রে-রে করে উঠেছেন। সংসদের বাইরেও এর বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে কেউ কেউ প্রতিবাদ জানিয়েছে যারা রাজনীতির বাইরের জগতের মানুষ। আজকালকার দিনে দেশের নেতাদের ভাষা বা উক্তি নিয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। কারণ ভিত্তিহীন। সত্যহীন কথাবার্তা বলাটাই তাদের ধর্ম, তাদের রাজনীতির অঙ্গ। কিন্তু প্রথম সারির বুদ্ধিজীবী বলে কথিত নাট্যব্যক্তিত্ব যখন বলেন ফ্যাসিবাদ তখন ফ্যাসিবাদ শব্দটাকে পরিচিতি দান করার একটা প্রচেষ্টা সময়োপযোগী হতে পারে। হিটলারের শাসনকে ফ্যাসিবাদি শাসন বলেই আমরা জানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেই ফ্যাসিবাদ নিকেশ হয়েছে। কিন্তু তারপরও শব্দটা রাজনীতির অভিধান থেকে মুছে যায়নি। প্রায়শই কোনও কোনও শাসককে ফ্যাসিবাদী বলে দাগিয়ে দেবার প্রবণতা দেখা যায়।

মার্কসীয় ভাষায় ফ্যাসিবাদের ব্যাখ্যা হল 'নেকেড ডিকটেটরশিপ অব বুর্জোয়াজি ওভার দ্য পলেতারিয়েত'। অর্থাৎ সর্বহারাদের উপর ধনিক শ্রেণির নগ্ন একনায়কতন্ত্র। একনায়কতন্ত্র মানেই কিন্তু ফ্যাসিবাদ নয়। ডিকটেটরশিপ বুর্জোয়াদের উপর সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্রকে বলে সমাজতন্ত্র। একনায়কতন্ত্র যদি ফ্যাসিবাদ হয় তাহলে হিটলারের পরে অনেক শাসক ফ্যাসিবাদি রাজত্ব কায়েম করেছিলেন বা এখনও করছেন। কমিউনিস্টদের ধারণা ছিল সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের দ্বারাই দেশে দেশে ফ্যাসিবাদের সূচনা হবে। এখন প্রশ্ন হল এই সোশ্যাল ডেমোক্রাট কারা? মার্কসীয় ভাষায় যারা শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপোস করতে চায় তারাই সোশ্যাল ডেমোক্রাট। সর্বহারা বিপ্লব ভীতি থেকেই সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের জন্ম। তারা মুখে সর্বহারা শ্রেণির কথা বললেও শেষ পর্যন্ত বিপ্লবের পথ পরিহার করে শ্রম ও পুঁজির সঙ্গে আপস করে চলতে চায়। এদেশের একজন শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষ ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ভিত্তি নিয়ে আলোচনায় বলেছেন যে 'এপিকিউলিয় কমফিউশান বিটুইন সায়েন্স অ্যান্ড স্পিরিচুয়ালিজম'। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে একটা অদ্ভুত সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি করে দেওয়া যাতে যুক্তির ক্ষেত্রে একটা জগাখিচুড়ি ভাবাবেগ তৈরি করে দেওয়া যায়। বিজ্ঞান নির্ভর টেকনোলজির প্রয়োজন কিন্তু তার জন্য যেন বিজ্ঞান নির্ভর যুক্তিবাদী মনন না গড়ে ওঠে, ধর্মের চিরাচরিত ভাগ্যবাদী চিন্তাই যেন প্রাধান্য পায়। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। তখন রাজ্যে বাম সরকারের রমরমা। কলকাতার কেন্দ্রস্থলে মেট্রো সিনেমায় দু বছর ধরে চলছিল 'বাবা তারকনাথ' বই। একজন নামী চিত্র পরিচালক আক্ষেপ করে বলেছিলেন- কমিউনিস্টদের রাজত্বে বাবা তারকনাথের মতো বই এতোদিন ধরে চলে কী করে? এটাই মানুষের চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন। এই যে সিনেমার টেকনোলজিটা বিজ্ঞানের দান। কিন্তু সেই বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ঈশ্বর নির্ভরতার তত্ত্বের প্রচার হচ্ছে। বেকার যুবক যুবতীরা কেন বেকার? এই প্রশ্ন তারা তুলবেন না। দেশে কেন শিল্প নেই? এ প্রশ্নও তারা করবে না। তারা ভাগ্য মেনে নিয়ে চাকরির জন্য বড় কাঁচারির থানে দরখাস্ত দেবে নয় তো বাবার মাথায় জল ঢালতে যাবে বাঁক কাঁধে নিয়ে। জনগণ গণ-আন্দোলনে ফেটে পড়বে না, শোষণ এবং শাসন যতই নগ্ন হোক। এটাই হল ফ্যাসিবাদের আদর্শগত ভিত্তি।

সাধারণত কমিউনিস্টরাই সোশ্যাল ডেমোক্রাট হয়। আমাদের দেশে সিপিএম এবং সিপিআই মুখে কমিউনিস্ট পার্টি বললেও আদতে তারা সোশ্যাল ডেমোক্রাট ফোর্স। বর্তমানে এটা প্রমাণিত যে, বিপ্লবের কথা তারা আর মুখেই আনে না। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই তারা সরকার পরিচালনা করতে চায়। পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বাম শাসনে ফ্যাসিবাদের অনেক লক্ষণ ফুটে উঠেছিল। বিশেষ করে শ্রমিক ফ্রন্টে। শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার হরণের পালা শুরু হয় বাম আমলে বিভিন্ন শিল্পে। ক্ষমতার মোহে তারা শ্রমিক স্বার্থ, কৃষক স্বার্থ বর্জন করতেও পিছপা হয়নি। বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইল। তাই তারা ক্ষমতা থেকে সরে গেল। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন যে একটা দেশে চিহ্নিত সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের দ্বারাই যে ফ্যাসিবাদ আসবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। অনেক সম দক্ষিণপন্থী দলকেও পুঁজিপতিরা ব্যবহার করতে পারে ফ্যাসিবাদ কায়েমের জন্য। বর্তমানে বিজেপির হিন্দুত্বের গর্জন ফ্যাসিবাদী কালচারের মূলে জল সার সিঞ্চন করে চলেছে। কিন্তু বিজেপি গণতান্ত্রিক কাঠামোর দেওয়াল ভাঙার সরাসরি চেষ্টা করছে না। বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার হাজারও কৌশল তারা ব্যবহার করলেও তাকে তত্ত্বগত ভাবে ফ্যাসীবাদী শাসন বলার সময় এখনও আসেনি।

অপরপক্ষে, রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের শাসন গণতান্ত্রিক কাঠামোর প্রাচীরে প্রতিনিয়তই আঘাত করছে। দিদির অনুপ্রেরণা নামক মহামন্ত্র জপ করতে করতে নেতা, কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে ফ্যাসিবাদী ঝোঁক বাড়ছে। প্রশাসনিক কাঠামোর নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই। স্থানীয় নেতার কথায় পুলিশের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সর্বস্তরে অনুদান ছড়িয়ে জনগণকে লুম্পেন বানানোর প্রচেষ্টায় অনেকটা সফল হয়েছে। সরকারি চাকরি বিতরিত হচ্ছে টাকার বিনিময়ে। বিরোধীদের ভোটে দাঁড়ানোর অধিকারটুকুও যেন না থাকলে ভালো হতো। পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা সব সিট চাই। সেখানে যেন বিরোধীরা না থাকে। গ্রামে গঞ্জে সন্ত্রাসের ভয় কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না। ফ্যাসিবাদী শাসনের সব লক্ষণ ফুটে উঠছে। আবার বিজেপির শাসন গণতান্ত্রিক হলেও কিন্তু বুর্জোয়াদের স্বার্থ রক্ষাই তাদের প্রধান কাজ। এই বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষা গণতান্ত্রিক কাঠামো বজায় রেখে যতদিন করা যায় ততদিন একনায়কতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা পড়বে না। মনে রাখতে হবে জনরোষকে ঠেকিয়ে রাখতে নানান বিষয়ে তাদের চিন্তাকে অন্যখাতে বইয়ে দেবার অপকৌশল ফ্যাসিবাদের আর এক লক্ষণ। সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যেই সেই ফ্যাসিবাদ কায়েমের প্রচেষ্টা চলছে ভারতবর্ষে। জনগণ ধরতে পারে না।

গর্ভবতী মহিলা যদি প্রেগন্যান্ট হয়

অমিতাভ সেন

অথবা, প্রিভেনসন ইজ কিওর দ্যান বেটারনেস, অথবা, সিদু বাবু, কানুবাবুর আত্মীয়রা এসেছেন ডহরবাবুর লোকেরা আসেন নি কেন? ইত্যাদি 'কথাগুলির' উৎস হয়ত বঙ্গবাসীকে বলে দিতে হবে না। অতি সম্প্রতি নদিয়ার হাঁসখালি ধর্ষণ-খুন কাণ্ড নিয়ে যে সাফাই তিনি দিয়েছেন- সেটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অর্থ পাপকেই প্রশ্রয় দেওয়া। প্রথমতঃ ক্রিমিনাল কজ কখনই বারড বাই টাইম লিমিট হয় না। কাশ্মীরে পণ্ডিত হিন্দুদের অত্যাচারকারীদের বিচার ব্যবস্থার মাধ্যমে শাস্তি আজ দেওয়া যেতেই পারে। কেন পাঁচদিন পরে চোদ্দ বছরের ধর্ষিতা মেয়েটির খুনের ঘটনা পুলিশে ডায়েরি হলো তার কারণ সবাই জানে। জানেন না শুধু একজন। এই ঘৃণ্য ঘটনার কথা তো এক এনজিও-র সাহসিকতায় জনসমক্ষে এলো। তা না হলে এটুকুও হতো না। রবীন্দ্রনাথ বহুদিন আগে এই দুর্বল শ্রেণির মানুষদের সম্বন্ধে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় লিখেছেন : মূক যারা দুখে সুখে/নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে...। এদের মুখে ভাষা যিনি যোগাবেন তিনিই প্রকৃতগুণী, অনন্য কবি। চোখের জলেরও একটা ভাষা আছে। ঘাড়ে মাথা কার কটা আছে তৃণমূলের দাপুটে নেতার ছেলের বিরুদ্ধে এফআইআর করবে? আর করতে গেলেও পুলিশের বুকের পাটা আছে যে সেই অভিযোগ রেকর্ড করবে? বীরভূমের বাহুবলী হনুব্রতর সামনে ডিএম ও এসপি হাত জোড় করে বসে তাঁকে। বগটুই কাণ্ড নিয়ে মাথায় অক্সিজেনের অভাবওয়ালা নেতা থেকে ডিজি পর্যন্ত পরস্পর বিরোধী বয়ান দিতে থাকে। গত কয়েক মাসের ঘটনা প্রসঙ্গে মাননীয় হাইকোর্ট যে হুকুম জারি করেছেন তা যে কোনও রাজ্য প্রশাসনকে হতমান করার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যার দুকান কাটা তার আবার লজ্জা পাবার কি আছে? বিরোধীদের নেতা শুভেন্দু অধিকারী ঠিকই বলেছেন-ডিডিটি, ফিনাইল দিয়ে মুখ ধুয়ে আসুন।

ওদিকে আত্রা ফটকে মিনি পাকিস্তানের প্রবক্তা বলেছে তৃণমূলের কোনো মন্ত্রী দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়না। বিচারপতি রণজিৎ কুমার বাগ কমিটির রিপোর্ট আজ কোর্টে পড়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে জয়েন্ট সেক্রেটারী যে কমিটি গড়ে ৬০৯ জন অযোগ্যকে চাকরি দিয়েছে সেই কমিটি গঠনই সম্পূর্ণ বেআইনি। এসএসসির চেয়ারম্যান ও অন্য কয়েকজনকে পুলিশ কাস্টডিতে নিয়ে ইন্টারোগেট করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উডবার্ন ওয়ার্ড কি এটা হতে দেবে? মাঝে মাঝে আরশোলাও নিজেকে পাখি মনে করে। হনু-অনুকরণ করে কুনালের সাধ জেগেছিল তার নিকটাত্মীয়কে ওপিডি/ইমারজেন্সি এড়িয়ে সরাসরি উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি করবে। সাধ না মিটিল আশা না পুরিল। ওদিকে পোড়ানো হচ্ছে তার কুশপুত্তলিকা তারাতলা মোড়ে। আলপটকা ব্যর্থ চ্যাটার্জী নামক হিপোপটামাসের নাম নিয়ে বেআইনি কমিটি (এসএসসি) প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিল। এর সঙ্গে আইকোর এর মন্ত্রীকে ঘাড় ধরে জেলে পোরা উচিত। দুর্নীতি কি শুধু এইখানেই? না। সর্বত্র। নেত্রী যখন ৭৬-২৫% খাওয়া দাওয়া সিস্টেমে স্ট্যাম্প লাগিয়েছে সেখানে ঠগবাছতে গাঁ উজাড়। গর্ব করা হচ্ছে ১০০ দিনের কাজে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এই স্কিম স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করেনা। অন্যান্য প্রদেশে ১০০ দিনের কাজে শ্রমিক ভাইদের সময় রিভার ড্রেজিং, গ্রাম সড়ক যোজনা, গৃহহীনদের আবাস প্রভৃতি কাজে ব্যয় করা হয়। রান অফ কচ্ছ-এ জল পৌঁছে গেছে। সাবরমতি-কাবেরী-গোদাবরি প্রায় পূর্ণ স্রোতস্বিনী। এই বাজেটে ৭টি নদী জুড়ে দেবার কাজ শুরু হয়েছে। গড়কড়িজী পরিস্কার জানিয়ে দেন কলকাতা-হরিদ্বার জলপথের জন্য গঙ্গানদীর ড্রেজিং শুরু করতেই হবে। উত্তরপাড়ার জিটি রোড থেকে ৫০ গজ দূরে মা গঙ্গা বইছেন। উমাজী জলমন্ত্রী থাকাকালে ডজন খানেক চিঠি পাঠিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার একটিরও জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি। জলসম্পদ রাজ্য সরকারের আয়ত্বে। কিন্তু পলিমাটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রেরোগেটিভ। এবার বাজেটে সিদ্ধান্ত হয়েছে মা গঙ্গার দুই কূলে ৫ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে অর্গানিক চাষ হবে। একাজে গঙ্গাপলির থেকে উৎকৃষ্ট সার আর দুটো হয়না। মোদীজী ২০১৪ সাল থেকেই কম্পিটিটিভ ও কোঅপারেটিভ ফেডারালিজমের আহ্বান জানিয়েছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য কম্পিটিশন করবে কে কতো উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারে। তার মধ্যে সহযোগিতার যোগসূত্রও থাকবে জনকল্যাণ মূলক কাজে। এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলি একে মন্ত্র হিসেবে নিয়েছে এবং তাদের মঙ্গলও হয়েছে। গোয়া, উত্তরাখণ্ড মণিপুরে বিজেপির আসন সংখ্যা বহুলাংশে বেড়েছে। জনগণের আস্থা আরও দৃঢ় হয়েছে। ওড়িষ্যা এনডিএএর সদস্য নয়, তথাপি এই মন্ত্রসাধন করে যাচ্ছে। নবীন বাবুও তৃতীয়বারের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন প্রদেশ এবং দেশের উন্নতিকল্পে। প্রবল বন্যায় বাংলা, ওড়িশা দুটো রাজ্যেরই ক্ষতি হয়েছে। নবীনবাবু প্রধানমন্ত্রীকে বললেন করোনা লড়াইয়ে এবং ১৩৫ কোটি মানুষের মুক্ত টীকাকরণে বহু অর্থ ব্যয় হচ্ছে। ত্রাণের জন্য তিনি টাকার দাবি করবেন না। সেই

সিপিএম-এর অতি মেধাবী ছাত্রী হলো মমতা। পার্থক্য একটাই যে সিপিএম চুরি করতো দুধের সরটাকে ডিসটার্ব না করে আর টিএমসি দুধের কেঁড়ে টাকেও চুরি করে

দিনই সেকেন্ড হাফে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তার চিফ সেক্রেটারিকে জাস্ট এক মিনিটের জন্য ঢুকলো, কোনো আলোচনা তো নয়ই, টেবিলের ওপর একটা বিরাট দাবী পত্র নামিয়ে রেখে 'চল আলাপন' বলে বেরিয়ে এলো। এটা পশ্চিমবাংলার কালচার নয় আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি। তবে কোথাকার কালচার সেটা অর্পনা সেন মহুয়া মৈত্ররা বলতে পারবে, আমি নই।

অধ্যাপক তথাগত রায় বলেন- সিপিএম-এর অতি মেধাবী ছাত্রী হলো মমতা। পার্থক্য একটাই যে সিপিএম চুরি করতো দুধের সরটাকে ডিসটার্ব না করে (উদ্ধৃতি বরুণ সেনগুপ্ত) আর টিএমসি দুধের কেঁড়ে টাকেও চুরি করে, দিন ফুরোলে অমাবস্যার রাত্রে গোরুটাকেও পাচার করে দেয়। সিপিএমএর মুৎসুদ্দি ছিল জিরো ডেফিসিট বাজেট প্রস্তাবক ইকনমিকস এর ডক্টরেট— আর টিএমসি নেত্রী অর্থশাস্ত্রের ধার না ধেরে সকালে ট্রেডমিল করতে করতে রাজ্যের বাজেট ফাইনাল করে- এ যেন খোকার হাতে মোয়া। এখন বলছে রাজ্য সরকারী কর্মীদের বেতনও দেওয়া যাবে না। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কন্ট্রাক্টর থেকে স্বাস্থ্যসাথীর হাসপাতাল পর্যন্ত সকলে হাতে কটোরা নিয়ে বসে পড়েছে। সমস্যাটা আসলে অন্য জায়গায়। জিএসটি রেজিমে কেন্দ্র ও রাজ্য ৫০ শতাংশ শেয়ার পায়, ফিনানস কমিশনের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী কেন্দ্র থেকে রাজ্য আরও এক অংশে কমপেনশেসন পায়। এটা চলবে ৫ বছরের জন্য। অর্থাৎ এই জিএসটি কমপেনসেশন পাওয়া শেষ হবে জুলাই ২০২২-এ। টিএমসি এতেই অশনি সংকেত দেখছে। মেলা খেলা শ্রী-ভাতা-ঝাঁপি সব লপচপানি এবার বন্ধ হবে। জিএসটি স্কিম প্রত্যেক ম্যানুফ্যাকচারিং স্টেটএর জন্য লং রানে আশীর্বাদ স্বরূপ, কিন্তু কনজিউমার স্টেটএর জন্য ৩৩টা নয়। প্রতি রাজ্য যাতে শিল্পে উন্নত হয় তার জন্য মেক ইন ইন্ডিয়া, ভোকাল ফর লোক্যাল টু গ্লোবাল, মুদ্রা যোজনা প্রভৃতি অনেক স্কিম চালু করা হয়েছে। প্রায় এক শত মত ইউনিকর্ন কোম্পানী চালু হয়েছে যারা মালটি ন্যাশনাল কোম্পানী হবার যোগ্যতা রাখে। অগুনতি এমএসএমই এসে গেছে সেইজ (স্পেশাল ইকনমি জোন)গুলোর মধ্যে। আত্মনির্ভর স্কিমে ৬৮% ডিফেন্স প্রোডাকশন ভারতে হবে। মাত্র ২০০ কোটি টাকার ওপর টেন্ডারগুলো গ্লোবাল স্টেটাস পাবে। ২০০ কোটির নীচে টেন্ডারগুলির বিডার হবে ভারতীয় কোম্পানী মাত্র। তামিলনাড়ুতে ৪২টি, ইউপিতে ৪০টি সেইজ আছে, পশ্চিমবঙ্গে মাত্র এগারোটি তাও বাম আমলের। আজ অসম, ত্রিপুরাতেও শিল্প আসছে। শুধু এই পোড়ার প্রদেশ বাংলাতেই নয়। শিল্পে বিনিয়োগ অর্থলগ্নীর শর্ত : সমাজে শান্তির বাতাবরণ ও শাসকের রাজনৈতিকপ্রশ্রয়গত একমাসে ২৫টি খুন ও ১৫টি ধর্ষণ এর ঘটনা ঘটেছে। যা শাসকের দৃষ্টিতে 'ছোট্ট ঘটনা'। সিবিআই এর হাতে ছয়টি তদন্ত ভার মহামান্য আদালত তুলে দিয়েছেন। তদন্তভার নিয়েছেন দময়ন্তী সেনকে, পার্কস্ট্রিট ঘটনায় যাঁর সিদ্ধান্ত শাসকের গাত্রদাহ এনে দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী শিল্প বলতে ডোকরা, পোড়ামাটির পুতুল তুলে দেখাত, ইন্ডাস্ট্রি আর আর্টিস্ট্রির মধ্যে পার্থক্য বোধগম্য নয়। প্রাক্তন রাজ্যপালকে দিয়ে ১২.৭০ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগের গপ্পো বিধানসভায় শোনানো হয়েছিল। বেঙ্গল সামিটে কলকাতায় আম্বানিদের সঙ্গে ফটো শুট হলো। মুম্বাইয়ে ফেরার পর সাংবাদিকরা প্রশ্ন করল : আপনি কি পশ্চিমবঙ্গে ইনভেস্ট করতে যাচ্ছেন? আম্বানির উত্তর- আপনারা কি চান আমি রেললাইনে মাথা দিই?

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দিল্লি, পঞ্জাব, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র প্রভৃত প্রদেশে রাজ্য সরকার মুফৎখোরির যে প্রলোভন দেখিয়ে ভোট বৈতরণী পার হতে পারছে তা জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে বিষবৎ। প. পূ. পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একাত্ম মানবতা ব্যাখ্যার বলতেন : ধরো, একজন মানুষ একটা কুয়োয় পড়ে গেছে। তুমি দড়ি-মই ইত্যাদি সাধন খুঁজে তাকে তুলে আনবে। এবং সাময়িকভাবে তাকে জল, খাদ্যবস্তু দিয়ে উৎসাহ দেবে। এই সাময়িক সামাজিক সহায়তাকে বলে কল্যাণকারিতা বা ওয়েলফেয়ার এবং তাকে তুলে এনে পুনর্জীবন দান করাকে বলে উন্নয়ন বা ডেভেলপমেন্ট। কিষান সম্মান নিধির রাশি উন্নয়নের অর্থনীতির অঙ্গ। কারণ কৃষক সমাজ (টিকায়েৎ, হান্নান মোল্লার মতো নামধারী পাত্ররা নয়) যা উৎপাদন করছেন ৮০ কোটি দুস্থ সহ সকল ভারতীয়কে খাইয়ে কৃষি রপ্তানী বেড়েছে (২০-২১) প্রায় ৪৩%, শিল্পেও বৃদ্ধি ১৮%, মোট রপ্তানী ৪০০ বিলিয়ন ডলার। ইউপিএ জমানায় কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল ৯২ লক্ষ হেক্টর, আর ১ কোটি ৮৪ লক্ষ হেক্টর। অর্থাৎ অনুদান এক্ষেত্রে স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করেছে। অপর দিকে ছাত্রছাত্রীদের এই পত্র, সাইকেল কম্পিউটর দান ওয়েলফেয়ারের অঙ্গ। শিক্ষার আলো লাভ করে তারা আত্মনির্ভর হবে। আপ পার্টি সকল মহিলাকে (১৮ বছর উর্দ্ধে) এক হাজার টাকা করে পেনশন দেবে এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল (যেমন টিএমসির ডবল ডবল চাকরি)। এখন মাত্র প্রধানমন্ত্রীকে বলছে ১ লক্ষ কোটি টাকা দিন। হিমাচলে কেজরির খোবড় দেখিয়ে একই প্রতিশ্রুতির ফ্লেক্স টাঙিয়েছে, তবে ওপরে ছোট্ট করে লিখেছে- কেন্দ্রীয় সরকার যদি দেয় (এয়েন, ৫০% ডিসকাউন্ট, ওপরে ছোট করে আপ টু লেখা)। হিমাচলের মানুষ কেজরির মিথ্যা চাল বুঝতে পেরেছে। আপপার্টি ভেঙে চকনাচুর- নেতা এবং রাজনৈতিক কর্মীরা বিজেপিতে এসে গেছেন। ৩০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ঢালাও ফ্রি দিতে গেলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কোং লাটে উঠবে। বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করা যদি ক্রিমিনাল অফেন্স হয়, ফ্রি ব্রিজ এর ভুয়ো লোভ দেখিয়ে গদিতে আসাও একই...।

লেখক কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

দেশ দেশান্তরে

ভূস্বর্গের দাপট

প্রণব গুহ : পাশের বাড়িতে ঝগড়াঝাটি, রোগ-বিয়োগ বা ধড়পাকড় হলে উদ্বেগ হওয়াই স্বাভাবিক। ভারতের অবস্থাও অনেকটা তাই। মহামারির ধাক্কা সামলে অর্থনীতি যখন ফের নিজের পায়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে ঠিক তখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ মূল্যবৃদ্ধির নতুন ভাইরাস নিয়ে উপস্থিত। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দৃঢ় চিত্তে ভারত এসব মোকাবিলা করছে ঠিকই কিন্তু তাকে আশঙ্কায় রাখছে প্রতিবেশী দেশের অস্থিরতা।

গত আগস্টে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন হয়েছে আফগানিস্তানে। কাবুলিওয়ালাদের দেশের দখল নিয়েছে তালিবানরা। পাশের পাকিস্তানে সাড়ে তিন বছর সরকার চালিয়ে অনাস্থা ভোটে হেরে বিদায় নিতে হল ইমরান খানকে। স্থলাভিষিক্ত হলেন শাহবাজ শরিফ। নেপাল কদিন আগেও চৈনিক মদতে ভারতের বিরোধিতার পর সেখানেও সম্প্রতি বদল হয়েছে। রাষ্ট্রনেতা এখন ভারতে ঘুরঘুর করছেন। অনাপ্রান্তে অর্থনীতিতে দেউলিয়া হয়ে ভেঙে পড়তে চলেছে শ্রীলঙ্কা। আর চিনের তো কথাই নেই। আগ্রাসনে সিদ্ধহস্ত চিন জায়গা-জমি দখল করার চেষ্টার সাথে সাথে ভারত বিরোধিতায় মদত যুগিয়ে চলেছে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকে যার মধ্যে এগিয়ে খাদ্যের দাবিতে বেড়েছে ক্ষোভ বিরোধিতা। যখন বুঝলেন তাঁর পতন আসন্ন তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। শেষ কদিন ভারত ভজনা করেও বাঁচাতে পারলেন না গদি। তাঁর আস্থাভাজন সেনাধিনায়ক ক্যাপ্টেন বাজওয়াও ভারতের সঙ্গে শান্তি বজায়ের 'খোয়াব' দেখে আদতে মোড় ঘোরাতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে চেষ্টাও টেকেনি। একটাই স্বস্তি, ফের কোনো সেনা অভ্যুত্থান ঘটেনি পাকিস্তানে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মেনে বদল হয়েছে সরকার।

আসলে ইমরানের কপাল খারাপ। কাশ্মীরের অস্থিরতা দমনে ভারত যখন সেখান থেকে ৩৭০ ধারা তুলে দিয়ে মাস্টার স্ট্রোকটা দিল তখন পাকিস্তানের মসনদে ইমরান খান। কাশ্মীরের বিরোধী নেতাদের কাজে লাগিয়েও ভারতের কঠিন বন্ধন কাটতে পারেননি। জঙ্গিরাও এঁটে উঠতে পারেনি মোদী-অমিতের কৌশলের কাছে। আন্তর্জাতিক মহলেও কাশ্মীর ইস্যু নিয়ে সেভাবে সোরগোল তুলতে পারেননি ইমরান। এই কূটনৈতিক ব্যর্থতাই নড়বড়ে করে দেয় ইমরানের কুর্সির পায়া। মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য সংকট, অতিষ্ঠ জনজীবনের ধাক্কা আর সইতে পারে নি গদি। পড়ে যেতে যেতে বৈদেশিক চক্রান্ত বলে আর্তনাদ করলেও কেউ পাশে দাঁড়ায় নি। পাকিস্তানের শাসকের

রয়েছে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের ভারত বিরোধিতা জন্মলগ্ন থেকে। এর প্রধান কারণ কাশ্মীর। ভারতীয় ভূস্বর্গে নিজেদের অধিকার কায়েম করতে কি না করেছে পাকিস্তান। নিজেদের উন্নয়নের ভাবনা ছেড়ে কাশ্মীর দখলের স্বপ্ন দেখেছে। জঙ্গি ঢুকিয়ে ক্ষতবিক্ষত করেছে কাশ্মীরকে। ইমরান খানও কিন্তু নতুন স্বপ্ন দেখিয়েও তাদের কাশ্মীর পলিসিতে বদল আনতে পারেননি। বরং সীমান্ত দিয়ে রাস্তা বানাতে সাহায্য করেছে চিনকে। চিনও তার সুযোগ নিয়ে লালসেনাদের পৌঁছে দিয়েছে ভারতের ঘাড়ের কাছে। ফলে পাকিস্তানীদের উন্নয়ন তো হয়ইনি, বরং কাশ্মীর দখলের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে ভারতের কড়া পদক্ষেপে। দেশে কাজের দাবিতে, কাছে জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে সুশাসনের থেকেও বড় হাতিয়ার ভারত বিরোধিতা। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা অবলুপ্তি ও সংসদে দাঁড়িয়ে অমিত শাহের পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার ডাক পাকিস্তানের আত্মসম্মানে চরম আঘাত হেনেছে।

পাকিস্তানের কুর্সিতে এসেছেন শাহবাজ শরিফ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে প্রথম শুভেচ্ছা বিনিময়ে তুলেছেন কাশ্মীর প্রসঙ্গ। শান্তি বজায় রাখার মনোবাঞ্ছা শুনিয়ে সমাধান চেয়েছেন কাশ্মীর সমস্যার। এই বার্তা স্পষ্ট করে দেয় পাকিস্তানি রাজনীতির দিক নির্দেশ। কাশ্মীর ছাড়া বাঁচবে না পাকিস্তান, সে ইমরানই হোন বা শাহবাজ। তাই প্রতিবেশির নড়াচড়ার উপর নজর রাখতেই হচ্ছে ভারতকে।

সৌর ক্ষমতায় রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত সিওপি-২৬ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ২০৭০ সালের মধ্যে ভারতের নেট-জিরো স্তরে পৌঁছানোর লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছিলেন, সারাবিশ্ব সেই প্রস্তাবের প্রশংসা করেছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেই থেমে যাননি, তিনি সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনাও প্রস্তুত করেছিলেন। জ্বালানি ক্ষেত্রের গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান মারকম ইন্ডিয়া রিসার্চে'র সর্বশেষ প্রতিবেদনও সেই চিত্র ধরা পড়েছে। সেই প্রতিবেদন অনুসারে ভারত ২০২১ সালে রেকর্ড ১০ হাজার মেগাওয়াট সৌর ক্ষমতা স্থাপন করেছে। বছরের হিসাবে তা ২১২% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে ২০২১ সালের ডিসেম্বরের শেষে ভারতে ক্রমবর্ধমান সৌর ক্ষমতা প্রায় ৪৯,০০০ মেগাওয়াট ছিল। ২০২১ সালে বিদ্যুৎ শক্তিতে সৌর শক্তির অবদান ছিল ৬২%, যা এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বৃহৎ অংশ। গত বছরে যে সকল বড় সৌর প্রকল্পগুলি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তার থেকে ৮৩% সৌর শক্তি পাওয়া গিয়েছে। বছরের হিসাবে এটি ২৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেদনের পরিসংখ্যানগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাবনাও প্রতিফলিত করে, সাম্প্রতিক বাজেট ওয়েবিনারের সময় তিনি বলেন,২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের অ-জীবাশ্ম জ্বালানি উৎস থেকে শক্তির ক্ষমতার ৫০% অর্জন করতে হবে। ভারত নিজের জন্য যে লক্ষ্যই স্থির করুক না কেন, আমরা সেটিকে আর সমস্যা হিসাবে গণ্য করছি না।

বিকাশের নতুন মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি: সাধারণ বাজেট এখন আর শুধু দেশের আর্থিক চাহিদা পূরণ, তার হিসাবনিকাশের গণ্ডির মধ্যে আটকে নেই। এর মাধ্যমে বেসরকারি খাত এবং সংস্কার ও সুযোগের মধ্যে সেতুবন্ধন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দৃষ্টিভঙ্গির ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। এই ভাবনা ভারতের নবনির্মাণের চিন্তাধারাকে নতুন দিশা দেবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী 'স্বনির্ভর ভারত' গঠনের ভাবনায় বাজেটের বিধান নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রের অংশীদারদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করেছেন। ১ ফেব্রুয়ারি দেশের সাধারণ বাজেট উপস্থাপনের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফেব্রুয়ারি এবং মার্চের শুরুতে দেড় ডজন সেক্টরের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। বাজেট ওয়েবিনারের মাধ্যমে তিনি অবশিষ্ট সেক্টরগুলির অংশীদারিদের সঙ্গে মত বিনিময় করেন। একটা সময় ছিল যখন দেশের বাজেট তৈরি ও পেশ করার পর মানুষ ভুলে যেত। যাইহোক,বর্তমান সরকারের নতুন চিন্তা সংসদীয় ইতিহাসে একটি নিদর্শন স্থাপন করেছে।

টাকা শোধ করতে না পেরে মেয়েকে তুলে দিল নেতার হাতে

অভীক মিত্র : লক্ষাধিক টাকা ঋণ শোধ করতে না পেরে নাবালিকা মেয়েকে তৃণমূল নেতার হাতে তুলে দিল বাবা। দশদিন ধরে ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করল তৃণমূল নেতাসহ তার সাগরেদরা। এমনই বর্বরোচিত নৃশংস ঘটনার সাক্ষী বোলপুরের এক আদিবাসী এলাকা। ঘটনার মূল অভিযুক্ত সিয়ান-মুলুক এলাকা তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য দীপ্তিমান ঘোষ সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে বোলপুর থানার পুলিশ। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, তারপর থেকে টানা দশদিন ধরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য দীপ্তিমান ঘোষ সহ তার সাগরেদরা। নির্যাতিতা কোনোরকমে তার মাসতুতো দিদিকে জানালে মাসতুতো দিদি সোমবার দুপুরে বোলপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ গিয়ে নির্যাতিতাকে উদ্ধার করে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুরজিত কুমার দে এবং বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিষেক রায় হাসপাতালে যান। অভিযুক্ত পঞ্চায়েত তৃণমূল সদস্য দীপ্তিমান

বাড়িতে মদ,জুয়ার আসর বসাতো নির্যাতিতার বাবা। প্রতিদিন মদ খেতো নির্যাতিতার বাবা মা অভিযোগ প্রতিবেশীদের। সেই আসরে প্রচুর ধারবাকি হয়ে যায়। তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য দীপ্তিমান ঘোষের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা ঋণ নিয়েছিল ওই নাবালিকার বাবা পেশায় হাইস্কুলের শিক্ষক। কিন্তু ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারছিলো না। পাওনা টাকার জন্য চাপ বাড়াচ্ছিল ওই তৃণমূল নেতা। তাই বাধ্য হয়ে নিজের নাবালিকা মেয়েকে ৩১ মার্চ ওই তৃণমূল নেতার হাতে তুলে দেয় নাবালিকার বাবা। ঘোষ,শুভেন্দু ঘোষ,সনত মাডডি এবং নির্যাতিতার বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে বোলপুর থানার পুলিশ। জেলাশাসক বিধান রায় নির্যাতিতাকে দেখতে বোলপুর হাসপাতালে যান। মঙ্গলবার বোলপুর আদালতে তোলা হলে ধৃতদের দশদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। নির্যাতিতাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মঙ্গলবার বিকালে কলকাতা এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার বোলপুর থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে সিপিএম।

বিভ্রান্তি কাটাতে এবার নয়া ভাবনা ফরওয়ার্ড ব্লকের

দেবাশিস রায় : সদ্যসমাপ্ত ন্যাশনাল কাউন্সিল মিটিংয়ে দলীয় প্রতীকে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এবার সর্বত্র একটাই প্রতীক রাখার বিষয়ে নয়া ভাবনার উদয় হল অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লকে(এ আই এফ বি)। গত ৮ এপ্রিল ওড়িশার ভুবনেশ্বরে এ আই এফ বি'র দু'দিন ব্যাপী জাতীয় স্তরের অধিবেশন শুরু হয়েছিল। সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের দলের শতাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে দলীয় পতাকায় প্রতীক রূপে এবার শুধুমাত্র লাফিয়ে পড়া বাঘ'ই শোভা পাবে। এতদিন এই পতাকায় একইসাথে কাস্তে হাতুড়ি চিহ্নটাও থাকত। কিন্তু, এবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অনুসারে ফরওয়ার্ড ব্লকের পতাকা থেকে এই কাস্তে হাতুড়ি প্রতীক সরে যাবে। আগামি ২২ জুন দলের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের মধ্য দিয়েই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে চলেছে। অন্যদিকে, এ আই এফ বি'র দলীয় লাল রংয়ের পতাকায় বাঘ' প্রতীক এবং দলের নির্বাচনী প্রতীকে সিংহ' থাকা নিয়ে সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের বিভ্রান্তি রয়েছে। সূত্র মারফ জানা গেছে, সেই বিভ্রান্তি কাটাতেও এবার তৎপরতা শুরু হল। যদিও এই তৎপরতা এখনও পর্যন্ত এরাজ্যের ফরওয়ার্ড ব্লকের নিচুতলায় নেতা-কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। শীঘ্রই এবিষয়ে আলোচ্য বিষয়বস্তুটি দলের রাজ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে জাতীয় স্তরের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সকলের মধ্যে প্রসারিত করার লক্ষ্যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বৃহত্তর পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়েছিলেন। কিন্তু, তিনি কংগ্রেসে সর্বোচ্চ পদে থাকাকালীন মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে তাঁর একাধিক বিষয়ে মতানৈক্যের কারণে এই পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। সেই পরিকল্পনার মধ্য থেকেই নেতাজি কংগ্রেস ত্যাগ করে ১৯৩৯ সালে ফরওয়ার্ড ব্লক নামে রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ফরওয়ার্ড ব্লক দেশজুড়ে সংগঠন বিস্তার করেছিল।

নেতাজির আদর্শকে সামনে রেখে এবং আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশব্যাপী অসংখ্য ছাত্র-যুব-তরুণ সমাজ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শরিক হয়েছিল। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক বামপন্থী চিন্তাধারায় চালিত হলেও তাদের সর্বাগ্রে জাতীয়তাবোধই গুরুত্ব পেয়ে থাকে এবং জয় হিন্দ' স্লোগানই তার প্রমাণ। কিন্তু, দেশ স্বাধীন হলেও অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এখনও দেশের প্রতিটি কোণায় নেতাজির স্বপ্নের ভারত গড়ে তোলার চিন্তাভাবনাকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে ছড়িয়ে দেওয়া যায়নি। এমনকি, ফরওয়ার্ড ব্লক দীর্ঘদিন ধরে বামফ্রন্ট সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শরিকদল থেকেও তারা এরাজ্যের কোণায় কোণায় নেতাজির আদর্শ ও চিন্তাধারাকে ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও এখন সেই গর্বের বামরাজত্ব নেই-ই এবং ভোটসর্বস্ব রাজনীতিতে কালের করাল গ্রাসে রাজ্যের সর্বত্র নেতাজির দলের অস্তিত্বও চরম সঙ্কটে। লজ্জার কথা, শুধুমাত্র ভোটের কথা ভেবেই বাম-ডান রাজনৈতিক দলগুলি নেতাজির মূর্তি ও ছবিকে সামনে রেখে রাজনীতির মধু লুটে নিতেই ব্যস্ত। তাদের কাছে সকলের মধ্যে নেতাজির আদর্শ ও চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়াটা গুরুত্ব পায়নি। তাই একশ্রেণির মানুষের কাছে আজও দেশের প্রতি নেতাজির অবদান অজানাই রয়ে গেছে। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে এই চরম সত্যটা অবশ্য অস্বীকার করতেই পারেননি এরাজ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের নিচুতলার গুটিকতক নেতা-কর্মী। সেই তাঁদেরই একাংশ এবার দলের নানাবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে নতুন করে নেতাজিকে সকলের কাছে তুলে ধরতে উদ্যোগী হয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রবীণ নেতা তথা গত বিধানসভা নির্বাচনে গলসী কেন্দ্রের প্রার্থী নন্দলাল পণ্ডিত এবারে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত দলের অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি বলেন, এবারে সিদ্ধান্ত হয়েছে আমাদের দলীয় পতাকায় শুধুমাত্র বাঘ প্রতীক থাকবে। কাস্তে হাতুড়ি আর থাকবে না। দলের ক্ষয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটা ঠিক আমরা এখনও নেতাজির আদর্শ ও চিন্তাধারাকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারিনি, নেতাজির হাতে তৈরি ফরওয়ার্ড ব্লক দলের পতাকাটাও সকলস্তরের মানুষকে আজও যথাযথভাবে চেনাতে পারিনি। এটা আমাদের নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত ব্যর্থতাই শুধু নয় অত্যন্ত লজ্জার। এবার থেকে প্রতিটি মানুষের কাছে আমাদের পৌঁছনোর চেষ্টা করতে হবে। দলের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক বলেন, আমরা দলীয় সংগঠনের প্রসার ঘটাতে পরিকল্পনামাফিক শীঘ্রই একাধিক উদ্যোগে নিতে চলেছি। অন্যদিকে, দুই ক্ষেত্রে দলের ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক নিয়ে সাধারণ মানুষের বিভ্রান্তির প্রশ্নে তিনি বলেন, আমাদের দলীয় পতাকায় প্রতীক থাকে বাঘ কিন্তু, নির্বাচনী প্রতীকে থাকে সিংহ। এবিষয়ে মানুষের মধ্যে যেটুকু বিভ্রান্তি রয়েছে তা কাটিয়ে তোলার শীঘ্রই আমরা দলের রাজ্য কমিটিতে আলোচনা করব।

বন্ধ হল পুকুর ভরাট

আলিপুর বার্তার খবরের জের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ১০ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডে দিনের আলোয় কীভাবে ভরাট হয়ে যাচ্ছে পুকুর তার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১২ মার্চ, ২০২২ সংখ্যার আলিপুর বার্তার প্রথম পাতায়। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি থেকে প্রশাসন সকলেই ছিলেন নির্বিকার। কিন্তু সংবাদ প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসেছে পুর প্রশাসন। রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ইও রবীন্দ্রনাথ রায় সংবাদটি পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতার সঙ্গে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাদামতলা ও ১১ নং ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পল্লি মোড়ের দুটি পুকুর অবৈধভাবে ভরাটের প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রবাবু বলেন, পুরবোর্ড গঠন হয়ে গেলেই আইনগতভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেওয়া হবে। এলাকাবাসী এই তৎপরতায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন।

জনসংযোগ, নেতা-মন্ত্রীরা শামিল বর্ষশেষের উৎসবেও

নিজস্ব প্রতিনিধি : একটানা করোনাতঙ্ক কাটিয়ে বঙ্গবাসী বর্ষশেষে মেতে উঠল একাধিক উৎসবে। ১ বৈশাখ বাঙালির নববর্ষ উদযাপনের ধূম পড়ে যায়।কিন্তু, তার দিনকয়েক আগে থেকেই রামনবমী উদযাপন, শিবের গাজন, নীলপুজো, বোলান গান, চরক পুজোকে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশের অঙ্গজুড়ে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে আট থেকে আশি সকলেই। এদিকে বর্ষশেষের এই জমজমাট উৎসবকে কেন্দ্র করে নেতা-নেত্রী-মন্ত্রীরা কেউই জনসংযোগের সুযোগটুকু কোনওক্রমেই হাতছাড়া করতে চান না। তারওপর ঠিক একবছর পরেই যেখানে ২০২৩ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সেখানে এরাজ্যের জনপ্রতিনিধিরা যে এখন থেকেই এভাবে সলতে পাকাতে শুরু করবেন এ তো বলাই বাহুল্য। তাই এবারও রাজ্যজুড়ে বর্ষশেষের উৎসবে শামিল হয়েছিলেন অসংখ্য জনপ্রতিনিধি। উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গ সর্বত্রই প্রায় একই চিত্র বিভিন্ন মাধ্যমে ধরা পড়ে। তবে, রাঢ়বঙ্গজুড়ে বর্ষশেষের এই উৎসবে যেভাবে সর্বধর্মের মানুষের ঢল নেমে মিলনমেলায় পরিণত হয় তা এককথায় অনবদ্য।

এবারে বর্ধমান শহরে রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় দেখা গেল হিন্দু-মুসলিমদের পাশাপাশি অংশগ্রহণ।

শিবের গাজনে জাতপাতের ভেদাভেদ ভুলে উচ্চবর্ণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিম্নবর্ণের মানুষের একসঙ্গে ধর্মীয় উপাসনা ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। গাজনের সঙ দেখার পাশাপাশি নানান স্বাদের বোলান গান বিশেষ করে রঙপাঁচালির আনন্দ উপভোগ করার জন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলে মিলে নিশিযাপনের মজা লুটে নেওয়ার ব্যস্ততাও চোখে পড়ে। চৈত্র সংক্রান্তিতে চরকের মেলায় হাজারো জনতার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস আর রাত পোহালেই পয়লা বৈশাখে বাংলা নববর্ষের উদযাপন থেকেই শারদীয় উৎসবের কাউন্ট-ডাউনে গা ভাসিয়ে দেওয়া বোধ হয় বাঙালির পক্ষেই সম্ভব। এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে মাটির কাছাকাছি যাঁরা রাজনীতি করেন তাঁরাও তো সর্বদা মানুষের সান্নিধ্য পেতে মুখিয়ে থাকেন।

বিশেষ করে পুরাতন বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরের শুভেচ্ছায় মানুষকে ভরিয়ে রাখতে নেতা-মন্ত্রী-জনপ্রতিনিধিদের কাছে এইসব উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী-১ নং ব্লকের কোবলায় রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকে দেখা গেল গাজন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে। এভাবেই বর্ষশেষে এবং নববর্ষে বিভিন্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে অসংখ্য জনপ্রতিনিধি এলাকায় জনসংযোগে ব্যস্ত থাকেন।

সততার অনন্য নজির

কুনাল মালিক : চারদিকে যখন হিংসা, অশান্তি, মিথ্যাচারের দাপাদাপি, তখন নতুন বছরের প্রাক্কালে এক অটো চালক সততার অনন্য নজির তৈরি করলেন। গত ১২ এপ্রিল মহেশতলা থানা এলাকার নুঙ্গী পার বাংলার বাসিন্দা সুরজিৎ সাহা সস্ত্রীক রাত ৮-৩০ মিনিট নাগাদ বজবজ পয়স্তার মোড় থেকে অটোয় ওঠেন। তার সঙ্গে একটি অফিসের ব্যাগে, ল্যাপটপ ও ২ লক্ষ টাকা ছিল। সুরজিৎবাবু একটি বেসরকারী সংস্থায় চাকরি করেন। তিনি ব্যাগটি ফেলে নুঙ্গীতে নেমে যান। পরে বাড়ি গিয়ে বিষয়টি জানতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বজবজ ফাঁড়ি ও মহেশতলা থানায় বিষয়টি জানান। পুলিশ রাস্তার সিসিটিভির ফুটেজ দেখেও অটো ও

অটো চালককে সনাক্ত করতে পারে নি। সারা রাত সুরজিৎবাবুর চিন্তায় ঘুম আসেনি। তিনি ভেবেছিলেন তার টাকা ও ল্যাপটপ আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে দরিদ্র অটো চালক সেখ রবিয়াল মহেশতলা থানায় পরের দিন সকালে হাজির হয়ে দু লক্ষ টাকা সহ ল্যাপটপের ব্যাগটি পুলিশের হাতে তুলে দেন। মহেশতলা থানার পুলিশ সেখ রবিয়ালের সততার জন্য পুষ্প স্তবক দিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। সুরজিৎ বাবুও তাঁকে ৫০০০ টাকা পুরস্কার দেন। সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল কেন তিনি টাকা ফিরিয়ে দিলেন। উত্তরে সেখ রবিয়াল বলেন, অন্যের টাকা আমি কেন নেব?

জাতীয় সড়ক সংস্কার পুলিশকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ষাট নং জাতীয় সড়কে গর্ত ভরাট করলো মহম্মদবাজার থানার পুলিশকর্মীরা। সোমবার মহম্মদবাজার থানার পুলিশকর্মীরা শোতসাল বাস স্ট্যান্ডের কাছে জাতীয় সড়কের বেশ কিছু গর্ত ভরাট করে এবং পাঁচামি এলাকায় বেশ কিছু গর্ত ভরাট করে। মহম্মদবাজার থানার পক্ষ থেকে বীরভূম জেলা পুলিশের

উদ্যোগে এই কর্মসূচি জাতীয় সড়ক সংস্কার। আঙ্গারগড়িয়া বাসস্ট্যান্ডের গর্ত সংস্কার করে মহম্মদবাজার থানার পুলিশকর্মীরা। পুলিশের কাজে খুশি এলাকাবাসী।

নাবালিকা বিয়ে রুখল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ এপ্রিল চার নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করলো চাইল্ড লাইন এবং লোকপুর ও দুবরাজপুর থানার পুলিশ। দুবরাজপুর ব্লকের রসুলপুর চাপানগরী গ্রামে এক নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করলো চাইল্ড লাইন এবং দুবরাজপুর থানার পুলিশ। আঠারো বছর না পর্যন্ত বিয়ে দেবে না বলে পরিবারের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়। খয়রাশোল ব্লকের বিশালপুর গ্রামে দুই নাবালিকা বোনের বিয়ে বন্ধ করলো চাইল্ড লাইন এবং লোকপুর থানার পুলিশ। আঠারো বছর না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে দেবে না বলে পরিবারের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়।

আম্বেদকর কলেজে ন্যাকের মূল্যায়ণ

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার হেলেঞ্চায়, ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বা ন্যাক-এর মূল্যায়ণের স্বীকৃতির শংসাপত্র

হাতে পেল ড. বি আর আম্বেদকর শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়। ন্যাকের বিচারে বি-প্লাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মান লাভ করল বাংলাদেশ লাগোয়া সীমান্তবর্তী এই কলেজটি। গত ৭ এবং ৮ এপ্রিল ন্যাকের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল হেলেঞ্চা কলেজ পরিদর্শনে আসে। কলেজের পড়াশুনো ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক খুঁটিয়ে দেখেন ন্যাক-এর পরিদর্শকরা। এরপর মঙ্গলবার এই স্বীকৃতির কথা জানতে পারেন কলেজ কর্তৃপক্ষ। এই সম্মানে উল্লসিত কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, পড়ুয়া, শিক্ষাকর্মী, প্রাক্তনী এবং অভিভাবকরা অধ্যক্ষ ড. চিত্তরঞ্জন দাস বলে, 'এই সাফল্যের জন্য কলেজের পরিচালন সমিতি সহ শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী সকলের ভূমিকা রয়েছে। আগামী দিনে এই সাফল্যকে এ-গ্রেডে উন্নীত করাই আমাদের লক্ষ্য।

আম্বেদকরের জন্মদিনে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : রক্তদান ও বস্ত্র বিতরণের মধ্য দিয়ে ক্যানিংয়ে পালিত হল বাবা সাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১৩২ তম জন্ম জয়ন্তী। বৃহস্পতিবার সকালে ক্যানিংয়ের মিঠাখালি এলাকায় আম্বেদকর ভবনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং ডঃ বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানে সূচনা করে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস। উপস্থিত ছিলেন মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস,ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস যুব সভাপতি অরিত্র বোস, জেলা পরিষদ সদস্য তপন সাহা, বিকাশ মজুমদার, আয়ুব সেখ, চিকিৎসক অরুণ দুলাল পাল সহ বিশিষ্টরা। এদিন ডঃ বি আর আম্বেদকর সাহেবের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসব ও নববর্ষের জন্য দরিদ্রের বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি। এদিন

রক্তদান উৎসবে শতাধিক মহিলা পুরুষ রক্তদান করেন। পাশাপাশি আয়োজক কমিটির তরফ থেকে প্রায় এক হাজারের ও বেশী অসহায় দুঃস্থ পরিবারের শিশুদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

এদিন অনুষ্ঠানে বিধায়ক পরেশরাম দাস দলিত ও দরিদ্র মানুষের জন্য এক সুখবর ঘোষনা করেন। জানা গিয়েছে 'এলাকার কোন দুঃস্থ অসহায় মানুষ বিপদে পড়লে যে ভাবে তাদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়, ঠিক তেমন ভাবেই এলাকার অসহায় দরিদ্র দলিত সমাজের কোন পরিবারের বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন সহ নানান অনুষ্ঠানের জন্য সমস্ত খরচ বহন করবেন তিনি। শুধু খরচ বহন করা নয়। যাতে করে অনুষ্ঠানে কোন বিঘ্ন না ঘটে এবং অনুষ্ঠানের জন্য একটি স্থায়ী গৃহ 'উত্তম ভবন' নামে উদ্বোধন করেন। বিধায়কের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার মানুষ। বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন 'শুধু মাত্র বিধায়ক হয়ে বসে থাকলে চলবে না। মানুষের সুবিধার জন্য কাজ করতে হবে। ফলে এলাকার মানুষের যাতে করে কষ্ট লাঘব হয় তার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি।

আম্বেদকরের জন্মদিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ এপ্রিল ডঃ বি আর আম্বেদকরের ১৩১তম জন্মতিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল দক্ষিণ শহরতলির সঞ্চিতা কলাভবনে। বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানে নৃত্য, যোগা প্রদর্শনী হয়। যারা বিউটিশিয়ান কোর্স করেছিলেন তাদের সংশাপত্র

দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডঃ রজত শুভ্র নস্কর, সঞ্চিতা স্মৃতি সমাজ বিকাশ কেন্দ্রের কর্ণধার স্বপন কুমার রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা অর্চনা বাগ, তমোসা গায়েন, সমরেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রমুখ।

স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ এপ্রিল ২২ বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক রিটায়ার অ্যান্ড পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কর্মচারী আন্দোলনের পুরোধা প্রয়াত দিলীপ মুখার্জীর স্মরণে এই স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হয়। সংগঠনের সম্পাদক প্রবীর গোস্বামী শিবিরের উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেন যে, বিগত দুই বছর এই শিবিরের আয়োজন করা সম্ভব হয় নি অতিমারির কারণে। এবার থেকে এই ধরনের স্বাস্থ্য শিবির প্রতি বৎসর করা হবে এবং জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতে এই শিবির করা যায় তার প্রচেষ্টা থাকবে। এই শিবিরে প্রায় শতাধিক মানুষ তাদের বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা করান।

গাঁজা সহ ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেআইনি অস্ত্র ও এক রাউন্ড কার্তুজের পাশাপাশি নবব্যারাকপুর থানা এলাকায় গাঁজা বিক্রির অভিযোগে পুলিশ শনিবার সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডের পশ্চিম মাসুন্দা বুড়ির বাড়ি এলাকা থেকে ২০ কেজি ৬০০ গ্রাম গাঁজা সহ বলাই রায় (৪২) যুবককে গ্রেফতার করে। ধৃতকে বারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিন জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। অন্যদিকে ১০ কেজি ১০০ গ্রাম গাঁজা সহ বিজয় চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়।

ফের সুশাসনের অভাব বাংলার রাজনীতিতে

প্রথম পাতার পর

দেখা গেছে নিজ সরকারের প্রতি বিনয় চৌধুরীর কটাক্ষকে ফুৎকারে উড়ে যেতে। শেষ দিকে দুটো টার্মে ফিরে এসেও 'আমরা-ওরা'-র কলঙ্ক নিয়ে বাংলার রাজনীতি থেকে মুছে গেছেন বুদ্ধবাবু।

১৯১১-র নির্বাচনে ৩৪ বছরের লাল জগদ্দল পাথর ঠেলে সরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে নতুন ভোরের আলো দেখেছিল বঙ্গবাসী। কিন্তু ভোর সকাল হতেই দেখা যাচ্ছে সেই অযোগ্য শাসনের চড়া রোদ। এতো প্রভু রামের রাম রাজত্ব নয়। দুর্নীতি, স্বজন পোষণ, অপরাধ মানব শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু তার সঙ্গে যদি স্বয়ং শাসনকর্তা জড়িয়ে যান তাহলে দেশ ও জাতির সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকে না। শাসকের মুখের বাণী যদি হুমকি ও দুষ্কৃতি প্রশ্রয়ে হারিয়ে যায় তাহলে বাংলার রাহুমুক্তির আশা কম। মাঝে মাঝে মনে হয় ফের সিদ্ধার্থবাবুর জমানা ফিরে এল নাকি। নিরঙ্কুশ সমর্থনের এই কুৎসিত চিৎকার গ্রাস করে নিচ্ছে শান্তির বাণী। সংবাদ মাধ্যম ও বিচার ব্যবস্থা নামক গণতন্ত্রের দুই স্তম্ভকে ফের নাড়া দিতে শুরু করেছেন বাংলার শাসকরা যা অতীতে বহু শাসককে রাজনীতির নোংরা ডাস্টবিনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে সুশাসনের পতাকা। এখানেও সেই সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে? এখানেও কি এরপর অযোগ্য শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মবীরার মতো সক্রিয় হয়ে উঠবেন রাজ্যপাল? কিন্তু তারপর? অ্যারিস্টটলের সেই যোগ্য শাসনকর্তা কী বঙ্গভূমের মাটিতে আদৌ আবির্ভূত হবেন?

ধানের ফলনে ক্ষতি

প্রথম পাতার পর

এলইডি আলোর কিছু প্রসঙ্গে জানতে চাইলে হুগলি জেলার মগরা শ্রীগোপাল ব্যানার্জি কলেজের (বাগাটী কলেজ) পদার্থবিদ্যা বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ উজ্জ্বল ভাস্কর বলেন, এলইডি লাইটে ইউভি রে থাকার কারণে এর আলোয় কিছুটা নীল আভা প্রকাশ পায়। ইউভি রে লিভিং সেল অর্থাৎ জীব কোষের ওপর প্রভাব ফেলে। নিয়মিত এই আলোয় পড়াশোনা করলে দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাছাড়া এলইডি আলোয় কিছু পোকামাকড়ও আকৃষ্ট হয়। সেই পোকামাকড়ের কারণে ফসলের ক্ষতির সম্ভাবনা অমূলক নয়। তবে, বোরো ধানের ফুল না আসার কারণ হিসেবে এই 'এলইডি আলো'ই দায়ী কিনা তা নিয়ে আরও পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

মহানগরে

প্রশিক্ষণে পুর প্লেসমেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড নাইন্টিনের জেরে গত দু'বছর ধরে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ বন্ধ ছিল। কলকাতা পুর এলাকার মহিলাদের স্বনির্ভর করতে সেলাই, বিউটিশিয়ান, ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে কলকাতা পুরসভা। আগামী মে মাস থেকে কলকাতা পুরসভার সমাজকল্যাণ ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ দফতর আবার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ শুরু করছে। তবে এবার কলকাতা পুরসভা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্লেসমেন্টও দেবে।

সেজন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। পুরকর্তৃপক্ষ চাকরি এজেন্সি গুলির সঙ্গে কথা বলছে। পুর সমাজকল্যাণ ও নগর দারিদ্র্য দূরীকরণ দফতরের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আগামী মে মাস থেকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণ এবার শুরু করা হচ্ছে। তবে এবার থেকে প্রশিক্ষণের পর প্লেসমেন্ট দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা এনএসকিউএফ এবং এনসিভিটি – এর প্রথানুসারে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে বিলম্ব হয়েছে এবং নীতিগত নির্দেশিকা পরিবর্তিত হয়েছে। এর ফলে সুবিধা ভোগীদের প্রশিক্ষণ শুরু করতে দেরি হয়েছে। ভারত সরকারের দ্বারা গৃহীত ন্যাশনাল আর্বান লাইভলিহুড মিশন (এনইউএলএম) সম্পর্কিত বিভিন্ন জটিলতা এবং পরিমার্জিত নির্দেশিকার কারণে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা কমেছে। কোনও নতুন প্রতিষ্ঠানও তালিকাভুক্ত হয়নি।

বঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের 'বিজনেস সামিট'। বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে উপস্থিত হবেন উদ্যোগপতি থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা। পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্প নিয়ে আসার জন্য শিল্পপতিদের ডেকে রাজ্যের ভালো মন্দ তুলে ধরাই লক্ষ্য এই সামিটের। ঠিক তারআগে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কর্মার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পক্ষ থেকে 'বঙ্গে ব্যবসার উপযুক্ত স্থল' শীর্ষক এক আলোচনার সভার আয়োজন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ডব্লু আই ডি সি–র মুখ্য পি কমলাকান্ত, ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনের ডেপুটি হেড অফ মিশন ইয়ামি ওডাননিয়ে, চিনের কনসোল জেনারেল জ্যা লিউ, জার্মানের কনসোর জেনারেল ম্যানফ্রেড অস্টার, জাপানের কনসোল জেনারেল ইয়ামাসাকি মাতসুতারো এবং নেপালের কনসোল জেনারেল এসহোর রাজপৌডেল।

প্রথমেই পশ্চিমবঙ্গকে ব্যবসার দিক থেকে কতটা সঠিক স্থান সে বিষয়ে পরিচয় করিয়ে দেন এমসিসিআইয়ের সভাপতি ঋষভ সি কোঠারি। এছাড়াও তিনি এসব দেশগুলির সাথে পশ্চিমবঙ্গের সুসম্পর্কের কথাও মনে করিয়ে দেন। তিনি বলেন, কিছু বছর আগে জাপানের মিৎসুবিসি কেমিকেল কর্পোরেশন এক বিশাল ব্যবসায়িক সূত্র এনেছিল পশ্চিমবঙ্গে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের আইটি বিভাগ যে কতটা উন্নত সে বিষয়েও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ইয়ামি ওডাননিয়ে বলেন, ইউকে থেকে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে প্রায় ৩৫ জন সদস্য আসবেন পশ্চিমবঙ্গকে দেখতে। তারা আশাবাদী ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

জা লিও বলেন, চিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সর্বক্ষণের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেবে। তিনি এদিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে এও জানান করোনাকালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের সাথে অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের তুমুল ব্যবসা করেছে।

ম্যানফ্রেড অস্টার বলেন, সারা বিশ্বের ব্যবসার ক্ষেত্রে এখন তিনটে জিনিস চোখ রাঙাচ্ছে সেগুলি আবহাওয়ার পরিবর্তন, মহামারী এবং রাশিয়া–ইউক্রেনের যুদ্ধ যা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অনেকটাই প্রভাব ফেলেছে।

ইয়ামাসাকি মাতসুতারো বলেন পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ২০০ টি জাপানিস ব্যবসায়িক ক্ষেত্র রয়েছে। এছাড়াও ২৭টি জাপানি কোম্পানির মুখ্য কার্যালয় আছে পশ্চিমবঙ্গতে। জাপানিস কোম্পানিও পশ্চিমবঙ্গতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

ইসহোর রাজপৌডেল বলেন, নেপাল পশ্চিমবঙ্গকে তাদের অতিরিক্ত হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার দেবে বলে সে বিষয়ে কথা চলছে।

নেপাল চায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন স্বাস্থ্য–শিক্ষা আইটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবার কথা বলেছে।

পি কমলাকান্ত বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের নীতি নিয়ে এসেছেন যা ব্যবসাকে সাহায্য করবে এবং উদ্যোগপতিদের সুষ্ঠু ব্যবসা করার জন্য উৎসাহ যোগাবে। তিনি সংযোগ করেন পশ্চিমবঙ্গ কৃষি এবং শিল্পের জন্য আদর্শ ক্ষেত্র।

করোনা ও বেড ঘাটতিতে পথকুকুরের বৃদ্ধি

বরুণ মণ্ডল : কোভিড পূর্বে মাসে ৫০০ – র বেশি পথকুকুরের নির্বীজকরণ করা হত। কোভিড কালে তা নেমে আসে ১০০ – রও কমে। আর তার ফলেই কলকাতার পথে ঘাটে অলিতে–গলিতে পথকুকুরের সংখ্যা এতোটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে তাদের তান্ডবে কলকাতাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আর কামড়ও খাচ্ছে। আর তার ফলে চারটি রেবিস ভ্যাকসিনেশনের জন্য হাসপাতালে গিয়ে লাইনও দিচ্ছে। এদিকে আবার কোভিড পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই পথকুকুরের নির্বীজকরণের কাজ পুর স্বাস্থ্য দফতর জোরালো ভাবে শুরু করেছে। কিন্তু সেখানেও আরেক বিপদ। বেড সমস্যার অপ্রতুলতা। কলকাতা পুরসভার যে দু'টি ডক পাউন্ড আছে তার প্রথমটি ধাপা ডক পাউন্ডে বেড রয়েছে আড়াইশো বেশি। আর দ্বিতীয়টি এন্টালিতে রয়েছে ৩০ টি। এই দু'টি সংখ্যার আবার অধিকাংশ দখল করে রয়েছে অসুস্থ পথকুকুররা। কারোর পা ভাঙা। তো কারোর কোমর ভাঙা। তো কারোর সারা শরীরে ঘা। পুরসভার পশু চিকিৎসকদের বক্তব্য, নির্বীজকরণ করার পর ৭ থেকে ১০ দিন ওই কুকুরটিকে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে রাখতেই হয়। ফলস্বরূপ, কোভিড পূর্বে মাসে যেখানে ৫০০ – র বেশি নির্বীজকরণ হতো। এখন তা কমে মাসে ১০০ ১৫০ – র বেশি নির্বীজকরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। পুর স্বাস্থ্য দফতরের বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে বিনামূল্যে পথকুকুরদের জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধে টিকাকরণ ও বংশ বৃদ্ধি রোধে নির্বীজকরণ করা পুর স্বাস্থ্য দফতরের মূল দায়দায়িত্ব।

পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ উপ–মহানাগরিক অতীন ঘোষ জানান, আগামী মে মাস থেকে কলকাতা পুরসভার ১৬ টি বরোর প্রতিটির দু থেকে তিনটি জায়গায় অস্থায়ী ক্যাম্প করে পথপুকুরদের টিকাকরণ ও নির্বীজকরণের কাজ শুরু হবে। তখন পথকুকুরদের নির্বীজকরণে বর্তমান যে ঘাটতি আছে, তা পূরণ হবে। এক সূত্র মারফত খবর, পথকুকুরদের টিকাকরণ ও নির্বীজকরণে রাজ্যের প্রাণী উন্নয়ন দফতর থেকে কলকাতা পুরসভার জন্য প্রায় ৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আর কেন্দ্রীয় সরকার এই খাতে প্রায় ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

বিদায় হাইমাস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যুৎ সাশ্রয় করে খরচ বাঁচাতে এবং বাতাসে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্যে এবার কলকাতার রাজপথ থেকে যত্রতত্র অলি–গলি তস্য গলি থেকে কলকাতা পুরসভা হাইমাস্ট টাওয়ার বিদায় দিচ্ছে। শুধু এটাই নয় এর ফলে পরিবেশ কর্মীদের দীর্ঘ দিনের দাবির স্বীকৃতি পাবে। এবং কলকাতার পক্ষিকূল রাত্রিরে একটু নিশ্চিতে ঘুমোতে পারবে। কলকাতার যে সমস্ত পাখিরা তীব্র আলোর জ্বালায় কলকাতা ও শহরতলি থেকে কলকাতার আশেপাশের পুরসভা এলাকায় পালিয়ে ছিল, তারা আবার কলকাতায় ফিরে আসবে।

একটা ৩০ মিটার উঁচু পোস্টে আট জোড়া অর্থাৎ ১৬টি বাতি থেকে আলো জ্বালাতে ঘন্টায় আট হাজার ওয়াটেরও বেশি বিদ্যুৎ খরচ হয়। প্রকল্প পিছু ব্যয় ৪ – ৫ লাখ টাকা। ওই আট জোড়ার পরিবর্তে মাত্র চারটি ২০০ ওয়াটের এলইডিতে একই পরিমাণ আলো আবার বিদ্যুৎ খরচ মাত্র ৮০০ ওয়াট। ১১ মিটার বা ১৬ মিটারের উঁচু এই প্রকল্প পিছু ব্যয় ১ লাখ টাকারও কম। আলিপুরের ডি এল খান রোডে হাইমাস্ট বদলে কলকাতা পুরসভা এমন মিনিমাস্ট বসিয়েছে। কলকাতা পুরসভা আলো দফতরের মেয়র পারিষদ সন্দীপরঞ্জন বক্সি বলেন, এবার কলকাতায় হাইমাস্ট টাওয়ার বদলে মিনিমাস্ট আলো বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয় ১০ গুণ হচ্ছে। আবার কলকাতার পক্ষিকুলও বাঁচবে। প্রসঙ্গত, পার্ক স্ট্রিট ও জওহরলাল নেহরু রোডের ক্রসিংয়ের মতো কলকাতার একাধিক মোড়ে অপ্রয়োজনীয় হাইমাস্ট খুব শীঘ্রই সরানো হবে বলে পুর আলো দফতরের ডিরেক্টর জেনারেল সঞ্জয় ভৌমিক জানান। এগুলিকে সরিয়ে দিলে পরিবেশের দূষণ অনেকটা নিয়ন্ত্রণ হবে।

অসচেতনতা : খোদ কলকাতা পুরসভার মহানাগরিকের ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের চেতলা সেন্ট্রাল রোডে (মণি সান্যাল সরণি) এভাবে কাটা কেবল তারের জঞ্জাল ডাঁই করে গাছের গোড়ায় ফেলে রাখা হয়েছে। যদিও তা ইএম বাইপাসের পুরসভার নিজস্ব নির্দিষ্ট জমিতে ফেলার কথা কেবল অপারেটর কোম্পানিগুলিকে আগেই পুরসভা থেকে জানানো হয়েছে।

ছবি – অরুণ লোধ

লেন্স বার্তা

চলছে আইপিএল, তাই কলকাতার মাঠে মাঠে ফুটবল খেলার সময়ও ক্রিকেট খেলার ধুম।

অবৈধ পার্কিং আশ্রমের গেটের সামনে।

বাইরে খুব গরম, পেট্রল–এর দামও আকাশছোঁয়া, তাই ভর দুপুরেও ভালই ভিড় হচ্ছে মেট্রোতে। ছবি : অভিজিৎ কর

মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ : আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকবে বলে রাজ্যের মৎস্য দফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব নির্দেশ দিয়েছেন। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ ও প্রজনন এবং মৎস্য ভান্ডার রক্ষার জন্যই এ রাজ্যের সংলগ্ন সমুদ্রের ১২ নটিক্যাল মাইল (১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার) পর্যন্ত এলাকায় জলযানের সাহায্যে মৎস্য শিকার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হচ্ছে।

শ্রী শ্রী অন্নপূর্ণা পুজো উপলক্ষে পুজোর দিনে স্থানীয় রূপা পাল ও পালান পালের উদ্যোগে কালীঘাট মায়ের মন্দিরের নিকটে দু'বেলায় শতাধিক মানুষকে পাত পেরে প্রসাদ খাওয়ানো হয়। অতি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ পালান পাল জানান, কোভিড অতিমারীর পর্ব শেষে অসহায় মানুষকে নানান পদের স্বাদের ভোগ ভোজন করাতে পেরে প্রকৃত মাতৃপূজা ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য।

বাকি রাখা খাজনা, মোটে ভাল কাজ না

সুকুমার মণ্ডল

বাকি রাখা খাজনা, মোটে ভাল কাজ না। হীরক রাজার দেশে ছায়াছবিতে সত্যজিত রায় রঙ্গ করে প্রবচনটি রচনা করেছিলেন এবং সেটি যে তখুনি সকলের মনে এভাবে গেঁথে যাবে তা বোধহয় স্বয়ং স্রষ্টাও কল্পনা করেন নি । দিল্লির মোগল বাদশা আকবর খাজনা আদায়ের পদ্ধতি সরল ও সহজবোধ্য করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেই ১৫৫৬ সাল থেকে। আকবরের রাজত্ব কালের আরও প্রায় হাজার বছর আগে (অর্থাৎ ৫৯৪ খৃষ্টাব্দে) গৌড়–অধিপতি রাজা শশাঙ্ক বাংলা পঞ্জিকা–পদ্ধতির প্রচলন করেন । হিন্দু পঞ্জিকা সৌর পদ্ধতি অনুসারে গণনা করা হয় আবার মুসলমান পঞ্জিকা চান্দ্র–মাস ভিত্তিক। কিন্তু আসলে বছরের ফসল (ফসলি সন) চাষীর ঘরে তোলার সময় অনুসারে এই গণনার প্রচলন। সমস্ত প্রজাদের কাছে খাজনা–পদ্ধতি আরও সহজবোধ্য করে তোলার জন্য এটি একটি যুগান্তকারী প্রয়াস বলা চলে । যাবতীয় বকেয়া খাজনা চৈত্র–শেষের দিনের মধ্যে মিটিয়ে ফেলতে হবে – এমন তাগিদ কাজ করত প্রজাদের মনে । পরদিন অর্থাত বৈশাখের প্রথম দিন থেকে শুরু হবে নতুন হিসাব বর্ষ, নতুন খাতা। জমিদার, তহশীলদার–রা পয়লা বৈশাখের দিনে প্রজাদের মিষ্টি বা বিবিধ উপহারে মনোরঞ্জনের চেষ্টা করতেন। পরবর্তী কালে ব্যবসায়ীরাও ওই একই পদ্ধতি মানতে শুরু করে দেন । গ্রাহকদের কাছ থেকে বকেয়া আদায় করার জন্য এমন নানা আকর্ষক পদ্ধতির প্রচলনকে জনপ্রিয় করে তোলেন, বিশেষত মণিকার ও স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। সেই পরম্পরা আজও চলছে। রাজা শশাঙ্ক প্রচলিত ক্যালেন্ডারের হিসেব অনুসারে এ বছরের পয়লা বৈশাখে আমরা সকলে ১৪২৯ বঙ্গাব্দের সূচনার সাক্ষী রইলাম।

বাঙালীর দু–টো মোচ্ছব রয়েছে বৈশাখ জুড়ে। প্রথমটি অবশ্যই পয়লা বৈশাখ। ইংরেজী বছর নিয়ে নানা আদিখ্যেতা সত্বেও, দেশি বছর শুরুর এই দিনটি নিয়ে আমরা আজও বেশ আবেগপ্রবণ। বৈশাখ শুরুর এই দিনটি ব্যবসায়ীদের জন্য হিসাববর্ষ, কিন্তু আপামর বাঙালিদের জন্য নতুন পোষাক ও সুখাদ্য গ্রহণের দিন । বাংলা ক্যালেণ্ডারের বাকি দিনগুলো খেয়াল থাকুক না থাকুক, পয়লা বৈশাখ নিয়ে আমরা সবাই এককাট্টা । পয়লা বোশেখে জমিয়ে ভোজের আয়োজন তো থাকেই, কিন্তু সেসব ছাপিয়ে যায় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। গান, নাচ কবিতায় মেতে ওঠে শিল্পী, সাহিত্যিক ও মননশীল বাঙালি। দ্বিতীয় কারণ–টি অবধারিতভাবে রবি ঠাকুর। এমনিতে বাংলা–টাংলা নিয়ে তেমন কিছু হেদিয়ে না পড়লেও, রবীন্দ্র–জয়ন্তী পালনে পিছিয়ে থাকতে রাজী নয় কেউ । রবি ঠাকুরের জন্মদিন পালনের জন্য কেবল ২৫ বৈশাখের জন্য হা–পিত্যেশ করে বসে থাকা জরুরী নয়,। প্রায় গোটা পক্ষ জুড়ে চলে রবি স্মরণ । বৈশাখ প্রতি বছর আমাদের জন্য এক পূণ্য পবিত্র তিথি হাজির করে । রোদের ঝাঁঝ গা–পুড়িয়ে যায়, হাঁসফাঁস গরমেও বৈশাখ আনে প্রাণের আরাম, রবীন্দ্র–চর্চার স্নিগ্ধতার আবেশ আমাদের ভুলিয়ে দেয় রোজকার জীবন–যন্ত্রণা।

আমাদের জীবনে নির্মল আনন্দ বস্তুটি বড় দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ । দেশের এখানে ওখানে নিত্যকার হানাহানি আর দমন–পীড়নের খবর শুনতে শুনতে আমাদের মনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা উধাও । শুধু দেশই বা বলি কেন, পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে যুদ্ধের ঘটনা, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে ঠাণ্ডা–গরম লড়াই–এর কথা শুনতে শুনতে প্রত্যেকের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। পান–থেকে চুন খসলে লোকে খ্যাঁক খ্যাক করে উঠছে, রে রে করে মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। রাগের চোটে কারোর আর মাথার ঠিক নেই । আমাদের হুশ কোথায় যে হুশ করে উবে গেছে ! আচ্ছা আজকাল মানুষ এমন ক্ষিপ্ত আচরণ করছে কেন! আমার প্রশ্ন শুনে জনৈক মনোবিদ বললেন, এসবই হল প্রকৃতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফল। প্রত্যেক ঋতু–তে প্রকৃতি তার সাজ পাল্টায়, সেই সাজ–বদল মানুষের মনে এনে দেয় সজীবতা । দূর করে দেয় একঘেঁয়েমি জীবনযাপনের যাবতীয় বিরক্তি । লক্ষ্য করে দেখুন, মনোরম প্রাকৃতিক অঞ্চলে মানুষের মধ্যে অপরাধ–প্রবণতা অনেক কম থাকে, আবার রুক্ষ অঞ্চলে মানুষেরা সামান্য কারণে হানাহানিতে লিপ্ত হয় । উদাহরণ স্বরূপ, উনি জানালেন, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, ভুটান কিংবা আমাদের দেশের লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম বা এমনই মনোরম কোনও অঞ্চলের মানুষ অল্পে ক্ষিপ্ত হয় না । আবার উল্টোদিকে, আফগানিস্থান–ইরাক–আরব–মিশর–লেবানন–ইজরায়েল প্রভৃতি ভূখণ্ডে হিংসা–কাটাকাটি–রক্তপাত লেগেই রয়েছে । অবিশ্যি প্রকৃতি ছাড়াও মানুষের মনের অস্থিরতার আরও অনেক কারণ থাকতে পারে । কেবল রাজনৈতিক কারণেই সেখানে বারোমাস যুদ্ধ–অশান্তি লেগে থাকে কিনা, সমাজবিদরা ভাল বুঝবেন ।

সত্যিই কী প্রকৃতি আমাদের মনেও এমন গভীর প্রভাব ছড়িয়ে দেয় ! আশি ছুই ছুই এক প্রবীণ জোর দিয়ে বললেন, অবশ্যই! প্রকৃতির হাতেই তো রয়েছে আসল জাদু–দণ্ড । বর্ষার জলে যখন দিগন্ত ঝাপসা হয়ে যায়, তখন মনের কত ময়লাও ধুয়ে যায় । শরতের মেঘ আর কাশের দেখা পেলে মনে উৎসবের বাজনা বাজতে থাকে, হেমন্তের হিমের সকালে নতুন ধানের গন্ধ নেশা ধরিতে দিত, শীতের রাতে কান–মাথা ঢেকে গা ঘেঁষাঘেষি করে যাত্রার আসরে কিংবা নতুন খেজুর রস জ্বাল দেওয়ার সুবাসে মনে সে যে কীরকম ফুর্তি হত তা তোমরা বুঝবে কিসে! পলাশ–শিমুল–কৃষ্ণচূড়ার লাল রঙের ছোঁয়ায় পাষাণ হৃদয়েরও মনে রঙ । আর বৈশাখে ....। এটুক বলে উনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন । বৈশাখ বুঝি এমনই মন–কেমন–করা ঋতু । বৈশাখে কি তবে কোনও ম্যাজিক রয়েছে। পরিসংখ্যান নিলে হয়তো দেখা যাবে, বসন্ত ঋতুর জন্য কবিরা যত মাতামাতি করেছেন, বৈশাখ নিয়ে আবেগ উচ্ছ্বাসের বহর তার থেকে কোনও অংশে কম হয় না। বৈশাখ নিয়ে আমাদের এত মাতামাতির কারণ কী ! বৈশাখে গাছে গাছে নতুন পাতার সবুজ জামা, শাখায় শাখায় কাকের বাসা, কোকিল–এর মন–কেমন–করা ডাকাডাকি, কাঁচা আমের সুবাস, মাঝে মাঝে কালবৈশাখীর দাপাদাপি, সব মিলিয়ে প্রকৃতির এক দামাল রূপ। তবে আক্ষেপের কথা হল, কংক্রীটের শহরে কিইবা গ্রীষ্ম কিইবা বসন্ত ! যেখানে চোখের দৃষ্টি সামনের বাড়ির দেওয়ালে বাধা পেয়ে ফিরে আসে, সেখানে দেখা হয় না কাল বৈশাখের দাপটে গাছেদের পাগলা–হাতির মত মাথা ঝাঁকানো, আম গাছের ডালে ডালে কাঁচা আমের উদ্ধত যৌবন, পাকা শিমুল তুলোর ভেসে বেড়ানো – এমনই আরো অনেক কিছু । শহরের লোকেরা তাই হয়তো ঋতুকে সেভাবে চিনে ওঠার সুযোগ পায় না। বৈশাখকে উপভোগ করতে হলে গ্রামে চলুন । কালবৈশাখীকে নজরুল দেখেছিলেন ঈশ্বরের ইঙ্গিত রূপে। বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দেয় কালবৈশাখীর তুফান। কবি বলেছিলেন, ডাকে ওই কালবোশেখি, কাটাবি কাল বসে কী!

তবে বৈশাখ ফুরিয়ে গেলে, আবার আমরা পরিচিত পরিমণ্ডলে ফিরে যাই, মেতে উঠি দলাদলি, কূটকচালি, লেঙ্গী–মারা, পরনিন্দার মত প্রিয় কাজে, সেখানে লোভ আর লাভের দুনিয়ায় বুঁদ হয়ে থাকতে আমরা বড়ই ভালবাসি ।

মাঙ্গলিকী

উষা গাঙ্গুলী আমার উষাদি

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

উষা গাঙ্গুলী ছিলেন নাট্য জগতে একটা স্টেটাস সিম্বল। উষাদি বাংলা নাট্য আন্দোলন তথা বাংলা নাট্য জগতে একটা প্রথিতযশা নাম। উষাদির নাটক নাট্যমোদী দর্শক তথা নাট্য জগতের ছোট বড় মাঝারি গোত্রের নাট্য ব্যক্তিত্ব দেখেন নি এমনটা হওয়া শুধু দুষ্করই নয় প্রায় অসম্ভব। এহেন উষাদির সঙ্গে কী করে আলাপ পরিচয় থেকে শুরু করে একেবারে অন্তরঙ্গ পর্যায়ে পৌঁছে গেল তা আজ মনে পড়লে খুব গর্ববোধ হয়।

১৯৯৩-৯৪ সালে নিভা আর্টস-এর কোনও পার্মানেন্ট নাট্যমঞ্চ ছিল না। কখনো তপন থিয়েটারে কখনো আশুতোষ মঞ্চে আবার কখনো উত্তম মঞ্চ বা রঙ্গনায় চলছিল নানা নাট্য সম্পর্কিত কাজ ও মঞ্চায়ন। উত্তম মঞ্চে হীরালাল পান্নালাল, নহবত, তপনে দর্পণে শরৎশশী আশুতোষ মঞ্চে মনমোহিনী এবং ছদ্মবেশী বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। তখন নাটক হতো মূলত শনি, রবি ও বৃহস্পতিবার। সেই রীতি ভেঙে সমর মিত্র প্রতিদিন গ্রুপ থিয়েটারের নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। প্রথম প্রথম কলকাতার এলিট নাট্যদলগুলি সকলে সমর মিত্রের অনুরোধে নিজেদের সামিল করেছিল। কিন্তু অজানা কোনও কারণে উষাদি নিজেকে সামিল করেন নি।

উষাদির সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হল সুজাতা সদনে। ১৯৯৪-৯৫ সালে সুজাতা সদন নিভা আর্টস-এর অধীনস্থ হয়। প্রথমেই আমরা এক মাসের একটা নাট্য উৎসব করি। ওই উৎসব চার্বাক থেকে শুরু করে স্বপ্ন সন্ধানী থিয়েটার ওয়ার্কশপ, গান্ধার, চুপকথা এবং উষাদি সহ আরও মোট তেত্রিশটা দল অংশ গ্রহণ করেছিল। সকলেই জানেন উষাদির দলের নাম রঙ্গকর্মী। ফলত রঙ্গকর্মীর ব্যানারে উষাদির নাটক 'বেটি আয়ি' মঞ্চস্থ হল। বিক্রিত সমস্ত টাকা আমরা উষাদির হাতে তুলে দিয়েছিলাম। অবাক চোখে উষা দি আমার চোখের দিকে শুধু তাকিয়ে ছিল। দ্বিতীয় পরিচয়ে আলাপ অন্তরঙ্গতায় পৌঁছায়। তপনে নিভা আর্টস্ এর প্রথম নাট্যোৎসবে অন্যান্য নাটকের সঙ্গে উষাদিও হাজির হলেন তার বিখ্যাত নাটক মহাশ্বেতা দেবীর সাড়া জাগানো কাহিনী অবলম্বনে তৈরি নাটক রুদালি-কে নিয়ে। আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম ইতিমধ্যে উষদির জনপ্রিয়তা দেখে। টিকিট কেটে নাটক দেখতে এসেছিলেন বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ। যেমন সুচিত্রা মিত্র, অপর্ণা সেন, ঈশিতা মিত্র/মুখার্জী, স্বপন গুপ্ত, দল হিসাবে চেতনা, অন্য থিয়েটার, থিয়েটারের অনেক ছোট বড় মাঝারি নাট্য ব্যক্তিত্বরা।

নাটক শেষে উষা দিকে নিয়ে চললো অভিনন্দনের পালা। ৮.৩০ মিনিটে নাটক শেষ কিন্তু উষাদি ছাড়া পেলেন সাড়ে দশটায়। হাসিমুখে দর্শকদের সব আবদার মেনে নিলেন।

সম্পর্কটা একেবারে ওই দিন থেকে অন্তরঙ্গতায় পৌঁছে গেল। নাটকের শেষে সমরদা যখন উষা দিকে শাল, বস্ত্র, উত্তরীয় মিষ্টি দিয়ে সম্বর্ধনা দিলেন উষাদি একেবারে অভিভূত। তার মুখ দেখে মনে হয়েছিল তিনি এতটা আশা বোধ করি করেন নি।

এরপর থেকেই আমি উষাদিকে যখন যেরকমভাবে ডেকেছি সেভাবেই পেয়েছি। বাংলাদেশের শিল্পকলা আকাদেমির মহা পরিচালক লাকি ভাই তপনে উপস্থিত তখন আমার একটা টেলিফোনে উষাদি, কমলদা, সুরজিতদা, সুদীপ্ত, সুমনা, ঈশিতা, কুন্তলদা, ফাল্গুনীদা, অমলেশদা, কৌশিক কর, দেবদূত এবং আরও বিভিন্ন নাট্যদলের নাট্যকর্মীরা হাজির হয়ে আলোচনা সভা সরগরম করে দিল। এতটা ভালবাসার জোর ছিল উষাদির উপর। আলোচনা শুরু হল। চললো বহুক্ষণ ধরেই। হঠাৎ লাকি ভাই আমাকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য বারবার আমার নাম ঘোষণা করে চললেন। কিন্তু সেদিন আমি একটি বিশেষ কারণে সেই সম্বর্ধনা গ্রহণ করতে পারিনি। অনেকেই আমাকে একান্তভাবে অনুরোধ করে ছিলেন, তথাপি আমি মঞ্চে হাজির হইনি। পরে উষাদি অফিসে এসে কারণ জিজ্ঞেস করায় আমি যা বললাম তাতে উষাদির চোখ কপালে উঠে গেল। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে সাবাশ সাবাশ বলে দেগে দিলেন বললেন- আমাদের এক ঘন্টা বসিয়ে রাখার জন্য তোর এই প্রতিবাদ আমার অনেকদিন মনে থাকবে। এইরকম পরস্পরের প্রতি সম্মান সমীহ বোধ ছিল। সেই উষাদির কথা বলতে গিয়ে বারবার চোখ জলে ভরে আসে। আজ উষাদি আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু রয়ে গেছে তার সৃষ্টি ও তার নিজের হাতে গড়া অন্তরঙ্গ থিয়েটার প্ল্যাটফর্ম।

অনেক নাটক তিনি তো করেছেন। তার মধ্যে আমার দেখা শ্রেষ্ঠ মঞ্চস্থ হওয়া নাটক রুদালি। এছাড়া কাশীনামা, চণ্ডালী, দরদেনাক, মুক্তি মানসী এবং সাধনা আহমেদ (ঢাকা) রচিত সপ্তপর্ণা বাংলার সাত জন মহিলা নির্দেশককে দিয়ে উপস্থাপনা। সমগ্র ভাবনাটা উষাদিরই ছিল। উষাদি হিন্দি ভাষার মানুষ ছিলেন। বিয়ের পর গাঙ্গুলী বাড়ির বধূ হন। বিবাহিত জীবনের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। লড়াইটা তাকে প্রতিনিয়ত লড়তে হয়েছিল ঘরে বাইরে সব জায়গায়। নৃত্য পটিয়সি শিক্ষিকা (ভবানীপুর এডুকেশনাল সেন্টার)। সারাটা জীবনে যা কিছু অর্জন করেছেন তা একরকম লড়াইয়ের মাধ্যমে। অতিমারির দীর্ঘকালীন সংকটের সময়ে উষাদিকে আমরা হারিয়েছি হঠাৎ করেই। বড় দুঃখ হয় এমন একটা কঠিন সময়ে তাকে আমরা হারালাম যে নাট্যকর্মীরা তাকে একটু শেষ শ্রদ্ধাও জানাতে পারলো না। সমরদা সম্পর্কেও ছিল তার গভীর আস্থা ও বিশ্বাস।

স্মরণে

কথা প্রসঙ্গে আমাকে বহুবার বলেছেন সমরের মত মানুষ এখন থিয়েটারে কমই আছে। ও যেন নাটকের একজন অভিভাবক। একজন মানবিক স্নেহশীল অথচ দৃঢ়সংকল্প মানুষ না হলে এইরকম ব্যবহার আশা করা যায় না। থিয়েটারে মিউচুয়াল রেসপেক্ট হয় না। অন্তরের সংবেদনা, সাংগঠনিক দৃঢ়তা আদর্শে অবিচল থেকে ব্যক্তিগত পরিবার নিভা আর্টস থেকে অনেক উর্ধ্বে উঠে নাট্য জগতের একজন মহীরূহ হতে পেরেছিল। বাংলার সংস্কৃতি জগতে সমর নিজেকে মিশিয়ে দিতে পেরেছিল। থিয়েটার ছিল তার প্যাশন। এখন তো থিয়েটার ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ হয়ে গেছে। সমর সেই ইউনিটগুলি নিয়ে একটা যোগসূত্র তৈরি করতে পেরেছিল। থিয়েটারে একটা স্পেস তৈরি করা এটা একটা ঐতিহাসিক কাজ। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে তার এই উদারতা, সর্বময়তার জন্যই তিনি মানুষের এত ভালবাসা পেয়েছিলেন। সবার উপরে তার 'নিভা আর্টস্ ছিল তার কাছে একটা পরিবার তথা একটা সংসার।

দুরারোগ্য ব্যধি তাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে গিয়েও নিতে পারল না। যেন হেরে গিয়ে থমকে গেল যম। যদি তেমন কিছু ঘটতো আমরা অচিরেই হারাতাম একজন থিয়েটার প্রেমী থিয়েটার মনস্ক মানুষকে। বর্তমানে যা দেখছি সমর এখন প্রায় চলৎশক্তিহীন হয়ে আছে জানিনা কী হবে? সমরের মতো মানুষের স্থান বোধ হয় ফাঁকাই থেকে গেল। জানিনা এ শূন্যতা কি ভাবে পূরণ হবে। ও তাড়াতাড়ি সেরে উঠুক এটাই আমার প্রার্থনা।

আমি ব্যক্তিগতভাবে যতবার উষাদির সঙ্গে দেখা করেছি নিভা আর্টস-এর প্রয়োজনে ততবার আমাকে দেখা মাত্রই একটা মিষ্টি হাসি দিয়ে আমাকে বরণ করে নিতে ভোলেন নি। অনেক সময় দেখা হয়নি তখন টেলিফোনে ম্যাসেজ দিয়ে আসতে হয়েছে কিন্তু বাড়িতে ফিরেই উনি সেই ম্যাসেজের উত্তর দিয়েছেন। এমন একটা সময় এসেছিল যখন উষাদির নাটক দেখা একটা স্টেটাস সিম্বল-এর মতন ছিল। যারাই ওনার নাটক দেখতে এসেছেন তারা নিজেদের একটু অন্যদের চেয়ে একটু বেশি বোদ্ধা বা এলিট ক্লাস ভুক্ত বলে মনে করতেন। এটাও দেখেছি অনেকেই নাটকের পরে তার সাথে দেখা করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যেত। কেউ দেখা করতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে কাছাকাছি যেতে না পেরে আমাকে বা সমর মিত্রকে বলে যেতো এতোটুকু দ্বিধা না করে আমি যে এসেছি উষাদিকে একটু বলে দেবেন প্লিজ। একদিন রুদালি দেখতে এসে সুচিত্রা মিত্র মহাশয়া আমাকে বললেন- আমাকে চেন? আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম আপনাকে না চিনলে সেই অপরাধে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করবে যে। সহাস্য মুখে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দেবী বললেন- না মানে এখন তো ওর সঙ্গে দেখা হলো না তাই একটু বলে দিতে বললাম ও তো আর জানল না যে আমি এসেছি। এখানেই বোঝা যাচ্ছে উষাদির ব্যাপারে যেন একটা মিথ কাজ করতো।

২০১৭ সালে আমরা উষাদিকে নিয়ে একটা ট্রিলজি অর্থাৎ 'সারা দিন উষা' এই নামে একটা ট্যাগ লাইন দিয়ে আমাদের অর্থাৎ নিভা আর্টস-এর উৎসবকে সাজিয়ে ছিলাম।

প্রস্তাব দিয়ে যখন তার বাড়ি থেকে ফিরে আসছি আনন্দে তার মতো শিল্পীর চোখেও ছলছল ভাব লক্ষ্য করেছি। আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধু বললেন- আমার এখন ৭০ চলছে আমাকে নিয়ে এখনও তোমারা এতো ভাবো? সমরকে বলে দিও তার ডাক আমি উপেক্ষা করতে পারি না। আমি যাব তো নিশ্চয়ই। আমি একটু আবেদন করে বলি দিদি আমি চাই রুদালি দিয়েই তুমি উৎসব শুরু কর। আমি শনিচারিকে আর একবার অর্থাৎ শেষ বারের মতো দেখতে চাই। হাসতে হাসতে উষাদি বললেন আচ্ছা চেষ্টা করবো। কিন্তু আমার সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। ওই সময় তার দলে একটা উথাল পাথাল অবস্থা যেটা আলিপুর কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল। ফলে ওই অবস্থায় রুদালি আর তার পক্ষে করা সম্ভব হয়নি। দলটা প্রায় ভেঙে যেতে বসেছিল। বহু প্রচেষ্টায় তিনি আবার তার স্বভাব সিদ্ধ পুরনো ফর্মে ফিরে এসেছেন। আনন্দে বিষাদে উষাদির বর্ণময় জীবনে ঘাত প্রতিঘাতে পূর্ণ ছিল। তথাপি তিনি ছিলেন অবিচল যোদ্ধা। কোনও কিছুর বিনিময়ে তিনি নাটক ছেড়ে কোথাও চলে যাননি। নাটকের জন্য তিনি অনেক কিছুই ছেড়েছেন এটা আমি তার কাছ থেকেই শুনেছি। এই ক্ষুদ্র লেখনীর মাধ্যমেই অন্তিম শ্রদ্ধা জানাই। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি হোক। তাই সজল চোখে তার চলার পথ ধুয়ে দিলাম।

বঙ্কিম স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : উনিশ শতকের বাংলার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১২৮ তম তিরোধান দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করল নবব্যারাকপুর ১২নং ওয়ার্ড কমিটি। শুক্রবার

সকালে নবব্যারাকপুর পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডে বঙ্কিম চ্যাটার্জি রোডে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মর্মর মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ নাগরিক তপন মুখোপাধ্যায়, ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুদীপ ঘোষ, ফুটবলার শ্যামল ঘোষ সহ বিশিষ্ট জনেরা। ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুদীপ ঘোষ জানান, বাংলা গদ্য ও উপন্যাসের বিকাশে তার অসীম অবদানের জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। তার রচনা বঙ্কিম রচনাবলী নামে বিখ্যাত কারণ, তিনি তার লেখার মাধ্যমে ভিন্ন স্বতন্ত্রতা সৃষ্টি করেছেন। মহা প্রয়াণ দিবসে মহান মণীষীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে পেরে নববারাকপুরবাসী ধন্য কৃতার্থ হলাম। বাংলা সাহিত্যের চিরস্মরণীয় উজ্জল একটি নক্ষত্রের নামে তার অবদান বাংলা ভাষায় গদ্য এবং উপন্যাসের একটি নতুন আধুনিক ঘরানা তৈরি হয়েছে।

মুখার্জী বাড়ির অন্নপূর্ণা পুজো

মলয় সুর : হুগলি রায় বাজারে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জীর বাড়ির অন্নপূর্ণা পুজো প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও উদযাপিত হচ্ছে। এ বছরে ৮৭ বছরে পদার্পণ করল। আচার বিচার রীতি মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে এই পুজো হয়। এই পুজোর প্রচলন করেন জয়দীপবাবুর ঠাকুমা স্বর্গীয় কমলারাণি মুখার্জী। পরবর্তীকালে এই পুজো বহন করে নিয়ে গেছেন জয়দীপবাবুর প্রয়াত বাবা শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জী ও শ্রীমতি মলয়া মুখার্জী। কয়েক মাস আগেই মলয়া মুখার্জীর আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে

এসেছে। তা সত্ত্বেও চিরাচরিত প্রথা মেনে পুজো হচ্ছে। এ বছর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বা শিল্পী সমাবেশ বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়নি।

ছবি : সমরেশ চক্রবর্তী

কবিতা

নতুন বছরে
পলাশ ঘোষ

নতুন বছর নতুন পোষাক
নতুন জামা-জুতো
পুরোনো হলেও নতুন মোড়কে
পুরোনো ছলছুঁতো !
নববর্ষ নতুন খাতা
কোলাহল হৈ চৈ
নবপ্রভাতে পুরোনো ভুলকে
ভুলতে পারছি কৈ !
নতুন আলো উসকে দিচ্ছে
পুরাতন সব ক্ষত
কে দেবে প্রলেপ, সারাবে ব্যাধি
সবাই কর্মরত !
(বারাসত, উঃ২৪ পরগণা)

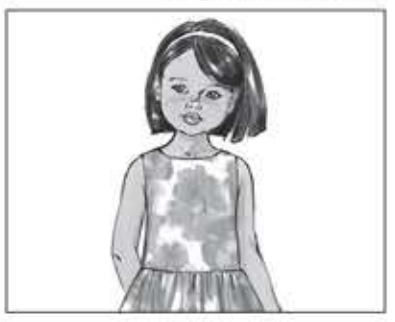

নতুন বছর
সায়ন মণ্ডল

নতুন বছরের নতুন আশা
সবারে জানাই ভালোবাসা
স্বপ্নগুলো সত্যি হবে
দুঃখগুলো মুছে যাবে
হিংসা বিবাদ আর নয়
এসো সবাই বন্ধু হই
ভালো থেকো, সুখে থেকো
নতুন বছরকে আগলে রেখো
(বিদুপাড়া, সোমপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

নতুন বছর
রাজেশ মণ্ডল

নতুন বছর বলল হেসে
হাওয়ার সাথে মিশে
আগামীকাল আসবো আমি
পয়লা বৈশাখে
মেঘের কোণে রোদের ঝিলিক
করবে ঝিকিমিকি
বসন্ত তাই পেল ছাড়া
তোমার একি নীতি !
(বিদুপাড়া, সোমপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

জাতির ভবিষ্যত
দেবনাথ পোড়ে

শিশুর মধ্যে জন্ম হয়েছে শিক্ষার বুনিয়াদ
মানুষ নয় যন্ত্র হতে মনুষ্যত্বকে দিয়েছে বাদ
নিত্যদিন আশা করে মানুষকে হতে হবে দেবতা
চালাকি নয় বিদ্ধি হয় সত্যের আধার তখনই স্থিরতা।

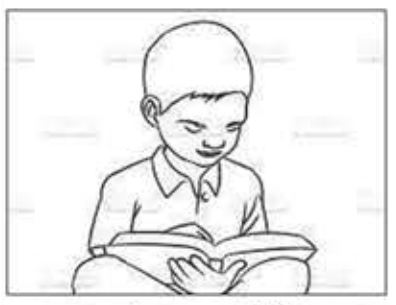

কোন শুভদিনে জন্ম হলেই তৈরী করতে হয় সৃষ্টির চেষ্টা
ফলকে ফলপ্রসূ করতে দূর কর ভ্রষ্টা।
বাক্যকে নীতিতে পরিণত করতে সত্যই বড়
শির উঁচু করতে সম্ভাবনা মনে জড়ো কর।
প্রতি শিশুর মধ্যেই বীজ থাকে যেমন বটবৃক্ষ
উপরে উঠতে পার হতে হয় প্রতি অক্ষ।
কর্মগুণে মানুষের মধ্যে আলো হয়েই সবার মাঝে
সময়ের সঙ্গে আপনার মতামত সবাই থাকে কাজে।
শিশুর ভবিষ্যত এগিয়ে চলে পিতামাতার শিক্ষায়
কেউ হয় সমাজের প্রতিপক্ষ, আবার থাকে অপেক্ষায়।
ঐশ্বরিক ভাব ছাড়া উপর সাঁড়িতে ওঠা অনিশ্চিত
সত্য যে ধর্মের আধার, সদ্ভাবে চিত।
(আদর্শ পল্লী, আমতলা, দঃ২৪ পরগণা)

নদীর বিপর্যয়
চঞ্চল কুমার মজুমদার

শতদ্রু নদীর তীরে একদল লোক
করছিল কোলাহল বাঁধ বাঁধিবার তরে,
তৈরী হবে জলাধার ও জলবিদ্যুত
নদীর জলকে ধরে হবে শস্য সারা বছর
তারই মধ্যে দেখা গেল এক ক্ষ্যাপাকে
ছিন্ন বসন, মুখে বড় বড় দাড়ি
খুঁজছিল পরশ পাথর
যাতে স্পর্শ করবে হবে সোনা, এই ছিল বাসনা
দিতেছিল বাধা সব লোককে বাঁধ বাঁধার
হবে না শস্য বাঁধের অপর পারের জমিতে,
শুকিয়ে যাবে শস্য জলের অভাবে
বার বার আসবে বন্যা হবে বিপর্যয়।
শুনে সব লোকজন ছুটে এল তার পানে
বলল, মেরে ফ্যালো ঐ পাগলটারে।
শতদ্রু শুকিয়ে গিয়েছে তিল তিল করে
পড়ে আছে শুধু বালু রাশি রাশি !
(দমদম, কলকাতা)

বোঝা দায়
আব্দুল হান্নান

সময় কখন কেমন চালায়
জানায় না তো কিছু
হঠাত করে উঁচোয় তোলে
হঠাত নামায় নীচু
বলে কারোর আসে না কাছে
চলেই গতি দ্রুত
ঝড় ঝাপটা থাক বা না থাক
মারে পেশীর গুঁতো
এগিয়ে চলা লাফিয়ে বলা
বলার সুযোগ সবার
কথায় থাকে পটু দেখায়
চেতনায় তার অভাব
অজুহাতের ওজর ধরে
আঁটে ছলছুঁতো
কখম তাকে সমীহা দেখায়
কখন দেখায় জুতো
(রামশরণপুর, সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগণা)

জন্ম
লক্ষ্মণ মণ্ডল

আমার জন্ম একদিনে নয়
প্রতিদিন হাজার দিনে।
আমার জন্মে বিস্তৃত সর্ষে ক্ষেত
হলুদ হলুদ রেণু মাখে পড়ন্ত বিকেল
আঁখে দীঘি জল
পলকা ডাঁটি পদ্ম ফোটে।
কাঁটা শ্যাওলা বনে গুগলি তোলে হাঁস।
নগরের পথে লম্বা মিছিল
ঠেলা দেয় কারাপ্রাচীর।

অকাল বর্ষণে মেঘ শোধ করে দেয় না
প্রসব বেদনা।
কথক ঠাকুরের কথা শোনে না
বারাঙ্গনা অথবা বীরাঙ্গনা।
আমার সূতিকা ঘরে প্রেম বয়ে যায়
কুলুকুলু বিরামহীন
জীবন ফুরায় না কোন দিন।
(বর্ধমান)

রুমাল নিয়ে
মঙ্গলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সবার জানা ছোট্টবেলার
রুমাল নিয়ে খেলা
বড় হলে সেই রুমালেই
প্রেমের কথা মেলা।

রুমাল নিয়ে দুই পুরুষে
অসির রণৎকার
খুঁজলে পাবে ইতিহাসের
পাতায় চমতকার।
(কোন্নগর, হুগলী)

আমদানী
রণজিত কুমার সরকার

দেশ ভেঙেছো বেঠিক করেছো
বুকের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছো
কাঁকড়া বিছের খামচানি।
আমরা যারা ভিটে ছাড়া
প্রতিদিন করি তারা
শতেক দুঃখ আমদানী।
এপার ওপার আত্রেয়ী নদী
ও পারে বাঁধ গড়ো যদি
জলকষ্টে আমরা মরি।
এমন হলে হিংসার খেলা
মিছেই কবিদের মিলন মেলা
এপারে আর ওপারে।
কেউ দিতে চান আবার জোড়া
মাটির তৈরী ভাঙ্গা খোরা
ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা নয় কী !
(কুশমণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর)

কাজের পর ভেব না
স্বপন দত্ত

ভাববে যেটা করবে সেটা
কাজের পর ভেব না
কাজের পর ভেবে কষ্ট পেয়ো না
যা হয়েছে ভাল হয়েছে
যা হবে ভাল হবে
ভাল যদি মন্দ হয় কি হবে ভেবে !
ভেবে করলে কাজ কষ্ট পেতে হয় না
কাজের পর ভাবলে সবাই করবে ঘৃণা
ভাল ফল পেতে হলে কাজের আগে ভাবো
কাজের পরে ভাবলে ভাল ফল কি হবে।
(আকুল সাঁড়া, সোনাপেতা, পশ্চিম মেদিনীপুর)

প্রণমি বিশ্বকবি
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্প কবিতা নাটক ছড়া সকল ক্ষেত্রে থাকা
উপন্যাসের জগতেও দেখি নামটি প্রাণেতে আঁকা
জন্ম হইতে মৃত্যু অবধি সবখানে খুঁজে পাই।
শ্রদ্ধা ভক্তি সুগভির ভাবে আছে যে মোদের তাই।
(কলকাতা - ১৬)

মন বাগিচা
কৌশিক শীল

কাজল কালো দীঘল নয়ন গজদন্তে মোতির বিচ্ছুরণ
এলোকেশে দীর্ঘ ঢেউয়ের ঢল খুশীর ঝিলিক সুরভিত পল
চকিতা হরিণী চপল চলনে হৃদয় ব্যাকুল অমোঘ টানে।
গোলাপ বাগে রঙের বাহার মন বাগিচায় উষ্ণতার।
দিবা-নিশি সব একাকার মাদক মাতন প্রকাশ তার।
উচ্ছল বাঁধনহারা সময় যৌবন
প্রাণশক্তিতে ভরপুর জীবনের মৌবন।
(কলকাতা-৩৭)

অতীত
শেফালী সরকার

তুমি বাগানে বসে আছো অজস্র ফুলের মাঝে
সেই কখন থেকে ফুলগুলোর দিকে চেয়ে আছো
অথচ সে দৃষ্টি কোথায় হারিয়ে গেছে,
বৃষ্টি আর রোদ্দুরের ছোঁয়ায় ফুলগুলি সতেজ, সুন্দর -
তুমি ফুলের দিকে, আমি তোমায় দেখছি নীরবে।
তোমার তৈরী বাগান, অথচ তোমার দৃষ্টি আজ প্রাণহীন
শুধু দেখছি আর ভাবছি, তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়বে।
তুমি কি ভাবছো, অমন উদাস হয়ে ?
আমি এত কাছে, একবারও তোমার দৃষ্টি আমায় ছুঁয়ে যাচ্ছে না।
তবে কি আমি অতীত আজ ?
(কলকাতা-৪০)

রবির কর
কানন পোড়ে

রবির কর ছড়িয়ে পড়েছে ধরণীতে
ফুলে ফুলে ভ্রমর প্রজাপতির মেলা
দেখবি আয়রে ভেসে যাচ্ছে সাদা মেঘের ভেলা।
যতই থাকবি বন্ধ দুয়ার
আলমারী বোঝাই করা পোষাক
পোকায় কেটে ছিন্ন হয়ে যাক্।
তবুও রইবি পড়ে কুম্ভকর্ণ
রাত ফুরালো দিন ফুরালো !
(আদর্শ পল্লী, আমতলা, দঃ২৪ পরগণা)

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১ / 9903835611

সুনীল ছেত্রীর মানের বঙ্গজ ফুটবলার এখন কোথায়?

অরিঞ্জয় মিত্র

কলকাতা যে ভারতীয় ফুটবলের মক্কা তা আর না বললেও চলে। যদি বিগত কয়েকবছরে মক্কার ব্যাটন অনেকটাই ঘুরে গিয়েছে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। প্রসঙ্গত, শ্যাম থাপা, বাইচুং ভুটিয়াদের হাত ধরে উত্তর-পূর্ব ভারত বা পাহাড়ি ফুটবলের সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছিল দেশের তথা বাংলার। ব্যাকভলি মারার ক্ষেত্রে শ্যাম থাপার জুড়ি মেলা ভার ছিল। পরবর্তীতে যে বাই-সাইকেল কিকের অনেকটাই সঞ্চারিত হয়েছে বাইচুং ভুটিয়ার মধ্যে। শ্যাম থাপা, বাইচুং-এর যোগ্য উত্তরসূরী যদি কাউকে বাছতে হয় তবে অতিঅবশ্যই বলতে হবে সুনীল ছেত্রীর কথা। যিনি আবার ভারত অধিনায়কও বটে। এর মাঝে সামতাই সাইজা বা সোসোর নাম উঠবে। আসবে রেনেডি সিং, গুনবীর সিংদের নামও। লালন পুঁইয়ার মতো অকালে হারিয়ে যাওয়া প্রতিভার নামও আসবে আলোচনায়। তবে শ্যাম থাপা, বাইচুং ভুটিয়াদের জুতোয় সার্থকভাবে পা গলিয়েছেন অতিঅবশ্যই সুনীল ছেত্রী।

আইএসএল যে ভারতীয় ফুটবলের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে তার জানানও মিলতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই দেশের জার্সি গায়ে একশোটি ম্যাচ খেলা সুনীল ছেত্রীর ভারত ফের অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে ঘরের মাঠের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে। ভারতীয় ফুটবল যে এতটাই আন্তর্জাতিক তা এই সুনীল জমানাতেই বেশি করে প্রকাশ পাচ্ছে। এটা ঠিক সুনীলের ঠিক আগে বাইচুং ভুটিয়া, আই এম বিজয়ন বা জো পল আনচেরিরাও কোনও অংশে কম যান নি। তারও আগে নেহরু কাপ ও মিলোভানের স্বর্ণ যুগ তো আছেই। কিন্তু বিশ্বকাপের ঠিক আগে সারা দুনিয়ার কাছে দেশের ঢাক এভাবে পেটাতে কাউকেই দেখা যায় নি সেভাবে।

ভারতীয় ফুটবল যে র‍্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে অনেকটাই এগিয়েছে তা বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই নজরে আসছে। এতটা ধাপ এগনো যে শুধুমাত্র সাধারণ উদ্যোগে যে সম্ভব নয় তাও মোটের ওপর পরিস্কার। আসলে অনেকদিনের পরিকল্পনার ফসল এখন একটু একটু করে তুলতে শুরু করেছে ভারতীয় ফুটবল। আর এর অন্যতম বড় অনুঘটকের নাম নিঃসন্দেহে আইএসএল। বিদেশি প্লেয়ারদের ও বিশ্বকাপারদের (হোক না সোনালী ফর্ম খানিকটা পিছনে ফেলে আসা) সঙ্গে খেলার সুযোগ অভাবনীয়ভাবে পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলাররা। এর সঙ্গে আইলিগে বিদেশি খেলোয়াড় বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নিশ্চিতভাবে পক্ষে গিয়েছে। মোদ্দা কথা বিদেশিদের সঙ্গে এক টিমে বা বিপক্ষে খেলতে খেলতে এক অন্য ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। যা রাফ অ্যান্ড টাফ করে তুলেছে ভারতীয় নতুন প্রজন্মকে। এভাবেই ক্রমোন্নতির দিকে আগুয়ান হয়েছে ভারতীয় ফুটবল। দেশের ফুটবল যে এভাবে এগোচ্ছে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব স্থানীয় ভিত্তিতে ফুটবলের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। যা এদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। বস্তুত, এখন ভারতীয় ফুটবল সারা দুনিয়ার লাইমলাইটে চলে এসেছে। কয়েক বছর আগের আই লিগের দিকে তাকালে দেখা যাবে এখানে ধরে এক নতুন ধরনের ট্রেন্ড গড়ে উঠেছে। সেটা হল গুটি কয়েক ক্লাবের বাইরে গিয়ে ফুটবল খেলার বিকেন্দ্রীকরণের ঘটেছে। সেজন্যই ৪-৫ বছরের মধ্যে বেঙ্গালুরু এফসি (এবার অবশ্য আইলিগের পাঠ চুকিয়ে তারা আইএসএল অভিযান চালাচ্ছে), আইজল, লাজং এফসি, পাঞ্জাব মিনার্ভা, চেন্নাই এফসি প্রভৃতি দলের আবির্ভাব ঘটেছে। আর এই দলগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে তারা এই মুহূর্তের সেরা ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের থেকে কোনও অংশে কম নয়। আর এটাই পার্থক্য গড়ে দিতে শুরু করেছে। এদের মধ্যে ভারত অধিনায়ক সুনীল তাঁর ক্লাব দল বেঙ্গালুরুকে পর্যন্ত ভারত সেরা করার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়ন্স করেছেন।

দীর্ঘদিন ধরেই এদেশে ফুটবল দুয়োরানীর মতো এক কোনে পড়ে থাকত। ক্রিকেটের একজন ছোটখাটো তারকা যে সম্মান পান তার ছিটেফোঁটা পেতে দেখা যেত না ফুটবল তারকাদের। জাতীয় দলের প্লেয়ারদের ঘিরেও সেই উন্মাদনা কোনওদিন তৈরি হয়নি। অথচ রাশিয়া বিশ্বকাপের সময় দেখা যাবে বিভিন্ন দেশের সমর্থনে বিভক্ত হয়ে আম ভারতীয় সমর্থকরা কেমন ফুটবল-উন্মাদ হয়ে উঠবেন। তাঁরা কি চান না তাঁদের দেশ একবার বিশ্বকাপে খেলুক। কোরিয়া, চিন, জাপান বা ইরান-ইরাক, সৌদির মতো ভারতীয় তিরঙ্গাও বিশ্ব ফুটবলে নাড়া দিক। সেজন্যই দরকার মনোভাব পালটানোর। আগের ভুল শুধরে এখন থেকেই সুনীল ছেত্রীদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। এটা ঠিক একদিনেই হয়তো সব পালটে যাবে না। তাও এখন থেকেই মূল্যায়ন না করলে সঠিক সময় সঠিক জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। প্ল্যানিংটাও হতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক। কোনও আবেগের তাড়নায় ভেসে গেলে চলবে না। বালাবাহুল্য, প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে এ, বি, সি সহ বেশ কিছু জায়গা খোলা রাখতে হবে। যার ফলে কোনও প্রতিকূলতার সামনে ভারতীয় ফুটবল বেসামাল না হয়ে পড়ে। এমনিতে দেশের ফুটবল যে খাতে এগোচ্ছে তা একদম ঠিকঠাক বলেই মনে হচ্ছে। এর সঙ্গে সময়মতো কিছু পরিমার্জন আরও ক্ষুরধার করে তুলতে পারে পুরো পরিকল্পনা নিয়ে এগোলে। পাহাড়ি ফুটবলের পাশাপাশি বাংলা তথা দেশ একসময় সমৃদ্ধ হয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় ফুটবলারদের জন্য। হাবিব, আকবর কীংবা পরবর্তীর আইএম বিজয়ন, রমন বিজয়ন, পিভি সত্যেন , পাপ্পাচানদের খেলা রীতিমতো মুগ্ধ করেছে তামাম ফুটবলপ্রেমীদের। অথাৎ উত্তর-পূর্ব ভারতের ছেলেরা যদি তাঁর স্ট্যামিনা, পরিশ্রম ও দক্ষতার জন্য জনপ্রিয়তা পেয়ে থাকেন তবে দক্ষিণীরা তাঁদের অনবদ্য স্কিলের জন্য বিখ্যাত। এখানেও যেন ইউরোপ আর লাতিন আমেরিকার দুই ছোঁয়া। বস্তুত, হাবিবরা যখন এখানে খেলেছেন তখন বাংলাতেও সুরজিত সেনগুপ্ত, সুভাষ ভৌমিকদের মতো আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলার রাজ করেছেন। একইভাবে বিজয়নদের জমানায় কৃশানু, সুদীপ চ্যাটার্জিরা আলোকিত করেছে বাংলার ফুটবলকে। সুনীল ছেত্রীদের এই উত্থানের আমলে সেরকম বাঙালি ফুটবলার কোথায় তা নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। একেবারে নেই তা নয়। তবে সেমাপের বাঙালি ফুটবলার সত্যিই নেই এখন। এই জায়গাটা ভাবনার বিষয় নিশ্চয়ই।

ক্রীড়ায় ভারত আর পরনির্ভরশীল থাকবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি : যে কোনও দেশের উন্নতির জন্য দেশের তরুণতরুণীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকা খুবই জরুরি। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য চাপমুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং সুস্থতার উপর নজর দিতে হবে। এই বিষয়গুলি মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার একদিকে যেখানে দেশের সুরক্ষায়প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অন্যদিকে তরুণতরুণীদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, সরকার সারা দেশে খেলাধুলার প্রসারের জন্য সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে। নব ভারতের তরুণ তরুণীরা আজ সকল প্রচারাভিযান সফল করার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিচ্ছে। এই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁদের সমর্থন করছে এবং তাঁদের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বাস করে যে সাফল্যের একটিই মন্ত্র, এবং তা হল দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অটল অঙ্গীকার'। আজ সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রে যুবকদের সুযোগ নিশ্চিত করছে। আগামী বছরগুলিতে একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী ভারত গড়ে তুলতে তাঁদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদী বলেছেন, ভারতের মতো একটি তরুণ দেশকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে যুব সম্প্রদায়ের বড় ভূমিকা রয়েছে। শুধুমাত্র যুবকরাই ভবিষ্যত নির্মাণ করতে পারেন এবং তাকে সফল করে তুলতে তাঁরা নিষ্ঠা এবং সংকল্পের সঙ্গে কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই কথাগুলো নতুন ভারত গড়তে যুবশক্তির ভূমিকা তুলে ধরে। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি তাঁর গুজরাত সফরের সময়রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে ভাষণ দিয়েছেন এবং এর একটি ভবন জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আহমেদাবাদে একাদশ খেল মহাকুম্ভে'র উদ্বোধন করেছিলেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন যে এটি কেবল একটি খেল মহাকুম্ভ নয়, এটি গুজরাতের যুব শক্তির একটি মহাকুম্ভও বটে।

মোবাইল গেমের গ্রাসে খেলার মাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গোল্লা ছুট, ছু-কিত-কিত, সীতা উদ্ধার, হাঁ ি ভাঙা, কুমি। ডাঙা& অনেকদিন আগেই গ্রামবাংলার খেলার মাঠ থেকে বিদায় নিয়েছে।খো খো, কবাডি, হা-ডু-ডুও কোণঠাসা।বর্তমানে নবীন প্রজন্মের খেলাধুলার পরিধিও ছোট হতে হতে কার্যত হাতের মুঠোয় পৌঁছে গেছে।শিশু থেকে কিশোর প্রায় সকলের হাতের স্মার্টফোনে বন্দি গোটা দুনিয়া।স্মার্টফোনেই দীর্ঘক্ষণ মেতে থাকায় মাঠের খেলায় তাদের বেশিরভাগই এখন আর ঘাম ঝরাতে চায় না।খেলার মাঠে ধুলো মাখার আনন্দটাও তারা বেমালুম ভুলে গেছে।খেলার মাঠের সবুজ ঘাসের আদর দূরে সরিয়ে তারা বুঁদ হয়ে থাকছে স্মার্টফোন, ল্যাপটপের স্ক্রিনে মোবাইল গেমে।এরা সবান্ধবে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আরামে বসে মুখরোচক নানাবিধ স্ন্যাকস খেতে খেতে স্মার্টস্ক্রিনেই ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল খেলা দেখতে অধিকতর পছন্দ করে।সেখানে বসেই খেলাধুলার যাবতীয় সমালোচনা আর কথায় কথায় ভুলত্রুটি ধরে স্টার প্লেয়ারদের মুণ্ডপাত করাতেই এদের সবটুকু আনন্দ।কখনো-সখনো নামি টিমের খেলা দেখার নামে হৈ-হুল্লো। মেতে উঠে কোনও স্টেডিয়ামে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে সময় কাটাতেও ভালোবাসে।এরা এত কিছুতে থাকলেও কিন্তু, পা।র খেলার ময়দানে নেমে এদের গা ঘামাতে দেখতে পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞানের অপার মহিমায় স্মার্টফোনের সৃষ্টি।এর জাদুতে মজেছে সকলেই।কিন্তু, স্মার্টফোন কীভাবে গ্রামবাংলার হৃদস্পন্দন মাঠের খেলাধুলাকে ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারবে।বিভিন্ন সূত্রে খুঁজে নিয়ে জানা গিয়েছে, যখন কিপ্যাডের সাধারণ মোবাইল ফোন ছিল অর্থা স্মার্টফোন ছিল না তখনও খেলার মাঠে তরুণ প্রজন্মের প্রায় সকলকেই সকাল-বিকাল গা ঘামাতে দেখা যেত।তখন মোবাইল সেটটি সাধারণত কথাবার্তার কাজেই সর্বাধিক ব্যবহার করা হত।ওই

ধরনের মোবাইলে নিদেনপক্ষে যে কয়েকটি গেম সেট করা থাকত তা নিয়েও বেশিরভাগেরই আহামরি কিছু কৌতূহল দেখা যেত না।কিন্তু, যেইমাত্র স্মার্টফোনের আবির্ভাব ঘটল এবং বা।তি ফিচার হিসেবে অসংখ্য আকর্ষণীয় মোবাইল গেমের উদয় হল তখন থেকেই নবীন প্রজন্মের একটা বিরাট অংশই মাঠমুখি হতে ভুলে যাচ্ছে।তারা মাঠে নেমে খেলাধুলাকে কার্যত টা টা বাই বাই জানিয়ে স্মার্টফোনে মুখ গুঁজে থাকাতেই অধিকতর স্বচ্ছন্দ বোধ করছে। এভাবে বিভিন্ন মোবাইল গেম মাঠের খেলাকে গ্রাস তো করছেই পাশাপাশি নবীন প্রজন্মকে বিপন্নের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।দীর্ঘদিন ধরে মাঠে-ময়দান দাপিয়ে বিভিন্ন খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের অনেকেরই অভিমত, গা ঘামিয়ে খেলাধুলা করলে শরীর সুস্থ থাকে ও মন প্রফুল্ল হয়।তাতে প।শোনা সহ অন্যান্য কাজ করার উসাহ আরও বে।ে যায়।কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় হল স্মার্টফোনের চ্যাটিং সহ রকমারি ফিচারের আকর্ষণে বুঁদ ও মোবাইল গেমে আসক্ত নবীন প্রজন্ম সেটা বুঝতেই চাইছে না।চিকিসক থেকে শুরু করে মনোবিদদের অনেকেই স্মার্টফোনের এই আসক্তি মানবজীবনে বিশেষ করে শিশু ও তরুণ প্রজন্মের শরীর এবং মানসিক বিকাশের ওপর নানাভাবে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।তাঁদের কথায়, একটানা স্মার্টফোনে বুঁদ হয়ে থাকায় এই প্রজন্মের অনেকেরই খেলাধুলা সহ শারীরিক কসরতে অনীহা জন্মে।এর ফলে তাদের মধ্যে অনেকেই শরীরে বা।তি মেদ জমার কারণে নানাবিধ সমস্যার শিকার হয়।তাছা।া মনের ওপর বিরূপ প্রভাব প।ার কারণে অনেককেই অস্থির ও খিটখিটে স্বভাবের হতে দেখা যায়।এমনকি মোবাইল গেম অনেককেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। অতীতে ব্লু হোয়েল, পাবজি প্রভৃতি মোবাইল গেমে আসক্ত হয়ে একাধিক অকালমৃত্যুর ঘটনা প্রমাণ করে দিয়েছে যে স্মার্টফোনে বুঁদ নবীন প্রজন্ম কতটা বিপন্ন।

কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি শিলিগুড়ির বিএসএফ ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের কিক বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে পদক প্রাপ্ত বাংলা তথা দক্ষিণ কলকাতার জনক রোডের লেকপল্লি ক্লাবে নিয়মিত অনুশীলন করা ক্রীড়া প্রতিনিধিদের জন্য ওয়াকো কলকাতার উদ্যোগে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অংশগ্রহণকারী ২০০ জনের মধ্যে শালিনী হেলা, বিল্টু সর্দার, শ্লোক জৈনের হাত ধরে ওয়েস্ট বেঙ্গল কিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত চ্যাম্পিয়নশিপে সাতটি সোনা, সাতটি রুপো ও আটটি ব্রোঞ্জ পদক জয়ী বাংলা তৃতীয় স্থান অর্জন করে। তাদের পাশাপাশি জাতীয় পদকপ্রাপ্ত কৃতী কিক বক্সার ঈশান দাস ও কোচ

পার্থ মিত্রকেও ক্লাবের পক্ষ থেকে সেদিনের মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও ক্লাবের তরফে ওই দিন সকল কৃতী খেলোয়ারদের শুভেচ্ছা জানান ক্লাব সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী ও সভাপতি সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়।

ক্ষমা মানুষকে নিয়ে যায় উন্নত সোপানে

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সমগ্র বিশ্বে গুড ফ্রাইডের দিনে খ্রিস্ট বিশ্বাসী মানুষ ক্রুশের কাছে মাথা নত করেন। রোম সম্রাট পিলাতের সময়ে যিহুদি নেতারা ও মহা যাজক কায়াফার ষড়যন্ত্রে, রাজা হেরদের সম্মতিতে এবং যিহুদি নেতা ও জনগণের চাপে পড়ে সম্রাট পিলাতের না বলা সম্মতিতে দোষী সাব্যস্ত হয়ে ৩৩ বছর বয়সী নিষ্পাপ যুবক ঈশ্বর পুত্র যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যুদণ্ড স্থির হয়। নিষ্ঠুর রোমান সৈনিকের হাতে যীশুকে সমর্পণ করা হলো। ৩৯ বার বেত্রাঘাত দেওয়ার পর কাঁটার মুকুট মাথায় পরিয়ে, ভারি ক্রুশ কাঠ তাঁর কাধে চাপিয়ে কালো গলগাথায় মাথার খুলি নামক স্থানে যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হল। অকথ্য অত্যাচার ও নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে ক্রুশীয় প্রথম কালজয়ী বাণী উচ্চারিত হলো 'পিতাঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কী করিতেছে, তাহা জানেনা।'

বাণীটি তার ক্ষমার বাণী, ত্যাগের বাণী, পিতার কাছে একটি প্রার্থনা, পিতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া। এত কিছু ঘটে যাওয়ার পরও তিনি শত্রুদের ঘৃণা করেননি বরং তিনি পিতার কাছে তাদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইলেন, ক্ষমা পূর্ণ হৃদয়ে বললেন, 'পিতঃ ইহদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কী করিতেছে তাহা জানেনা।''

ক্ষমার অর্থই হল নিজের ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া, তিনি তার বহু মূল্য রক্ত ও জীবন দিয়ে ক্ষতি স্বীকার করে নিলেন। কঠিন যন্ত্রণার মাঝে সাধারণ মানুষের মনে প্রতিহিংসা জাগে। কিন্তু যীশু মহৎ ও ক্ষমা পূর্ণ হৃদয়ে ক্ষমার বাণী উচ্চারণ করলেন। ক্ষমার চূড়ান্ত নিদর্শন প্রভু যীশু, ক্রুশের উপর থেকে তাঁর শাশ্বত ক্ষমাপূর্ণ বাণী মুগ্ধ করেছে মানব সমাজকে, নিষ্ঠুর নির্মম মুহূর্তে প্রতিশোধের লেশ মাত্র ছিল না। ক্ষমা করে দিলেন তাঁদের, যারা তাকে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ক্রুশে দিয়েছিল। ক্ষমা মানুষকে অবণত করে না, বরং ক্ষমা মানুষকে নিয়ে যায় উন্নত সোপানে।

তিনি বলেছেন, পিতঃ ইহাদের ক্ষমা কর, তার এই ক্ষমা পূর্ণ বাণীর মধ্যে আমি, আপনি তথা বিশ্ব মানব সন্তান জড়িত আছে। সর্বযুগের সর্ব মানুষের মুক্তির জন্য পিতার কাছে তার আকুল প্রার্থনা। যীশু পিতার কাছে মানুষের পাপের জন্য ক্ষমা চাওয়ায় মানুষের অজ্ঞতা ও মুর্খতার কথাই প্রকাশ পেয়েছে। ক্ষমা মহত্ত্বের

লক্ষণ, তিনি কেবল মুখে নয় বরং কাজে তা প্রমাণ করেছেন। মানুষ কাউকে ক্ষমা করলে তার মন থেকে মুছে যায় না, কিন্তু যীশু যখন মানুষকে ক্ষমা করেন তখন তিনি তার পাপ সম্পূর্ণ রূপে ভুলে যান, তা আর স্মরণে আনেন না। যীশু চিরকালের জন্য ক্ষমা করেন।' যীশু বলেছেন, 'তোমরা আপন আপন প্রভু দিগকে প্রেম করিও এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও।'' বাস্তবে তিনি তার কথা ক্রুশের উপর থেকে প্রমাণ করেছেন। এই সুধা মাখা ক্ষমার বাণী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাণী। মানুষের পাপের ক্ষমার জন্য যা দরকার ছিল প্রভু যীশু ক্রুশের উপর থেকে আত্মমেধ যজ্ঞ সাধনের মধ্য দিয়ে পূর্ণরূপে সাধন করেছেন।

ক্ষমা একটি মহৎ গুণ। ক্ষমা মানুষের পরম ভূষণ, ক্ষমা হলো আনন্দ, মিলন ও ভালোবাসার প্রতীক। সেই প্রতীক হলো যীশু। যীশুর ক্রুশীয় ক্ষমার বাণী প্রসঙ্গে কবিতার দুলাইন মনে পড়ে- 'দেখ কুঠার করে চন্দন ছেদন, তবু চন্দন সুভাস তারে করে বিতরণ'।

যীশুর প্রধান শিষ্য পিটার যিশুকে বলেছিলেন আমার ভাই যদি অন্যায় করে তাকে কতবার ক্ষমা করব। যীশু উত্তরে বলেছিলেন, ৭×৭০ বার অর্থাৎ যতবার অন্যায় করবে ততবার ক্ষমা করবে। মনে পড়ে ওড়িশার কেওনঝড়ে সংগ্রামী সমাজসেবী গ্রাহাম স্টেইন ও তার দুই পুত্রকে দুষ্কৃতীরা আগুনে পুড়িয়ে মারার পর, সাংবাদিকরা তার স্ত্রী গ্লাডিস স্টেইনএর সাক্ষাৎ করে নিতে গিয়ে জানতে পারলেন তিনি অপরাধীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। তৎক্ষণাৎ সাংবাদিকরা অকপটে স্বীকার করে বলেছিলেন, এই যদি খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম হয়, তাহলে ভারতবাসীর খ্রীষ্ট ধর্মগ্রহণ করার প্রয়োজন আছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'এমন মহত্তর বাণী পৃথিবীতে আর কখনো উচ্চারিত হয়েছে বলে আমার জানা নাই''। পরবর্তীকালে বিজ্ঞ জনেরা যীশুর এই বাণী পর্যালোচনা করে হতবাক হয়েছিল যে কীভাবে এটা সম্ভব! একজন মৃত্যু পথ যাত্রীর মৃত্যুর চরমতম পর্যায় পৌঁছে, তার চরম শত্রুদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চায়। যীশুর এই বাণী বিরলতম হিসাবে আক্ষা দেওয়া যেতে পারে। পরিশেষে ইউক্রেনে খ্রীস্টিয়ানদের পবিত্র উপবাস কাল বা সেন্ট প্রিয়োডের মধ্যেই, ৪৫ দিনের রক্তক্ষয়ী এক পেশে যুদ্ধ, নির্মম হত্যালীলা ও ভয়ঙ্কর ধ্বংস যজ্ঞ যা আজও অব্যাহত।

আর কতবার বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীস্ট, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধীকে অহিংসা ও ক্ষমার বাণী নিয়ে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে হবে। আমরা পরস্পরের মধ্যে যা কিছু ভুল বোঝাবুঝি আছে তা যদি পরস্পরকে ক্ষমা করতে পারি, তবেই যীশুর ক্রুশীয় মৃত্যু ও প্রথম অমর বাণী বা ক্ষমার বাণী সার্থক হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com